যতখুশী হাসো

সুব্রত কুমার রায়

নিশা পাবলিশিং
শ্রীরামপুর, হুগলী

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন, (মহালয়া), ১৩৬৪

প্রকাশিকা ঃ
শ্রীমতী নিশারায়
নিশা পাবলিশিং
শ্রীরামপুর, হুগলী

প্রচ্ছদ পট ঃ
সুব্রত কুমার রায়

প্রচ্ছদ ব্লক করেছেন ঃ
এস্ কুমার
টালিগঞ্জ, কলিকাতা

মুদ্রনে ঃ
রামকৃষ্ণ প্রেস
শ্রীরামপুর, হুগলী

প্রীতি উপহার

ভূমিকা

'সাহিত্য দুর্ভিক্ষ'-র দিনেও কিছু ব্যক্তি বিশুদ্ধ সাহিত্যের কথা ভাবেন, পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং তাঁদের যত্নেই সাহিত্য বৃক্ষ ফুলে ফলে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে এবং উঠবে। আর বাদ বাকি বেশীর ভাগ মানুষকেই দেখেছি রাজনৈতিক উগ্রতায় কিংবা সিনেমার হিরো-হিরোইন (হেরোইন' মাদক দ্রব্য নয়!)—দের চটকদার আদি রসের আবেদনে প্রবলভাবে আকৃষ্ট ও অন্ধ সমর্থক। অবশ্য সেই রাজনীতিতে এবং সিনেমাতেও সাহিত্য বিদ্যমান একথা অস্বীকার করা যায় না। তবে তার সূক্ষ্মরস আস্বাদন করার ক্ষমতা এদের নেই বললেই চলে। রাজনীতির উগ্র সমর্থকগণ বলেন,—আরে মশায়, শুধু সাহিত্য করে কি পেট ভরবে? রাজনীতি ছাড়া কি সাহিত্য হয়? আবার সিনেমার অন্ধ সমর্থকগণ বলেন,—দূর মশাই! কাহিনীতে না আছে কোন নায়িকার অর্দ্ধনগ্ন ছবি, না আছে রোমান্সের ছোঁয়া। হট্ কেকের মত হিটিং করার নেই কিছু তা'হলে রিডার-এর ক্ষুধা কি করে মিটবে? হিটিং, মিটিং তারপরতো ফিটিং! কিন্তু অনেকেই বোঝেননা যে সাহিত্যই মানুষের জীবনের প্রাণবস্তু—হাত পা চোখ কান থাকলে কি হবে প্রাণ না থাকলে সবই অচল। মানুষের জীবন থেকে যদি সাহিত্যকে সরিয়ে নেওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে মানুষ অমানুষে পরিনত হচ্ছে। বাঙালীর সর্বোত্তম আনন্দের প্রহর এসেছে।

"যত খুশী হাসো" ছোট গল্প পাঠক/পাঠিকাদের হাতে তুলে দিলাম। আপনাদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ দয়া করে লেখকের ছবি এবং স্বাক্ষর (সহি) দেখে বই কিনবেন। কিছু অসাধু লোক অসৎ প্রচেষ্টায় এই বই ছেপে বাজারে বিক্রয় করার চেষ্টা করতে পারেন। আমার সহৃদয় পাঠক/পাঠিকা বৃন্দ এই ব্যাপারে সাবধান থাকবেন এবং সৎ প্রচেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রমের যথার্থ মূল্য দেবেন এই প্রার্থনা করি। বইটি রেজিষ্ট্রীকৃত।

বাজিমাৎ

আমি যে কাহিনী আপনাদের সম্মুখে পরিবেশন করতে চলেছি সেটা বেশ কিছুটা 'কমেডি ধাঁচের' বলা যেতে পারে। নানারকম কাজের ঝামেলায় যখন জর্জরিত ক্লান্ত দেহে যখন এক কাপ চা কিংবা কফি হাতে ঘরে বসে চিন্তায় মগ্ন থাকেন তখনই 'একটু সময় করে' কাহিনীর দু'চার-পাতা খুললেই দেখতে পাবেন "রোমান্টিক এবং কমেডি ধাঁচের" সব বিচিত্র ঘটনা যা আপনাকে সঙ্গে সঙ্গেই আকর্ষণ করবে এবং ঠিক তখনই আপনার কি মনে হবে জানেন? —মনে হবে সংসারের সমস্ত কাজ জলাঞ্জলি দিয়ে বইটি যতক্ষন না শেষ করছেন ততক্ষন অন্য কোন কাজ-ই করতে ইচ্ছা করবে না···মাইরি বলছি, আশাকরি আপনাদের বেশ কিছু আনন্দ দিতে পারবো। আর সকলে সেই আনন্দের ভাগ সমানভাবে গ্রহণ করলে পরিশ্রম সার্থক হয়েছে—মনে করবো। যাক্, সময় নষ্ট না করে আসল কথায় আসা যাক।

কাহিনী পড়ার পূর্বেই খানিকটা হেসে নিতে পারেন··· "রামগরুড়ের ছানা, হাসতে যাদের মানা, হাসির কথা শুনলে বলে-হাসবো না-না-না, না···কেননা তেমন কিছু হাসির খোরাক আমি ঠিক যোগাতে পারবো কিনা, তাতে সন্দেহ আছে! বিশেষ কিছু স্টকে নেই···যতটুকু আছে তাহা আপনাদের জন্য উজাড় করে দিচ্ছি। স্টক ফুরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত···পাত্রে'র বাবা পাত্রীর বাড়ী এসেছে। পুত্রের বিয়ে/বিবাহ দেবে।

পাত্রী'র বাবা ঃ আরে আসুন, আসুন···

পাত্র'র বাবা ঃ নমস্কার, সুপ্রভাত—

পাত্রী'র বাবা ঃ ধন্যবাদ—ওইখানে বসুন। যথারীতি দু'জনেই বসে। এক সময়ে বলে আপনার কন্যাকে আসতে বলুন—

—হ্যাঁ, বলছি। বলেই চেঁচিয়ে বলে কিগো শুনছো, মেয়েকে নিয়ে এ'ঘরে এসো।

—সেই সময় চা, জলখাবারের ট্রে হাতে পাত্রী'র মা সমেত পাত্রী ঘরে প্রবেশ করে।

পাত্র'র বাবা ঃ বসো মা, বসো এইখানে। তা কি নাম তোমার? কতদূর পড়েছো?

পাত্রী ঃ (বসে) বলে চম্‌চম্ সিন্‌হা—টি. টি. এম. পি.।

পাত্র'র বাবা ! বা ঃ বেশ নাম টম্‌টম্ সিন্‌হা—T. T. M. P. সেটা আবার কি?

পাত্রী ! না ঃ টম্‌টম্ নয় চম্‌চম্—টেনে (T) টুনে (T) ম্যাট্রিক (M) পাস (P).

পাত্র'র বাবা ঃ আর কি পাস করছো?

পাত্রী ঃ A.O.D. অর্থাৎ কিনা এপাস (A) ওপাস (O) ধপাস (D).

পাত্র'র বাবা ঃ ওরেব্বাস্ তুমি আবার ধপাসে পড়েছো মা, খুব ভাল। —এছাড়া

পাত্রী ঃ বি.য়া পাস্

পাত্র'র বাবা ঃ সেটা আবার কি? তুমি B. A. পাস করে গেছো!

পাত্রী ঃ কেন? আপনার পুত্রের সঙ্গে B.A. দিলেই তো B.A. পাস হয়ে যাবে!

পাত্র'র বাবা ঃ তা বেশ বলেছ মা—তুমি রান্না—সুক্তো রাঁধতে পারো?

পাত্রী ঃ সুক্তোয় আমি খুবই পাকাপোক্ত।

পাত্র'র বাবা ঃ কথাটা খুবই সত্য! তুমি ভাজকু রাঁধতে পারো মানে ডিমের কারী—

পাত্রী ঃ আমি খুবই ভালো ভাজকু রান্না করতে পারি। এছাড়া কাঁঠালের তরকারী এমন রান্না করে দেবো যে খাবে সে আর দ্বিতীয়বার আমার কাছে আসবে না। কাঁঠালের তরকারী খুব ভালো রাঁধতে পারি। এছাড়া ঝিন্‌কুর কুর তাক্ রাঁধতে পারি।

পাত্র'র বাবা ঃ তুমি—নাচ, গান কিছু জানো তো? আমার পুত্র এসব ভীষণ ভালবাসে।

পাত্রী ঃ হ্যাঁ, আমি কথকলি, মনিপুরী, ভারতনাট্যম এসব জানি—গান বলতে লারেলাপ্পা গানে আপনার পুত্রকে এমন নাচ নাচাতে পারি যা দেখলেই 'মিঠুন' ভিরমি খাবে।

পাত্র'র বাবা ঃ সেকেলে নাচ, নাচছো কি করে? এখনতো ডিসকো নাচের জমানা, ভালো করে নোট কামানা। ড্যান্স-ড্যান্স জুবি জুবি, মানি মানি এসবত চলছে। তুমি মা স্টেজে ওঠো না কি?

পাত্রী ঃ কিযে বলেন? এতোক্ষন তা'হলে শুনছেন কি? এইরকম কোমর দুলিয়ে হু-রু, জি-গা-প্পা-ড্যান্স উইথ পাপাপা··· মানি, মানি···

পাত্র'র বাবা ঃ থাক্ মা, এখানে নাচতে হবে না। তুমি মাকে নিয়ে পাশের ঘরে যাও।

পাত্রীর মা ও পাত্রী পাশের ঘরে চলে যেতেই পাত্রীর বাবা বললো কি রকম দেখলেন?

পাত্র'র বাবা ঃ ভীষণ ভালো লাগলো, তা'হলে পাঁজি দেখে দিনক্ষন···

পাত্রী'র বাবা ঃ হ্যাঁ, চৈত্র মাসে খুব একটা ভাল দিন আছে। ঐ দিনেই ভাবছি শুভ বিবাহের কাজ ঠিক করা যাবে। তা'হলে

পাকা কথা সেরে ফেলা যাক্ কি বলেন ? কি কি ডিম্যাণ্ড আছে বলে ফেলুন নিঃসঙ্কোচে।

পাত্র'র বাবা ঃ তেমন কিছুই নয়—নগদ চাইনা. সোনাও দিতে হবেনা তার কারণ আমার পুত্র যা সোনা করেছে তা দেখে আপনার কন্যা হয়ে যাবে কানা।—যা লোডশেডিং হচ্ছে—একটা জেনারেটর দেবেন, কালার টি.ভি, ফ্রিজ দিলে ভালো হয়। তাছাড়া একটা ছোটোখাটো ফোন দেবেন বুঝতেই তো পারছেন বিজনেস-এ'বেলা হাজার ও'বেলা হাজার···আর এখনকার কথা চিন্তা করে আর যা খুশী দেবেন—আর কোনও ডিমাণ্ড নেই।

পাত্রী'র বাবা ঃ ঠিক আছে-আমি রাজী। আচ্ছা আপনার পুত্র'র সম্বন্ধে কিছু···

পাত্র'র বাবা ঃ আমার পুত্র নাম মান্তা ব্যাটবল—গ্র্যাজুয়েট—হিরো হিরো চেহারা-নট্ লাইক-এ জিরো। কানচাপা চুল, মুখে একটু দেয় গুল কিন্তু কাজে (কখনও) করে নাকো ভুল-হেঁ-হেঁ দেখতে হবেতো কার পুত্র !

পাত্রী'র বাবা ঃ কোনো নেশা ভাঙ্গ মানে হেরোইন বা ঐ ধরনের কোনো নেশা···

পাত্র'র বাবা ঃ কি যে বলেন—কোনো নেশা নেই-একটু আধটু সিগারেট তো কোনো ব্যাপার নয়—আর ওকেশ্যনালি একটু 'গুড়জল'তো সবাই খায়—

পাত্রী'র বাবা ঃ তা, আপনার পুত্র কি করে ?

পাত্র'র বাবা ঃ আমার পুত্র—এ'বেলা হাজার ও'বেলা হাজার-এ কামানো যে কতো মেহনতের কামানো ! সকালে উঠেই কাজে বেরিয়ে যায়—ফেরে রাত্রি দশটায়।

পাত্রী'র বাবা ঃ বলেন কি (মনে মনে হিসেব করে) এ'বেলা হাজার ও'বেলা হাজার অর্থাৎ কিনা ডেলি দু'হাজার···মানে ষাট

হাজার মাসে···

পাত্রর বাবা ঃ হ্যাঁ, তা'হলে আর বলছি কি ?

পাত্রী'র বাবা ঃ মশাই, তু'নম্বরী-দশনম্বরী কিছু নয় তো ? তা'হলে আমার জামাই জেলে ঢুকবেই—বেরোবে—ঢুকবেই···

পাত্র'র বাবা ঃ না, মশাই ও সব কিছু নয় সত্যের পথে চলি কিযে বলেন—

পাত্রী'র বাবা ঃ তাহলে তো আমি কিছুই ঠিক বুঝতে পারছিনা—

পাত্র'র বাবা ঃ তবে ইন্‌কাম নয়—চুন্‌কাম।

পাত্রী'র বাবা ঃ এ্যাঁ, বলেন কি ? চুনকাম তবে রংমিস্ত্রী ? চুনকামতো ঘরে···

পাত্র'র বাবা ঃ না-সে সব কিছু নয়।

পাত্রী'র বাবা ঃ তাহলে কি-সেটা বলুন-কিছুতো মাথায় ঢুকছেনা—

পাত্র'র বাবা ঃ আরে মশাই এটাও বুঝলেন না এ'বেলা আমার পুত্র একহাজার এবং ও'বেলা একহাজার অর্থাৎ কিনা ডেলি তু'হাজার বিড়ি বাঁধে।

পাত্রী'র বাবা ঃ এ্যাঁ, রাম রাম কি যেন বললেন—বিড়ি বাঁধে ? ওই বিড়িওলার সঙ্গে দেবো আমার ছুঁড়ির বিয়ে—আমিতো ভেবেছিলাম ষাটহাজার টাকা ইন্‌কাম।

পাত্র'র বাবা ঃ তাহলে আর ভাবনা ছিলো না—হেঁঃ হেঁঃ······।

আরেকটা শুনুন—সদ্যবিবাহিত যুবক স্ত্রীকে হোটেলে রেখে একাই রাস্তায় ঘুরছে একটি ভালোবাসার জন্য। রৌদ্রের তাপে শরীর অবশ প্রায় অবস্থায় একটি বাড়ীর সম্মুখে এসে হাজির। অষ্টাদশী বিবাহিতা যুবতীকে জিজ্ঞাসা করে আমায় ভালবাসা দিতে পারেন ? বিবাহিতা স্ত্রী বলে—আসুন বসুন। হ্যাঁ কিযেন বললেন ভালবাসা চাই ? যুবকটি বলে—হ্যাঁ, আমায় ভালবাসা দিন।

বিবাহিতা পরস্ত্রী ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে শাড়ীব্লাউজ খুলতে থাকে ?

যুবকটি বলে একি করছেন, আমি তো ভালবাসা চাই।

—হ্যাঁ, তাইতো দিচ্ছি বলেই অর্ধাবিবস্ত্রা হয়ে যুবকটিকে আলিঙ্গন করে।

যুবকটি কোনরকমে নিজেকে ছাড়িয়ে দরজা খুলে ছুটতে থাকে। আরেকটি বাড়ির সম্মুখে এসে দেখে একজন ষোড়শী কুমারী কন্যা দরজা খুলে বলে কি চাই ?

যুবকটি বলে—ভালবাসা চাই-দেবেন তো ?

—হ্যাঁ নিশ্চয়—অবশ্যই দেবো-ভেতরে আসুন।

যুবকটি ইতঃস্ততঃ করতে থাকে। কন্যাটি জোর করে যুবকটির হাত ধরে ঘরে প্রবেশ করিয়ে দরজা বন্ধ করে বলে, কি বললেন ভালবাসা চান—তাই তো ?

যুবক : না-মানে আমি···

কন্যা : আরে এতে সঙ্কোচের কি আছে। আসুন আমার কাছে—আকর্ষণ করুন আমায়।

যুবক : না, আমি তো ভালবাসা···

কন্যা : এইতো আমায় জাপটে ধরে চলুন বিছানায়···ভালবাসায় ভরিয়ে দেবো···

যুবক : কি মুশকিল্ আমি ভালবাসা···

কন্যা : (আলিঙ্গন অবস্থায়) এইতো চুম্বন করে আপনার কাছে সব দিচ্ছি-নিন।

যুবক : কোনরকমে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়।

কন্যা : কি হলো এটা ? আপনি আমায় তৃপ্ত না করলে বিপদে পড়বেন।

যুবক : ওরে বাবা ! শেষকালে কেন যে ভালবাসা চাইতে এসে···

কন্যা'র দরজায় ঢাক্কার শব্দ।

কন্যা : এইরে, মামাবাবু এসেগেছে-মরেছে-হঠাৎ-ই চেঁচিয়ে ওঠে কন্যা বাবারে—আমায় ধর্ষন করছে রে ··

যুবকটি ঘাবড়ে গিয়ে উঠে দরজা খুলে দেয়। যেই বেরোতে যায় মামাবাবু কলার চেপে ধরে বলে—চাঁদু যাবে কোথায়—তুলোধনা করে ছাড়বো—মধু খেতে এই সময়—বলেই পাড়ার মস্তানদের হাতে তুলে দেয়।

প্রচণ্ড মারতে মারতে আধমরা অবস্থায় যুবকটি বলে—হে ভগবান—আমি একটি ভালোবাসার জন্য হন্যে হয়ে সেই থেকে জুতোর হাফসুল খুইয়ে ঘুরছি—আর এরা ভাবছে কি না ; একজন মাস্তান বলে—কি ব্যাপার বলুনতো ? মামাবাবু তো বলল যে—আপনি নাকি রেপ্ কবাব জন্য ঝুম্‌কিকে নিয়ে দরজায় খিল দিয়েছিলেন। ঝুম্‌কি (কন্যা) : হ্যাঁ, (নিজেকে বাঁচানোর জন্য) আমায় বলে ভালবাসা চাই ? যুবকটি বলে—আপনাবা সকলেই আমায় ভুল বুঝেছেন—আমি হঠাৎ-ই বিয়ে করে ফেঁসে গেছি-একটা ঘর পাচ্ছিনা। সেইজন্য সদ্যবিবাহিতা স্ত্রীকে হোটেলে রেখে ভালবাসার জন্য (Not Love—house) হন্যে হয়ে ঘুরছি—আর আপনারা কি-না···

—সকলেই বলে ওঠে ছিঃছিঃ আমরা ঠিক বুঝতে পারিনি। আরেকটা—মামা ভাগ্নেকে নিয়ে শিকার করতে গেছে সুন্দরবনের জঙ্গলে—অবশ্যই পাখী। বাঘ মারা তো নিষিদ্ধ—যাইহোক দু'জনেই এসে উপস্থিত।

মামা : দ্রুত হাতে বন্দুকে গুলি ভরে নিয়ে পাখীগুলোর দিকে তাক্ করতে লাগল। এমন সময় কোথা থেকে একটা বাঁদর এসে এক লাফে উঁচু ডালে উঠে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই পাখীগুলো উড়ে গেল। বাঁদর উপর থেকে দাঁত খিঁচিয়ে মামার মাথায় খানিকটা 'হিসু'

করে দিল। মামা রেগে গুলি করার জন্য তাক করল বন্দুক। ভাগ্নে ঃ একি, বাঁদরের মাংস খাবে নাকি? বাঁদর মারারা তো বাঁদরের মাংস খায়।

মামা ঃ আমি কি বাঁদর মারা?—চোখ পাকিয়ে বলল, হঠাৎ বলল শুয়ে পড়। ছ'জনে ঝোপের পাশে শুয়ে পড়ল।

মামা ঃ নিঃশেষ (কথাটা নিঃশ্বাস) ফেলিস না ফোট্‌কে। দম চেপে রাখ।

ভাগ্নে ঃ দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে যে—হাঁপ লাগছে—বুকের ভেতরটা ধরফর করছে রাজধানী এক্সপ্রেসের মতো—পারছিনা মামু ভীষণ কষ্ট হচ্ছে—হিস্যু করবো মামু গো?

মামা ঃ তোকে চাঁটালেই সব সেরে যাবে। একটু পরেই সারিয়ে দিচ্ছি। দেখা গেল একটি বন মুরগী এদিকেই আসছে। মামাতো ট্রাইগারটাতে আঙ্গুল ঠেকিয়েছে কিনা ঠেকিয়েছে হঠাৎ পিছনে 'চ্যা-ও-ও' করে কি একটা আওয়াজ, তত্ক্ষণে বন মুরগী পগার পার। উঠে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে—অলক্ষনেকে সঙ্গে এনে সব কুযাত্রা হয়ে গেল। এমন জানলে কি আর আনতাম অপেয়েকে। ফোট্‌কে তোর একেবারে শনির দশা। জন্মের সময় বোধ হয় এয়োস্পর্শ পেয়েছিলি।—এগিয়ে চল—এবার পানকৌড়ি শিকারের জন্য পুকুরের ধারে ঝুঁকে পড়া একটা আমড়া গাছে চড়ে গেল। পানকৌড়ির দিকে বন্দুক উঁচিয়ে তাক করে ঘোড়া টিপলো—কুটুস করে ক্ষীন আওয়াজ। ভাগ্নে ঃ কি হ'ল মামু? গুলিগুলো রোদে দাওনি—একদম নরম হয়ে গেছে যে—। মামা ঃ (উত্তর না দিয়ে) সেগুলো পালটে পকেট থেকে অন্য কার্টিস্ বার করে লাগাল বন্দুকে। তারপর চাপ দিল ট্রাইগারে। এবারেও সেই দশা। ছাতা না শ্যাওলা ধরেছে কে জানে? দেখি তোর তীর ধনুকটা বাড়িয়ে দে।

ভাগ্নে ঃ নীচে থেকে তীর ধনুক তুলে ধরতেই মামা যেই হাত বাড়িয়ে নিতে ঝুঁকেছে শরীরের যাবতীয় ভার একটা ডালে এসে পড়ায় পট্ করে আমড়া গাছের ডাল ভেঙ্গে ঝপাৎ করে পড়লো পুকুরের জলে মামু—হাঁকু পাঁকু করে বন্দুক সমেত মুহূর্ত্তের মধ্যে পানার তলায় তলিয়ে গেল।

—তাইতো মামু কি পাতালে চলে গেল নাকি বাসুকীর কাছে? কথাটা মনে হতেই চেয়ে ফোটকে (ভাগ্নে) দেখে মামু—মাথা তুলেছে জলের উপর—সারা মাথা গা পানায় ভর্ত্তি। সেই অবস্থায় বন্দুক হাতড়ে হাতড়ে খুঁজতে লাগলো। কি করুণ মূর্তি চেনাই যায় না।

ভাগ্নে : হি-হি করে আরামের হাসি হাসতে থাকে—

মামা ঃ দাঁড়া, উঠে গিয়ে তোর হাসি বার করছি-পিত্তি নিংড়ে তেঁতো করে তবে ছাড়বো, —ডোণ্ট পাকামি। বলেই পুকুর থেকে উঠে এসে বলে খবরদার কাউকে বাড়ীতে একথা বলবি না-তা'হলে তোকে আস্ত রাখব না।

ভাগ্নে ঃ তুমি কি খেপেছো মামু? চক্ষুলজ্জা বলেও তো একটা কথা আছে। এ নিয়ে তুমি একদম ভাববে না। গলা কেটে ফেললেও কাউকে বলছিনা।

মামা ঃ বুদ্ধদেবের নাম শুনেছিস? গৌতম বুদ্ধ? তিনি কি বলেছেন জানিস্—প্রাণী হত্যা মহাপাপ।

ভাগ্নে ঃ তাই কি তুমি পানকৌড়ি হত্যা করলে না মামা?

মামা ঃ হ্যাঁ, হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে গেল। তাই গুলি আর করলাম না। নইলে গুলি কি আর ফোটেনা রে? বল্‌না—এখুনি এক ফায়ারে তোর খুলিটা পাউডার করে দিচ্ছি।

ভাগ্নে ঃ তা তো বটেই। ভাগ্নে হত্যা করার খুব শখ। পানকৌড়ি মারতে গিয়ে তো অক্কা পেতে বসেছিলে।

মামা ঃ কি বললি ফোট্‌কে ? আর না ! তোর বহু ন্যাকামো সহ্য করেছি এবার তুই প্রস্তুত হ— তোর মৃত্যু অবধারিত, বলেই বন্দুকের নল ঘুরিয়ে ট্রাইগার টিপেছে কুট্‌স শব্দ হল—

ভাগ্নে ঃ ছুটে যেতে যেতে বলে—মামু আমায় মারতে হলে আরেকবার জন্ম নিতে হবে ! তুমি মারবে ভাগ্নে, একটা পিঁপড়ে যে মারতে পারেনা ? যাক্‌ ভনিতা না করে আসল কথায় আসা যাক্‌—

তু'জন বন্ধু—আঁটুল বাঁটুল শর্মা এবং এঁচোর পাকা দস্তিদার—নামশুনে আপনারা নিশ্চয় মনে মনে ভাবছেন কিরে বাবা ! 'শালা' লেখক আর নাম খুঁজে পেলনা ?

তুই বন্ধুই বেকার অর্থাৎ M. B. B. S. বি. এস. সি. ডিগ্রী কাঁধে নিলে কি হবে—বুঝতেই তো পারছেন চাকরীর যা অবস্থা—তু'জনে ইনটারভিউ দিতে দিতে জুতোর হাফসুল খুইয়ে ফুলপ্যাণ্ট ও শার্ট জায়গায় জায়গায় সেলাই খুলে গেছে, ফুঁটো হয়েছে। আর তার সঙ্গে তাপ্পি মারতে মারতে এমন অবস্থা হয়েছে যে প্যাণ্ট বলে মনে হবে না—মনে হচ্ছে নানা ছিট দিয়ে জুড়ে লেটেস্ট ডিজাইনের বোম্বাই 'ফিল্মীমার্কা' প্যাণ্ট পড়েছে।

আঁটুল-বাঁটুলকে কোন বন্ধু জিজ্ঞাসা করে—কিরে ফুলপ্যাণ্টের একি হাল হয়েছে ?

—কি আবার হবে, এটা হচ্ছে 'জীতেন্দ্র' মার্কা "ফুটনানি" ফিল্মের লেটেস্ট ডিজাইন—

—কিন্তু তোর জামার কি অবস্থা হয়েছেরে-হি-হি-হি-হাসি পাচ্ছে।

—এতে হাসির কি হলো ? এই জামাটা দেখছিস্‌ এটা বচ্চনকে "শাহেনসা" ফিল্মে পরতে দেখিস নি ? পরলেই দোষ। তুই একটা আস্ত গাধা-শোন্‌ তবে।

"শাহেনসা" ফিল্মের সুটিং চলাকালীন আমি সেখানে গিয়ে পড়ি

হঠাং-ই। একটি ডায়লগ দিয়ে শট টেক করার সময় বারবার ভুল হচ্ছিল। হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল। পরিচালক মহাশয়কে বললাম-এইভাবে নিলে কেমন হয়?

পরিচালক প্রথমে রাগত চক্ষে আমার দিকে তাকাল। তারপর কি মনে হতে ক্যামেরাম্যানকে একটি নির্দেশ দিলেন এবং অর্বথ্য সাফল্য লাভ করে আমার কাছে এসে পিঠ চাপড়ে খুশী হয়ে বললেন—বা! ছোকরা-তোমার তো বেশ বুদ্ধি আছে দেখছি। তুমি কি পুরস্কার চাও?

আঁটুল বাঁটুল ঃ স্যুটিং শেষ হয়ে গেলে বচ্চনের পরিধানের জামাটি দেবেন?

পরিচালক ঃ হ্যাঁ, তুমি নিও—ঘন্টাখানেক বাদে জামাটি আঁটুল বাঁটুলকে দিলেন।

এঁচোরপাকা দাস্তদার ঃ আমার এই জামাটার হাল দেখতে পাচ্ছিস-একটা পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত নেমে গেছে, অপরটি হাঁটু পর্যন্ত হয়ে শেষ হয়েছে। শোন তবে—আমি তখন ডায়মণ্ডহারবারে একটি বাংলা ছবি "প্রেম জিরো ডিগ্রী"র ইউনিটের সঙ্গে গেছি। ছোট্ট একটি রোল পেয়েছিলুম। ছবি'র স্যুটিং এক সময় শুরু হলো—দৃশ্যটা ছিল এইরকম—আমি একজন কমেডিয়ানের সামনে ক্যারাটের পোজ নিয়ে দাঁড়িয়েছি-পা কাঁপছে।

পরিচালক মহাশয় আমাকে উৎসাহ দিচ্ছেন বাঃ বাঃ লড়ে যাও, ঠিক আছে—আমিও ততোধিক উৎসাহে কমেডিয়ানের দিকে এগিয়ে চলেছি। সেই কমেডিয়ানকে হিট্ করতে যাবো ঠিক্ সেই সময় কমেডিয়ান বিকট চীৎকার করে ই-ই-য়া বলে উঠতেই আমি ঘাব্ড়ে গেছি—

ততক্ষনে কমেডিয়ান আমার ফুলপ্যান্ট ধরে টান—

আমি তখন দু'হাতে প্যান্ট ধরে আঁক আঁক করে চেঁচাচ্ছি।

হঠাৎ এমনভাবে টান মারলো যে হাটু থেকে ফুলপ্যাণ্ট ফেটে খানিকটা অংশ কমেডিয়ানের হাতে।

আমায় তখন পায় কে। ওই অবস্থায় দু'হাতে প্যাণ্ট সামলে পরি ত্রাহি চীৎকার করতে করতে পাঁই পাঁই ছুট লাগিয়েছি—বাড়ী এসে তবে রক্ষে। ওঃ নাক মলছি, কান মলছি ফিল্মে আর অভিনয় করতে যাব না। জোর বরাত সে যাত্রা রক্ষা পেয়েছি—আর একটু হলে হয়েছিল আর কি!

আর আমার জামার অবস্থা—কমেডিয়ান এমন এক লেঙ্গি (ল্যাং) মেরেছিল যে এঁদোপুকুরের পাঁকের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলাম-সেখানে জামার যা হাল হলো কাদায় কর্দমাক্ত—ওই অবস্থায় উঠে বাবলা কাঁটায় আরও করুন অবস্থা।

ফুলহাতা শার্টের একদিকে জামার কলার এবং হাতা ছিঁড়ে কোথায় বেরিয়ে গেছে—খুঁজে পাওয়া যায় নি।

আঁটুল বাঁটুল ঃ আচ্ছা বলতো এঁচোর পাকা-পুরুষের পৌরষত্ব কোথায়?

এঁচোর পাকা ঃ এ আর কি এমন শক্ত-বি-ছা…

কি বললি, তুই না একটি মাল মাইরি!

আঁটুল বাঁটুল ঃ আচ্ছা বলত করোনারী কাদের হয়?

এঁচোর পাকা ঃ পরনারীর প্রতি যে পুরুষ আকৃষ্ট হয় তারই হয় করোনারী। —আচ্ছা এই ঘরের মেঝেতে কোথায় উচুঁ এবং কোন্ স্থান নীচু?

—অতি সহজ। আমি প্যাণ্টের বোতাম খুলে ঘরের ঠিক মধ্যিখানে 'হিসু' করে দেবো। তখনই সহজে প্রমানিত হয়ে যাবে কোন্ স্থান উচুঁ বা নীচু।

দু'বন্ধু গল্প করতে করতে একসময় মাল পাড়ায় এসে উপস্থিত। দেখে নানা কোয়ালিটির মালেরা সব যত্রতত্র ছড়িয়ে বসে নিজেদের

কর্তব্যে ব্যস্ত। কেহ ছোট বোমা, পেটো বানাচ্ছে। কেহ আবার মাল নিয়ে নেট প্র্যাকটীস করছে—কারণ সামনের শনিবার বৌবাজার ষ্ট্রীট মাস্তানদের সঙ্গে সুকিয়া ষ্ট্রীট মাস্তানদের অগ্নি পরীক্ষা। ও বলে 'হাম কিসীসে কম নেহি' অপর পক্ষে বলে 'উই আর হিরো' সুতরাং লড়াই। যাক্ মাল নিয়ে নেট প্র্যাকটীস করছে তার সঙ্গে শুবলে ধারা বিবরনী দিয়ে চলেছে মাউথপিষ্ট নিয়ে। প্রথমে মিঠুনের স্টাইলে কোমর দোলানো নৃত্যের (গানসহ) তালে তালে এগোতে হবে আবীর/ফাগ ওড়াতে ওড়াতে যাতে শত্রু পক্ষ বুঝতে না পারে। এরপর শত্রু পক্ষের পাড়ায় বুদ্ধি করে প্রবেশ করতে হবে যাতে ওরা না বুঝতে পারে যে আক্রমন করার জন্য আসা হয়েছে। মনে হয় যেন 'গণেশ' ঠাকুর নিয়ে আমরা 'প্রসেশন' করে চলেছি, গান ও হিন্দীফিল্মী নৃত্যের তালে তালে ফাগ উড়িয়ে। তারপর হঠাৎ ই এমন পদ্ধতিতে ওদের ঘায়েল করতে হবে অর্থাৎ মাল চার্জ ষ্টার্ট করতে হবে যাতে ওরা কোনোরকম মৌকা অর্থাৎ সুযোগ না পায়! এছাড়া বিপক্ষকে ঘায়েল করা বেশ শক্ত হয়ে যাবে। যথাসময়ে শনিবার ধারা বিবরণী দিয়ে বাইশ জন সুকিয়া স্ট্রীটের মাস্তানরা কোমর দোলানো নৃত্যের তালে তালে ফাগ উড়িয়ে চলল-সাধারণ মানুষরা দেখলে মনে হবে 'গণেশ' ঠাকুরের প্রসেশন করে চলেছে—কারণ সামনে গণেশ বাবাজীবনকে রেখে (মূর্ত্তি) ঢাক বাদ্যযন্ত্র নিয়ে চলেছে অর্কেষ্টাপার্টি তার পিছু পিছু চলেছে অগনিত সুকিয়া স্ট্রীটের মানুষরা।

এক সময় শত্রুপক্ষ'র পাড়ায় প্রবেশ করে যথাসময়ে পেটো-হাত বোমা-হ্যাণ্ড গ্রেনেড এর খেল্ স্টার্ট হয়ে গেল। বিপক্ষ বৌবাজার স্ট্রীটের মাস্তানরা বুঝতে না পেরে ক'জন ঘায়েল হল ঠিকই কিন্তু তারাও সঙ্গে সঙ্গেই তাদের কাজ হিন্দীফিল্মি কায়দায় স্টার্ট করে দিল। তুমুল লড়াই-রক্তের খেলা-হৈ-চৈ চেঁচামিচি-

মৃত্যু যন্ত্রনায় ছটফট্-সে এক 'নরক গুলজার' হয়ে উঠলো। পরিশেষে কি হলো এটা নিশ্চয় আপনাদের আর আমায় বলতে হবে না। বুঝুন একবার ব্যপারটা কি দিন এলো, একটু শান্তি নেই—;

এক সময় এঁচোর পাকা ও আঁটুল বাঁটুল যখন বাড়ীর দিকে রওনা হল তখন বেশ রাত্রি হয়ে গেছে। দোকান পাট সব বন্ধ। ভোলা ময়রার দোকান বন্ধ তবে জানালা খোলা-অবশ্যই জালি দেওয়া। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে দু'কড়াই দুধ ভেতরে রাখা আছে। এঁচোর পাকার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। পাশে রাস্তার ধারে বিষ্টুবাবুর পাটকাটির ব্যবসা। সেখান থেকে চুরি করে বেশ কয়েকটি পাটকাটি নিয়ে ময়রার দোকানের তার জালি একটু ফাঁক করলো। পাটকাটি নিয়ে জানালার তার জালির মধ্যে দিয়ে গলিয়ে দু'জনেই (দুটি পাটকাটি) দুধের কড়াই-এ রাখলো। এদিকে ভোলাময়রা ভিতরে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে-গোঁ-গোঁক···। দু'বন্ধু পাটকাটির এক প্রান্তে ফুঃ দিয়ে টেনে দুধের কড়াই থেকে চুক্ চুক্ করে দুধ খেতে লাগল। বেশ কিছুক্ষন ধরে দুধ পান করে চলেছে। চুক্ চুক্ আওয়াজে হঠাৎ ময়রার ঘুম ভেঙ্গে যায়—কে রে? দু'বন্ধু জানালার পাশে সরে দাঁড়ালো। ময়রা ভাবলো ইদুর বা আরশোলা হবে—আবার ময়রা খানিকক্ষন বাদে ঘুমিয়ে গোঁ-গোঁক করে নাক ডাকতে লাগলো। দু'বন্ধু আবার তাদের কাজ স্নুরু করে দিলো। একসময় দু'জনেই পেটভরে দুধ পান করে বাড়ীর দিকে পা বাড়াল।

পরদিন ভোলাময়রা (সকালে) দেখে যে প্রায় দু'কড়াই দুধ উধাও একি করে সম্ভব। তা'হলে রাত্রে কি বেড়াল ঢুকেছিল? কিন্তু তাই বা হবে কি করে? এতো দুধ খাওয়াও বেড়ালের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। হঠাৎ দেখে জানালার তার জালির দিয়ে পাটকাটি

ছুট ঠিকতার কড়াই এ এসে নেমেছে। বাপারটা পরিষ্কার হলো। কি খচরামি বুদ্ধি। অথচ পাড়ার চ্যাংড়াগুলি পড়াশুনায় গোল্লা। যত্তো সব—ময়রা চেঁচিয়ে বেশ কিছু পাড়ার লোক জড়ো করে। বলতে লাগল দেখুন ব্যপার খানা, শান্তিতে বাস করতে দেবেনা-বখাটে ছোক্‌রাগুলো-মাল এক একটি। এ শালাদের যে কি বলে সম্বোধন করবো বুঝতে পারছিনা। কি সব অকালপক্ক বিচ্ছু ছোক্‌রা-আর কতদিন এসব বেয়াদপি সহ্য করবো? না পারে বাড়ির কাজকর্ম্ম আর না পারে গুড়জলের/সিগারেটের খরচ যোগাতে। সাট্টা-জুয়া আর হেরোইন-এসব তো ছেড়েই দিলাম। এখন তো আবার ঢুকু-ঢুকুও শুরু হয়ে যায়, পাছার ফুল না ছাড়তে ছাড়তেই-পাড়াটা একেবারে উচ্ছন্নে গেল-এ পাড়া না ছাড়লে আর রক্ষে নেই-ব্যবসা লাটে উঠবে। আমার ছেলেটার পেছনেও লেগেছে। আমি কি আর জানিনা-ওটাকে সুদ্ধ দলে টেনে চোর-মাতাল না করতে পারা অব্দি ওদের ঠিকমতন রাত্রে ঘুম হয়না—তবে যেদিন দেখবো ছেলের মুখে মদের গন্ধ, ঐ শালার ছেলেকে কুড়ুল দিয়ে কাটবো—বাপের আচম্‌কা এক্সট্রা পাকাছেলের দল-শালা হারামজাদা অনর্গল খিস্তি করে চলেছে ভোলা ময়রা। সবাই সরে পড়ে একসময়। যাক্ সে কথা—একটা ছোট্ট অথচ লেটেস্ট ঘটনা শুনুন—

একদিন মানিক বাবু ও আমি পঃবঙ্গের ফেমাস স্থানে এসে উপস্থিত।

মশাই টা যখন লাফাতে শুরু করে তখন যে কোন ব্যক্তিই অনেক কিছুই করেন যেমন ইয়ে আর কি! ভ্রমরাদের গুঞ্জনে চারিদিকে মুখরিত। মিথ্যে বলবনা-দুটি অষ্টাদশী কন্যাকে পাকড়ে দু'জনে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলাম। তারপর আর কি··· স্বর্গসুখে প্রায় নিদ্রায় মগ্নরত··· ভ্রমরারূপী কন্যাটি নিজেকে ছাড়াতে ব্যস্ত কিন্তু

আমি এমনভাবে তার দেহের সঙ্গে মিশে আছি যে-সে কিছুতেই নিজেকে আলাদা করতে পারছেনা। শেষকালে থাকতে না পেরে জোরে বলে ওঠে—'উঠে পড়ুন…উঠুন দা… জলদি উঠুন… ছাড়ুন চল্লিশটাকার কাজ শেষ হয়ে গেছে। নতুন খদ্দের ধরতে হবে ;—আমার প্রথম কদম ফুল আপনাকেই দিলাম।

হাসতে হাসতে বললাম, বাঃ লেটেস্ট ছাড়লে তো। উঠুন … হাঃ হাঃ হাঃ… ভুবন্ধু ইনটারভিউ দিতে P-S-C. অফিসে এসে উপস্থিত। 'যেন তেন প্রকারেন' উত্তীর্ন তাদের হতে হবে—পরীক্ষার্থীদের ভিড়ে চারিদিকে রম্‌রম্ করছে।

—দেখ্, প্রত্যেকটি ক্যাণ্ডিডেট একের পর এক ইনটারভিউ রুমে প্রবেশ করছে। কিন্তু যখন রুম থেকে বেরোচ্ছে তখন তাদের ফেস কাটিং লক্ষ্য করেছিস—বাংলারপাঁচ হয়ে যাচ্ছে মাইরি—রহস্যটা কি বলতো ?

—মনে তো হয় এমন ধরনের প্রশ্ন করছে যা আমাদের ফোরটিন জেনারেশন এলেও উত্তর দিতে পারবেনা—আমরা তো কোন্ ছাড় !

একসময় দরোয়ান চেঁচিয়ে বলল-এঁচোর পাকা দস্তিদার—

এঁচোর পাকা ইনটারভিউ রুমে প্রবেশ করে-এবং May I Coming Sir এই কথা বলেই সীটে বসে পড়ে।

বড় সাহেব ঃ নাম কি ?

এঁচোর ঃ এঁচোর পাকা দস্তিদার

বড়সাহেব ঃ নামটাতো ঠিকই আছে। আজকালতো এঁচোরে পাকা ছেলের অভাব নেই—অল্প বয়সেই পরিপক্কতা—প্রেমালাপ থেকে আরম্ভ করে সর্ব্বনাশ করছে কুমারী মেয়েদের। মর্ডান যুগের সব কার্ত্তিক। শীঘ্রই শ্রীদেবী/ভানুপ্রিয়া না জোটানো পর্যন্ত ছোকরাদের রাত্রে ঠিকমতো ঘুমই হয়না-এদিকে হেরোইন এর সর্ব্বনাশা নেশাতেও মরছে। বলোতো হে ছোকরা—পৃথিবীটা

কিসের জন্য চলছে ?

এঁচোর ঃ এতো ভীষণ সোজা-ফুঁটোর জন্য চলছে। সর্বত্র ফুঁটোর জয়-জয়কার।

সাহেব ঃ বলতো পুরুষের পৌরষত্ব কোথায় ?

এঁচোর ঃ 'বিছানায়' হবে স্যার।

সাহেব ঃ ভেরী গুড বয়—বাঃ ইনটেলিজেণ্ট ছোকরা তো ! নারীদের 'নারীত্ব' ?

এঁচোর ঃ মাতৃত্বে হবে।

সাহেব ঃ সাব্বাস ! কোন জিনিষ টানলে ছোট হয় বলতে পারবে ?

এঁচোর ঃ আপনি যেটা ঘনঘন খান—'সিগারেট'।

সাহেব ঃ কোন জিনিষ কাটলে বড় হয় ?

এঁচোর ঃ পুকুর, খাল, বিল···

সাহেব ঃ ধরো, তোমায় একটি ফুটবল মাঠে নিয়ে যাওয়া হলো। গোলের পিছনের বারপোষ্ট এর বাহির হতে গোল করতে বলা হলো—পারবে কি ?

এঁচোর ঃ ওঃ কিলায়ে কাঁঠাল পাকায় দিয়া-তা কি করে সম্ভব স্যার ? বাজে প্রশ্ন করে ফুটিয়ে দেবার ধান্দা কেন করছেন ?

সাহেব ঃ (রেগে গিয়ে) এরকম প্রশ্নের উত্তর দিলে এখানে সিলেক্ট করিনা। তুমি আসতে পারো বলেই কলিং বেল বাজালো।

এঁচোর ঃ (চেয়ার ছেড়ে উঠে) তাতো বটেই বলুন না ব্যাকিং ছাড়া আপনি চাকরী দেবেন না—বিশ হাজার দিলেই তো সিলেক্ট করতেন কিন্তু এক পয়সাও আপনাকে দেবো না—পানবিড়ির দোকান খুলবো সেও ভালো—চললাম। এবার ডাক পড়লো—আঁটুল বাঁটুল শর্মার—

সাহেব ঃ টেক ইউর সীট্—

আঁটুল বাঁটুল ঃ ধন্যবাদ স্যার। নাম হ্যায় মেরা—মিঃ আঁটুল বাঁটুল

শর্মা—ম্যাঁয় বি. এস. সি. ডিগ্রী লেকর আপকি সামনে হাজির হ্যায়—অব মেরা এক নোকরী কি বহুত জরুরত হ্যায়। ম্যায় সমঝতা হ্যায় কি আপ জরুর এক নোকরী দেকর মুঝে রক্‌সা করেঙ্গে···

সাহেব ঃ অতো ব্যস্ত হতে হবেনা,—চেহারাটা তো ছোক্‌রা 'মিঠুনের' মতো করেছ···এখন শীঘ্র 'যোগীতাবালী' না জোটাতে পারলেই খেল খতম্ তাই না ?

আঁঃ বাঁঃ সেইজন্যেই তো আপকা পাস হাজির হ্যায়—

সাহেব ঃ দেখ হে ছোকরা এখানে বেশী 'হিন্দী বাতেলা' মেরে সুবিধা হবেনা। ভেবেছো বোম্বাই মার্কা ফিল্মের জীতেন্দ্র'র ডায়লগ দিলেই চাকরী হয়ে যাবে তা হবার নয়। এ হচ্ছে কলকাতার বেষ্ট এ্যাণ্ড চ্যাম্পিয়ন 'P.S.C.' অফিস। আমার হাত থেকে যদি বা রেহাই পাও কিন্তু 'পাবলিক্' ধরলে 'লিক্' করিয়ে ছাড়বে—শেষকালে সকলের সামনে দিয়ে জামাপ্যাণ্ট খুলে বাড়ী ফিরতে হবে—বুঝেছো ?

আঁ: বাঁঃ—একগজ ছাড়ুন তো মশাই, না হলে পেটো মেরে আপনার খেল খতম করে দেবো-হেঃ হে: মেরা নাম আঁটুল বাঁটুল শর্মা আর আমার বন্ধু এঁচোর পাকা দস্তিদার।

সাহেব : ও: এতোক্ষন বলবে তো হে ছোকরা ? তোমার বন্ধু···

আঁ: বাঁ:—সে সময় দিলেন কৈ, স্যার ? আপনিতো তার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছেন।

স্যার—আপনার নাম জানতে পারি কি ?

সাহেব : (স্মিত হাস্যে) গড়াইচন্দ্র মাল

আ: বাঁ:—পদবীটা একদম বোগাস-মাল-এ্যাঁ-আপনার মতো মালেরা তো বেকারদের সর্বনাশ করে 'লাইফ্ হোস পাইপ' করে দিচ্ছেন—যতদিন আপনারা বাঁচবেন শান্তি নেই।

সাহেব : এই যে ছাই ফেলার অ্যাসট্রে দেখতে পাচ্ছো-এটা বাইরে ফেলে এসো ?

আঁ: বাঁ:—স্যার, কলিং বেলের সুইচ্ কোনটা—

সাহেব : ঐ যে ওইখানে আছে—

আঁ: বা:—কলিং বেলের সুইচ টেপে এবং সঙ্গে সঙ্গে দরোয়ান প্রবেশ করতেই বলে ওঠে ছাইএর অ্যাসট্রে ফেলে এসো বাইরে। দরোয়ান অ্যাসট্রে নিয়ে চলে যায়।

সাহেব : বা: তোমার বেশ বুদ্ধি আছে তো হে ছোক্‌রা—কিন্তু Don't Mind my boy—তুমি আসতে পারো।

আঁট্‌ল বাঁট্‌ল : (রেগে গিয়ে) বলুন না কেন ও যদি হাজার পঁচিশেক টাকা দিতে পারতাম তাহলে চাকরী হতো—অযথা টাইম নষ্ট করে আমায় হ্যারাস করার কি প্রয়োজন ছিল—বলেই সাহেবের চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসে দেখলো এঁচোর একটি কন্যার সঙ্গে কথা বলছে—

—কিরে কিছু হলো ?

—নারে শালা হোলনা—৪২০ স্রেফ ভাঁওতাবাজি কারবার বুঝলি, ব্যাকিং নেই।

—চল মন খারাপ করে লাভ নেই আউটরাম ঘাটে গিয়ে বসি।

—তুজনেই আউটরাম (গঙ্গার) ঘাটে এসে দেখে যুবক-যুবতীর দল-প্রেমালাপ চলছে। তখন সন্ধ্যা হয় হয়—হঠাৎ তুটি মেয়ে এসে বলল চলবে নাকি ?

—কতো পুজো দিতে হবে দেবীদের ?

—যা খুশী হবে দেবেন বলেই কন্যাদ্বয় তুজনের হাত ধরে ইডেন-গার্ডেন-এ এসে গাছের তলায় বসে পড়ল।

—একদিকে আঁটুল বাঁটুল ও কামিনী নাম্নী কন্যাটি অপর দিকে এঁচোর এবং পদ্মিনী।

দুপক্ষেই প্রেমালাপ শুরু—

কামিনী (ব্লাউজ খুলে ব্রা খুলতে খুলতে) তোমার যৌবন আমায় মুগ্ধ করেছে। পৌরুষদৃপ্ত বলিষ্ঠ ফিগার—এসো আরো কাছে বলেই আঁটুল বাঁটুলকে বুকে টেনে নেয়।

অপর দিকে, পদ্মিনী দু'চারটে মিষ্টি প্রেমের ঝল্‌কানিতে এঁচোরকে উত্তেজিত করে জাপটিয়ে ধরেই শুয়ে পড়ে—এরপর দু'পক্ষই স্বর্গসুখে মেতে ওঠে নরম থেকে চরম পর্যন্ত।

এক সময় আঁটুল বাঁটুল এবং এঁচোরপাকা বাড়ীর দিকে পা বাড়াল। পথে পাড়ার কাছে সিনেমা হলে "প্রতিঘাত" হিন্দী ছবি দেখে একটু 'গুড়জলের' নেশা করে বাড়ী ফিরলো।

এঁচোর বলে—কিছুতো হলনা, সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করে ইনকাম করি'চ'। —দু'জনেই "শাহেনশা" ছবি'র টিকিট ব্ল্যাক করতে আরম্ভ করল চারকে দশ-তিনকে ছে রুপিয়া-কিন্তু দুর্ভাগ্য পুলিশের ভ্যান এসে গেল। টিকিট ফেলে সুযোগ বুঝে দুজনেই 'পগার পার'। দুরশালা, যে লাইনে হাত দিচ্ছি দেখি লাল—Red মানেই বিপদ—তার থেকে আমাদের পাড়ার পরমেশ্বর দা'কে বলে দেখ্‌না যদি নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে 'মিঠুন নাইট' করা যায় তা'হলে যা প্রফিট হবে তাতে যদি দুজনকে ফোর পারসেণ্ট করেও দেয় তাহলে ভালো লাভ থাকবে বাকীটা পরমেশ্বরদার পুরো প্রফিট।

দুজনে প্রায় হাতে পায়ে ধরে একসময় পরমেশ্বরদাকে প্রায় রাজী করিয়ে ছাড়লো। এঁচোর বলল যা বলবেন সেভাবে আমরা পরিশ্রম করতে রাজী, অবশেষে দেওয়ালে পোষ্টারে ছয়লাপ শুধু একটি নাম—'মিঠুন নাইট'—অরগানাইজড বাই 'পরমেশ্বর'।

ফাস্ট জানুয়ারী নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে প্রায় সমস্ত টিকিট 'সেল' হয়ে গেল। দর্শকদের বিশেষ অনুরোধে দোসরা

জানুয়ারীও একই অনুষ্ঠানটির পুনরাবৃত্তি হবে,-ঘোষণা করা হলো।

যথাসময়েই পয়লা জানুয়ারী অনুষ্ঠান শুরু হলো। ঘোষক চিরঞ্জীত চক্রবর্ত্তী জানালেন যে আজকের 'মিঠুন নাইট' শুরু হতে চলেছে। দর্শকদের নিকট বিনীত অনুরোধ অযথা চেঁচামিঁচি/চীৎকার না করে ধৈর্য সহকারে অনুষ্ঠানটি উপভোগ করুন—গান (নৃত্যসহযোগে), হাস্যকৌতুক, সংলাপ গব্বর সিংএর ইত্যাদি পরিবেশন করা হবে। প্রথমেই স্টেজের মধ্যে উঠলেন বোম্বের 'গব্বর সিং' শোলে খ্যাত আমজাদ খান। অত্যাধিক মোটা হয়ে গেলেও কালো প্যান্ট কোট টাই পরে উনি মাউথ পিষ্ঠ হাতে নিয়ে বলে চললেন—জব আশাজী, কিশোর সাহাব আউর ম্যায় গ্র্যাণ্ড হোটেল সে ট্যাক্সী মে ঘুসা উসি টাইম পাবলিক্ হামলোগকো বহুত হ্যারাস কর রহা। টাক্সী কো শার্শিমে জোর ঢাক্কা দেকর সীসা টুট্ দেকর মুঝে বোলা—এ গব্বর সিংকে বাচ্চে হিম্মৎ হোতো বাহার আযা নহিতো খোপরী উড়া দেঙ্গা। মুঝে ডর লাগা-ম্যায় কিশোর সাহাব আউর আশাজী নে চুপচাপ বৈঠা রহা—কলকাত্তা কা পাবলিক আজব হ্যায়—ম্যায় ড্রাইভারকো বুলা জলদি ষ্টার্ট করো। ড্রাইভার স্টার্ট কর দিয়া ট্যাক্সী চল রহা হ্যায় …কিশোর সাহাব, আশাজী আউর ম্যায় কুছ হিম্মৎ গেন কিয়া উসি টাইম। ম্যাঁয় বোলা ওঠা-শালা, তিন শালেভি বাঁচ গয়া শালা। —দর্শকরা সকলে হাততালি দিয়ে হেসে উঠলো। এরপর মান্না দে বেশ কিছু হিন্দী বাংলা গান করলো, এরপর আরতি মুখার্জীর গান সকলকেই আনন্দ দিল। অমিত কুমার আসর জমিয়ে দিল। এরপর রাহুল দেব বর্মন এবং আশা—দুজনেই আসর মাৎ করে দিল হিট ছবির গান গেয়ে। কিশোর কুমারের পাগলামির তালে তালে মিঠুন চক্রবর্তীর রঙ্গরসিকতা দর্শকদের দারুন আনন্দ দিল। এরপর হেমন্তর মুখার্জীর রবীন্দ্র সংগীত-মন্দ

হয়নি এরপর সুপার ড্যান্সার পার্টি মিঠুন চক্রবর্ত্তীর হ্যাণ্ডস—
"ড্যান্স ড্যান্স" গানের তালে তালে অদ্ভুত নৃত্য দর্শকদের যে কি আনন্দ দিয়েছিল সেটা দর্শক-শ্রোতারাই বিচার করবেন। প্রায় এক ঘন্টা ধরে চলল তাণ্ডব নৃত্যের তালে তালে হু-হা-লারে-লাপ্পা গান-আর লাইটিং এর খেলা তৎসহ অর্ধবিবস্ত্রা যুবতীদের নৃত্য—

এরপর কমেডিয়ান শঙ্কর ব্যানার্জীর নানা কৌতুক; এবং আমায় কিছু মজার কথা বলার জন্য অনুষ্ঠানে ইনভাইট্‌ করেছিল। আমাকে প্রায় স্টেজে টেনে উঠিয়ে দিয়ে বলা হল 'কৌতুক নক্‌শা' কিছু একটা করুন—আধঘন্টা সময় কাটানোর জন্য কেননা বোম্বের প্লেন লেট থাকায় তখনও শশীকাপুর, ঋষিকাপুর তৎসহ নীতু সিং (কাপুর) এসে পৌঁছয়নি—সেইজন্য সময় কাটানো। আমি স্টেজে উঠলাম-কৌতুক নক্‌শার পরিবর্ত্তে 'প্রতীক চিহ্ন' নামে ছোট্ট একটি হাস্যরসের ঘটনা বললাম—বাঁশ! বাঁশ!! বাঁশ!!! ওরে বাব্বা তাহলেই গেছি। সবাই ভয় করে এই চীজটিকে। কেহই এই চীজটিকে জেনেশুনে নিতে চায় না। তবে কিছু ব্যক্তি একে দিতে খুবই ভালবাসে। আহা বাঁশ! বহুত খুব সুরৎ চীজ্‌ হেঁ.হেঁ··· বেশ কয়েকবছর পূর্বে আমাদের পাড়ার কয়েকটি ছোক্‌রা বেশ কিছুদিন ধরে আমার পিছু ঘুরঘুর করছে—আমি ততই ওদের Avoid করছি—সে রকম পাত্তা দিচ্ছিনা। কিন্তু একদিন আমায় পাড়ার ছোকরার দল ঘিরে বলল—শুভদা, আপনাকে নির্বাচনে দাঁড়াতে হবে—হবেই বুঝলেন।

আমি না-না বলে কাটাতে চাইলাম, বললাম দেখো ভায়েরা, এই তো কেমন তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি।

একজন বলল—ঠাট্টা রাখুন, আমাদের বক্তব্য আপনাকে দাঁড়াতেই হবে··· অমুক পার্টির বিরুদ্ধে।

—তা কি করে হয়? তোমরা ঠিক বুঝতে পারছোনা এবং আমিও ঠিক তোমাদের বোঝাতে পারছিনা এ কি করে সম্ভব—না, না একেবারেই সম্ভব নয়—অসম্ভব। আমার দ্বারা ইলেকশনে দাঁড়ানো হবেনা—বুঝলে?

ছোক্‌রাগুলো এমন কাকুতি মিনতি করতে লাগল এবং বেশ কিছু লোভনীয় সংবাদে আমি সেদিন যে কি করে রাজী হয়ে ছিলাম তা আজও ঠিক বুঝতে পারি না—ঘটনাটি শুনুন বলছি—

পাড়ার বেশ কয়েকটি ছোক্‌রা আমাকেতো রাজী করালো কিন্তু "প্রতীক চিহ্ন" হিসাবে কোনটি (Symbol) গ্রহণ করা হবে তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই হয়ে গেল। শেষকালে আমি তাদের ঝগড়া মিটমাট করে দিয়ে বললাম—দেখো ভায়েরা—এভাবে কি লাভ চেঁচিয়ে—শোনো, "প্রতীক চিহ্ন" হিসাবে বাঁশকে সমর্থন করতে চাই—তোমাদের এ ব্যাপারে কাহারও আপত্তি নেই তো?

প্রথমে ছোক্‌রাগুলি আমার কথায় বেশ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো পরে বলে উঠল—"রাজী" আমরা সকলেই।

একজন ছোক্‌রা বলল—শুভদা, এতো 'প্রতীক চিহ্ন' থাকতে আপনি কেন ও 'বাঁশ' কে সমর্থন করলেন!

আমি বললাম-হেঁ-হেঁ-হেঁ —তাহলেই বোঝো ব্যাপারটা। তোমাদের কি মনে নেই গতবছর তো আমি 'রবীন্দ্র সদন' এবং 'স্টারে' স্বরচিত কাহিনীর কৌতুক নক্‌শা 'বাঁশ' জোকটি পরিবেশন করে কত প্রশংসা ও ক্ল্যাপিং কুড়িয়েছিলাম—কি মনে পড়ছে?

সকল ছোকরাগুলো একবাক্যে স্বীকার করলো। সকলেই 'বাঁশকে সমর্থন জানালো। ঠিক ইলেকসানের দু'মাস পূর্বেই নানারঙের ফেষ্টুনে-দেওয়ালগুলো ভরে গেলো—যেখানেই যাই

দেখতে পাই···অমুককে "বাঁশ" চিহ্নে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন। আরও লেখা রয়েছে—এই "বাঁশ" দেশ এবং সমগ্র জাতিকে এক নতুন পথের নিদর্শন দেবে—দেশের যখন চরম দুর্দিন তখন একমাত্র বাঁশই পারে দেশকে বিপদমুক্ত করতে। দয়া করে বাঁশ চিহ্নে ভোট দিন।" যাক্, দু'মাস পূর্ব হইতে বেশ কয়েকটি স্থানে জনসভায় ভাষণ দিলাম। জনসভায় বক্তব্য রাখলাম, —বন্ধুগণ এবং উপস্থিত ভদ্রমহোদয় গণ—"আপনারা নিশ্চয় জানেন আজকের দেশের চরম সঙ্কটের মুখে যখন উগ্রপন্থীদের ক্রিয়াকলাপ, বিদেশী শক্তির মদত, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং পরস্পরদ্বন্দ্ব চলছে এবং সমস্যায় জর্জরিত দেশকে রক্ষা করা প্রায় দুরুহ হয়ে উঠেছে—দেশ ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে তখন আপনারা অযথা উত্তেজিত না হয়ে ঠাণ্ডা মাথায় বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে একসঙ্গে দেশের কাজে নিজেদের সমর্পন করুন। এখন একমাত্র এই সময় "বাঁশ"-ই আপনাদের বাঁচাতে পারে—এই বাঁশকে আপনারা অন্য ভাবে নেবেন না—সমস্ত দেশবাসীর উপকারের জন্য এই 'বাঁশ' আজীবন সাহায্য করে আসছে/যাবে—সে বিষয়ে সকলেই একমত হতে পারেন—তাই বন্ধুগণ, আমার বিনীত অনুরোধ দেশের বিপদের সময় একমাত্র বাঁশ-ই পারে দেশকে বাঁচাতে। এতে দ্বিমত থাকতে পারে না। অতএব আপনারা সকলেই আসন্ন নির্বাচনে অমুক পার্টির বিরুদ্ধে "বাঁশ" চিহ্নে ভোট দিয়ে সমস্ত দেশবাসী-দের এক নতুন পথের নিদর্শন দেবেন। বাঁশ চিহ্নে ভোট দিন; —নমস্কার"। নির্বাচনের দিন এসে উপস্থিত—আমি ঐদিন চুপকরে বাড়ীতে বসে ছিলাম। হঠাৎ পাড়ার কয়েকটি ছোক্‌রা আমায় মারুতি চড়িয়ে প্রতিটি 'বুথে বুথে' ঘোরাতে লাগল। সান্ত্বনা দিয়ে ওরা বলে—শুভদা, একদম চিন্তা করবেন না। হলপ করে বলতে পারি—জয়ী আপনি-ই হবেন।

পরিশেষে ছোক্‌রাগুলির কথা ঠিক হয়ে ছিল। ...অমুক পার্টির বিরুদ্ধে প্রায় সাড়ে একুশ হাজারের কিছু বেশী ভোটে জয়ী হয়ে প্রচুর আনন্দ পেয়েছিলাম। সকলকে নিমন্ত্রণ করে প্রচুর পরিমানে মাংসভাত, মিষ্টি খাইয়েছিলাম—

তারপর বিধানসভা আসনে স্থান পেয়ে দিল্লী রওনা হলাম। কয়েক বছরের মধ্যেই গদি উল্টে আবার পশ্চিমবঙ্গে চলে এলাম। স্থির করলাম—ঢের হয়েছে আর নয়—আমি এর মধ্যে নেই। আখের ঠিক মতন গুছোতে পারিনি, নানা কারনে মন মেজাজ ভাল ছিল না এই আর কি! —নমস্কার জানিয়ে স্টেজ থেকে নেমে পড়লাম। এরমধ্যেই শশী-ঋষি-নীতু এসেগিয়েছিল। ওরা বেশ কিছু নিজেদের মধ্যে ডায়লগ দিল ফিল্মের। একসময় স্টেজ থেকে বিদায় নিল। এরপর রাজেশ খান্না টিনা মুনিম স্টেজে এলো। হেমা এসে 'জিন্দেগী একসফর হ্যাস্তুয়ানা' —গানটি নিজের গলায় শুনিয়ে নেমে গেল। পুনরায় 'মিঠুন' স্টেজে উঠে মিউজিকের তালে তালে নিজের গলায় একটি বাংলা গান পরিবেশন করল ও কোমর, দোলানো নৃত্য করল। একসময় অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করল চিরঞ্জীত চক্রবর্তী।

পরমেশ্বরদা'র কম করেও আটত্রিশ হাজার টাকা প্রফিট হয়েছিল। দু'জনকেই ফোর পারসেন্ট করে দিল এবং জানালো ইডেন গার্ডেন-এ চিত্র তারকাদের ক্রিকেট খেলার পোগ্রাম করবে। প্রচুর মেহনত করে অনুষ্ঠান শুরু হলো সরস্বতী পূজার এক সকালে। শীতের সকাল। ইডেন গার্ডেন অর্ধেক ভর্ত্তি।

চিত্র তারকাদের ক্রিকেট খেলা। বাংলা বনাম বম্বের মধ্যে। বাংলা এবং বোম্বের জনপ্রিয় চিত্র তারকাদের ভিড়ে জমজমাট। ইডেন গার্ডেনে শীতের সকালের আসর জমে উঠেছে। চারিদিকে দর্শকদের আনন্দের প্লাবন; মাইকে খেলার সুরুর পূর্ব থেকে

ধারা বিবরনী, মাঠের অবস্থা শীতের আমেজে এক মধুর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। সে এক দারুন ব্যপার—না দেখলে ঠিক বোঝা মুশকিল।

খেলা আরম্ভের মুহর্ত্তে করমর্দন করলেন বাংলা এবং বোম্বের তারকারা। বোম্বের ক্যাপটেন দিলীপকুমার এবং বাংলার ক্যাপটেন দীপংকর দে (টস্ করে) খেলা সুরু করতে চললেন। আম্পায়ার জনি হুইস্কি এবং লেগ আম্পায়ার রবি ঘোষ প্রস্তুত। ধারাবিবরনী দিচ্ছেন সুব্রতকুমার (আমি নই!) এবং প্রদীপকুমার।

স্পেশাল গেষ্ট হিসেবে মনসুর আলি পতৌদি তৎসহ স্ত্রী শর্মিলা উপস্থিত। টস্ হয়ে যাওয়ার পরই বাংলার অধিনায়ক দীপংকর ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেন। দিলীপকুমার দলবল সমেত ফিল্ডিং করতে মাঠে নেমে পড়েন। ব্যাটসম্যান মিঠুন চক্রবর্ত্তী (বাংলার) ওপেন করার জন্য প্রস্তুত। রানার্স অনুপকুমারও প্রস্তুত।

বোলিং শুরু করতে চলেছেন শশীকাপুর—আসছেন বল করেছেন সর্টপীচ বল দেখেশুনে প্রথম বলটি ছেড়ে দিয়েছেন মিঠুন। খেলার কোন চেষ্টা করেননি। উইকেট কীপার আসরানী বল ছুঁড়ে দিয়েছেন শশী'র কাছে। এইভাবে এক ওভার সমাপ্ত হল-মেডেন ওভার, একটি রানও মিঠুন পায়নি। দ্বিতীয় ওভারে বল করতে এলো গোবিন্দ—অনুপকুমার ছটি বলে চব্বিশটি মূল্যবান রান বাংলার ঝুলিতে সংগ্রহ করল, পুনরায় তৃতীয় ওভারে যখন শশী মিঠুনকে বল করতে এলো তখন মিঠুন সেই ওভারে মূল্যবান ১৮টি রান সংগ্রহ করল। এইভাবে বাংলার স্কোর বাড়তে লাগল।

বাংলার বিনা উইকেটে যখন নব্বই রান ঠিক তখনই রাকেশ রোশনের একটি ইয়রকার বলে সরাসরি বোল্ড আউট হয়ে গেল অনুপকুমার। এরপর খেলতে এলো—দীপংকর দে। তিনি শূন্য

স্থানে প্যাভিলিয়নে ফিরে গেলেন শশী'র ফুলটাস বলে উইকেট কীপার আসরানী'র হাতে সহজ ক্যাচ দিয়ে। এরপর বাংলার রঞ্জিত মল্লিক, সন্তু মুখার্জী, ভিক্টর ব্যানার্জী, সৌমিত্র চ্যাটার্জী, শমিত ভঞ্জ মোটামুটি খেললেন। এরপর চিন্ময় রায় ব্যাট করতে এলেন। দশ রানের মাথায় লেগবিফোর উইকেট L. B. W. হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে গেলেন। শকুন্তলা বড়ুয়া রান করতে পারিনি। অল্পবয়সী শতাব্দী রায় মূল্যবান আটটি রান করে হিট উইকেট হয়ে যাওয়ার পর বাংলার অল আউট ১৯৮ রান হলো।

এরপর বাংলার ক্যাপ্টেন দীপংকর দে দলবল সমেত ফিল্ডিং করতে করতে মাঠে প্রবেশ করল। বোম্বের ব্যাটিং শুরু হতে চলেছে —ওপেনার শশী রানার্স দিলীপকুমার রেডি। বল করতে চলেছেন মিঠুন চক্রবর্তী দৌড় শুরু করেছেন এসেছেন বল করেছেন—ফুলটাস বল—সঙ্গে সঙ্গেই শশী লংঅনের উপর দিয়ে একটি বাউণ্ডারী করলেন। বোম্বের স্কোর বিনা উইকেটে চার রান। পরের বল করতে আসছেন মিঠুন। একই ধরনের বল এবং ছক্কা মারতে গিয়ে অক্কা পেয়ে শশী প্যাভিলিয়নে। মিডল স্ট্যাম্প ছিটকে গেছে। রাকেশ রোশন শূন্য রানে বিষন্ন বদনে বিদায় নিলেন। এবার ব্যাট করতে আসছেন গোবিন্দ—বল করছেন রঞ্জিত মল্লিক—বল করেছেন গুড লেংথ বল, দেখেশুনে আস্তে ঠেলে দিয়ে একটি রান। রঞ্জিত মল্লিকের পরের বলে দিলীপকুমার ওভার বাউণ্ডারী—ছয় মারলেন। এরপরও রঞ্জিতের চারটি বলে ১৬ রান করলেন দিলীপকুমার। এক সময় গোবিন্দ পঁচিশটি মূল্যবান রান সংগ্রহ করে স্কোয়ার লেগে ক্যাচ আউট হলেন সন্তু মুখার্জীর বলে। এরপর শ্রীদেবী, জিতেন্দ্র, ভানুপ্রিয়া, মিনাক্ষী শেষাদ্রী বেশকিছু করে রান সংগ্রহ করলেন বোম্বের ঝুলিতে। এরপর রেখা ব্যাট করতে আসেন শতাব্দী রায়ের বলে। পর পর দুটি বাউণ্ডারী

মারেন রেখা এবং দুটি সর্ট রানও নেন। দিলীপকুমার ও রেখা বোম্বাই'র রান সংখ্যাকে দেড়শত রানের উপর করেন। এক সময় ভিক্টর ব্যানার্জীর গুগলি বলে দিলীপকুমার ঠিক মতন খেলতে না পারায় সরাসরি ক্লীন বোল্ড হয়ে প্যাভিলিয়নের দিকে পা বাড়ান নিজের ব্যক্তিগত ৮৫ রানে—এরপর জয়াপ্রদা খেলতে আসেন মিঠুন চক্রবর্ত্তীর বলে। কুড়িটি রান সংগ্রহ করে জয়াপ্রদা বিদায় নেন। আসেন যোগীতাবালী—দশটি রান করে মিঠুনের ইয়রকার বলে L. B. W. হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে যান। সবশেষে আসরানী খেলতে আসেন। বল করতে আসছেন শমিত ভঞ্জ—দৌড় শুরু করেছেন শমিত ছুটে চলেছেন-এসেছেন বল করছেন ফুলটাস বল-সঙ্গে সঙ্গেই আসরানী ব্যাট চালিয়েই সর্টরান নিতে দৌড়চ্ছেন রেখা ও আসরানী সর্টরান নিচ্ছেন এদিকে বলের পেছনে সৌমিত্র চ্যাটার্জী দৌড়চ্ছেন—তিনি বাউণ্ডারী বাঁচিয়েছেন এবং বল ছুঁড়ে দিয়েছেন উইকেট কীপারকে। ইত্যবসরে আসরানী তিনটি মূল্যবান সর্টরান নিয়ে বোম্বাই এর ঝুলিতে সংগ্রহ করেছেন—এখন বোম্বাই এর মোট রান নয় উইকেটে ১৯৫। আবার বল করতে আসছেন শমিত—দৌড় শুরু করেছেন এসেছেন বল করেছেন সর্টপিচ বল—দেখেশুনে রেখা ঠেলে দিয়েই একটি রান—

শমিত পুনরায় দৌড় শুরু করেছেন বল করেছেন—সঙ্গে সঙ্গেই আসরানী সপাটে ব্যাট চালিয়েছেন—বল চলে যাচ্ছে বাউণ্ডারী সীমানার দিকে—বলের পিছনে দৌড়াচ্ছেন রঞ্জিত মল্লিক। যাক্ তিনি বাউণ্ডারী বাঁচিয়ে বল ছুঁড়ে দিয়েছেন বোলার শমিত ভঞ্জকে। আসরানী দুটি সর্টরান নিয়ে নিয়েছেন। বোম্বাই-এর রান যখন ১৯৮ (অর্থাৎ স্কোর ইচ.) তখন হঠাৎ-ই চিন্ময় রায়ের একটি গুগলি বলে রেখা L. B. W. হয়ে যান। L. B. W. রেখা মেনে নিতে রাজী নয়—তিনি আম্পায়ার জনি হুইস্কিকে বললেন

ইয়ে ক্যায়সে হো—সকতা—কভি নেহি !-লেগ বিফোর উইকেট হুয়া নেহি বলেই লেগ আম্পায়ার রবি ঘোষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু রবি ঘোষ তার সিদ্ধান্তে অটল—"ইট্ ইজ ক্লিন L. B. W. out·········"

পরিশেষে বাংলা এবং বোম্বাই-এর ম্যাচ ড্র হয়ে গেল। দু'দলই ১৯৮ রান সংগ্রহ করেছিলেন। যদি বোম্বাই একটি রান সংগ্রহ করতে পারতো তা'হলেই জয়ী হতো কিন্তু যেটা হয়নি সেটা বলে তো কোন লাভ নেই। ইডেনের সবুজ ঘাসের উপর শয়ে শয়ে কমলালেবু পড়তে লাগল চিত্র তারকাদের লক্ষ্য করে। কমলালেবুর আঘাতে রেখা, আসরানী সামান্য আহত হলেন—দুটি কমলালেবু তো রেখার মুখে এসে পড়েছিল আর একটি আসরানীর নিম্নাঙ্গে প্যাথেটিক সেই দৃশ্য ! আসরানী মাঠে শুয়ে কাতরাচ্ছিল —এদিকে ক্রিকেটের ধারাবিবরনী যারা দিচ্ছিলেন সুব্রতকুমার ও প্রদীপকুমার বারংবার নিষেধ করে চলেছিলেন আপনারা দয়া করে কমলালেবু ছুঁড়ে চিত্র তারকাদের বাহবা কুড়োবেন না—এতে আপনাদের প্রিয় তারকাদের শারিরীক কোন ক্ষতি হলেও হতে পারে !

ততক্ষন চিত্র তারকারা সকলেই (বাংলা ও বোম্বাই) নানারকম রসিকতা করে দর্শকদের প্রচুর হাসির খোরাক জোগাতে লাগল। অপরদিকে সুব্রতকুমার ও প্রদীপকুমার (মাইক মারফৎ) হাস্যরসের অজস্র উপহার দিয়ে আনন্দের বন্যা বইয়ে দিল। সরস্বতী পূজার শীতের সকাল সেইদিন ইডেন গার্ডেন হয়ে উঠেছিল—এক কথায় চমৎকার—অতুলনীয়। 'চিত্র তারকাদের ক্রিকেট' দারুন উপভোগ্য হয়েছিল। যাক্, পরমেশ্বরদার নীট্ প্রফিট্ হয়েছিল পঞ্চান্ন হাজার—আঁটুল বাঁটুল ও এঁচোর পাকাকে সাড়ে চার হাজার টাকা দিয়েছিল।

দু'বন্ধু এরপর সেই টাকা স্মল্ স্কেলে বিজনেস্ শুরু করে পাঁচ বছর বাদে ব্যবসা মোটামুটি দাঁড় করিয়ে—দু'জনেই ঠিক করলো বিয়ে করে সংসার ধর্ম্ম পালন করবে।

একদিন দু'বন্ধু হাঁটতে হাঁটতে গঙ্গার ধারে এসে উপস্থিত। দু'জনে বসে গল্প করছে। সেই সময় একটি যুবতী উপস্থিত—কন্যাটি এঁচোরকে উদ্দেশ্য করে বলে—কি, চিনতে পারছেন তো? এঁচোর একদৃষ্টে কন্যাটির দিকে তাকিয়ে বলল—ঠিক মনে পড়ছে না তো? কন্যাটি বলল—সোনালীকে ভুলে গেলে এ্যাঁ...

এঁচোর ঃ ওঃ আমার কি ভুলো মন দেখেছো—তা কি ব্যপার বল—খবর ভালো?

কন্যা (সোনালী) ঃ সেই যে তুমি ডুব মারলে প্রায় চোদ্দ বছর পর দেখা—বুঝতেই তো পারছো শরীরের কি অবস্থা?

এঁচোর ঃ প্লীজ, সব খুলেই বলনা—সব শুনবো—ভালভাবে এইখানে বসে কোনো কিছু সঙ্কোচ না করে বলে যাও। আমরা দু'জনেই শুনছি—সোনালী যা যা বলল তার হু-বহু বর্ণনা এখানে তুলে ধরলাম ঃ যৌবনে সোনালী সুন্দরী যুবতী ছিল—সোনালীর মা কমলাদেবী একটি কারাখায় কাজ করতেন—ট্রেডিং এর। বাবা সীতাংশু সেন ট্রাক ড্রাইভার—এভাবে সংসার চলে যেত। সীতাংশুবাবু তাঁর স্ত্রী কমলাকে রূপে ও গুনে মুগ্ধ হয়ে বিবাহ করেছিলেন ২৪ বছর পূর্বে। প্রথমে তিনি কিন্তু ড্রাইভার ছিলেন না। লোহার ব্যবসা করে তখন ভালই আয় করেছিলেন এবং জমানো টাকায় ছোট্ট ছবি'র মতো বাড়ী করে বসবাস করছিলেন। একবছর যেতে না যেতেই তাঁদের ঘর আলো করে একটি কন্যা সন্তান এলো—নাম রাখলেন 'সোনালী'। 'সোনা' বলেই ডাকে—দু'জনে। বেশ সুখে সংসার কেটে যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে ঝড় এসে সবকিছু ওলোট পালোট করে দিল। লোহার

ব্যবসা শিকেয় উঠল তারই প্রতিদ্বন্দ্বী বিজন পুরকায়স্থ'র জন্য। বিজনবাবুও লোহার কারবারী। সুতরাং বহুদিনের শত্রু সীতাংশু সেনকে বেকায়দায় ফেলে লাল বাতি জ্বালালেন সীতাংশুবাবুর—একরকম পথে বসিল সীতাংশু সেন। কিন্তু তাতেও তিনি দমবার পাত্র নন—তিনি মোটর ভেহিকেলস্ থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স দু'বছরের কঠোর পরিশ্রমে আদায় করে একজন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর লরী ড্রাইভিং-এর কাজ করতে লাগলেন। তার কাজের সততার জন্য মালিক ঝুনঝুন আগরওয়াল ভীষণ খুশী—এইভাবে সীতাংশুবাবু স্ত্রী কমলা এবং একমাত্র কন্যা সোনা'কে নিয়ে সংসার চলে যাচ্ছিল। কিন্তু 'বিধাতা' তার প্রতি নির্দয়—না হলে এরকম হবে কেন? তিনি একদিন ট্রাক চালিয়ে লোড্ গাড়ী নিয়ে রাত্রি প্রায় দেড়টার সময় যখন বর্ধমান বুড়ার গ্রামের পাশ দিয়ে রাস্তার বাঁকের মুখে ঘুরতে গিয়েই ব্রেক ফেল করে ট্রাকসমেত জঙ্গলের খাদের মধ্যে গিয়ে পড়লেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় তার মৃত্যু হল।

পরদিন বাড়ীতে যখন এই দুঃসংবাদ এসে পৌঁছল তখন কমলাদেবী কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। সোনাকে নিয়ে তিনি একা হয়ে গেলেন যাইহোক কারখানার কাজ করে দুটি প্রাণীর কোনরকমে সংসার চলে যেত। ক্রমশঃ সোনালী (সোনা) কিশোর থেকে যৌবনে পদার্পন করল। স্কুল ছেড়ে কলেজে পড়াশুনা চালাতে লাগল।

কলেজের ছাত্রদের মধ্যে রাজনীতি খেলাধূলা নানারকম রঙ্গরসিকতা করে দিন অতিবাহিত হতে লাগল। একদিন ক্লাস ছিলনা অর্থাৎ Off Period-এ চা এবং সিগারেটের সংযোগে মুখরোচর এবং অতিরঞ্জিত সে সব আলোচনা। স্বপন, শঙ্কর, সুধীর, হাবু, সাধন এবং ধরম সিং নাম্নী পাঞ্জাবী যুবক আলোচনা-রত অবস্থায়—

—সবাই যে যার বক্তব্য বলে যেতে থাকে। এক সময় ধরম

সিং সকলকে থামিয়ে বলল—"তোরা সকলেই তো (প্রায়) বাঙ্গালী—তাই তো? মাছ (মছলী) নিশ্চয় খাস্—বলতে পারিস সর্বপ্রথম পৃথিবীতে প্রথম কিভাবে, কোথা হতে মাছের উৎপত্তি—অর্থাৎ সৃষ্টি হয়েছে?"

বন্ধুরা সকলেই যে যার বক্তব্য বলল-কেহই নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেনা। ধরম সকলকে থামিয়ে বলল—থাক্—শোন্ তবে—"অনেক অনেক বছর পূর্বেকার ঘটনা। স্থান: নেপালের সমুদ্র নিকটবর্ত্তী জনাকীর্ণ স্থান—সেখানে বাস করত মা এবং তার পুত্র। এছাড়া চারিদিক ধূ-ধূ-জনাকীর্ণ স্থান। কোন মানুষের বাস সেখানে ছিল না সম্ভবত। যাক্ সে কথা—কুঁড়ে ঘরের মধ্যে ত্রিশ বছরের মহিলা এবং তার পুত্র (ষোল বছর) বসবাস করত। মহিলা কিভাবে অন্তস্বত্বাঃ অবস্থায় ভাসতে ভাসতে সেই জনাকীর্ণ সমুদ্রে উপকূলে এসে ঠেকেছিল প্রায় ষোল বছর পূর্বে। সেখানেই তার পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়—যাক্ যেটা তোদের বলছিলাম—ছেলের (পুত্র) ছিল ওই বয়সেই (১৬ বছর) যৌনব্যধি—প্রচণ্ড সেক্সে সে উত্তেজনার বসে সবকিছু ভুলে নিজের মাকে সমুদ্রের জলে টেনে নিয়ে বলপূর্ব্বক সঙ্গম করত। তাঁর মা পাগলছেলের কর্ম্ম দেখে অনুতপ্ত এবং মর্মাহত হয়ে পড়েছিল।

একদিন যখন তার মা সমুদ্রে স্নানরত অবস্থায় মগ্ন—তখন ছেলে দূর থেকে মাকে ওই অবস্থায় দেখে উত্তেজনার বশে সবকিছু ভুলে কালবিলম্ব না করে সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে—জলের মধ্যেই মা এবং ছেলের মিলন হল। আস্তে আস্তে দু'জনে ক্রমশঃ দূর হতে দূরে চলে যেতে লাগল সমুদ্রের প্রচণ্ড স্রোতের টানে—একসময় দুজনকেই আর দেখা গেল না—মা এবং ছেলের এই মিলনের ফলে জন্ম নেয় মছিলা—মছ্লি বা মাছ। আমার মাছের চোখগুলি দেখলে মায়া হয়—খেতে ইচ্ছে করেনা মাছ। তা'হলে

বুঝতেই পারছিস মা ও ছেলের মিলনের ফলে জন্মায় মছিলা (মা + ছেলে) অর্থাৎ মাছ—

ধরমের কথা শেষ হতেই সকল বন্ধুরা একসাথে হো-হো-হাঃ-হাঃ শব্দে হেসে উঠল। তাদের হাসি থামতেই চায় না—একজন বলল দূর্ শালা। 'গুল' মারার আর জায়গা পেলিনা। তবে তোকে গুলমারার জন্য এক কাপের পরিবর্তে দু'কাপ 'স্পেশাল কফি' খাওয়াচ্ছি। পারিসও বটে বেছে বেছে ঢপ্ দিতে—ওঃ তুই দারুন গল্প বলেছিস মাইরি। এবার একটা বই লিখে ফ্যাল্—দেখবি তুই একদিন বড় 'লেখক' হয়ে উঠবি—কাগজে বড় বড় হরফে ছাপা হবে তোর নাম—ধরম সিং।

ধরম ওদের সকলকে থামিয়ে বলল—কি, বিশ্বাস হচ্ছেনা ? ঠিক আছে বন্ধুরা—বিশ্বাস করার দরকার নেই—বাড়ী চললাম আর ক্লাস করবোনা—শরীর ভালো লাগছেনা।

একদিন কলেজের বেশ কিছু বন্ধুরা 'সোনালী'কে নিয়ে বেশ ঠাট্টা তামাসা করতে লাগল। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয় হয় —বন্ধুরা ফুর্ত্তি করার পর একটি ট্যাক্সীতে চড়িয়ে সোনালীকে তাঁর বাড়ীর সামনে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল সকলে। সোনালীর মা কমলাদেবী সমস্ত কিছু লক্ষ্য করে রাগে আত্মহারা হয়ে 'সোনা'র চুলের মুঠি ধরে বেদম প্রহার করে দরজার বাইরে বাহির করে বললেন—"যা, এই বাড়িতে আর তোর স্থান নেই। কোনদিন এই বাড়িতে পা বাড়াবি না—তাহলে তোর একদিন—আমারই কি একদিন............।" সোনালীর মা দরজা বন্ধ করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। এদিকে বাইরে সোনালীর মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগল—সে কি এমন দোষ করেছে যে মা এতো বড় শাস্তি দিলো—সেই মুহূর্তে বুঝতে পারল এই জগতে কেহ কাহারও নয়—সব স্বার্থ—স্বার্থময় জগত—এই পৃথিবী-সংসার বৈচিত্র্যে ভরা—রাস্তা

ধরে ক্রন্দনরত অবস্থায় হেঁটে চলল। কয়েকবার হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল পুনরায় পথ চলতে লাগল রাত্রি বাড়তে লাগল। পথে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল সে কাঁদছে কেন? এত রাত্রে কোথায় চলেছে?

সোনালী ঃ আমার কেহ নেই যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাব—

ব্যক্তি (পথচারী) ঃ সেকি। আমি বলছি এতরাত্রে এভাবে একা যাওয়া ঠিক হবেনা, এস আমার সঙ্গে। একরকম জোর করে তাকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে এল। বলল—রাত্রিটা কাটিয়ে পরদিন সকালে যেখানে খুশী যাবে—আজ থাক। সেইদিন সোনালী ওই ব্যক্তির বাড়ীতে রাত্রি কাটিয়ে পরদিন সকালবেলায় পথে বেরিয়ে পড়ল। ধন্যবাদ জানাতে ভুললো না ব্যক্তিটিকে। এক অজানা পথের উদ্দেশ্যে পথ চলতে লাগল—

এক সময় সোনালী না জেনেই কখন যে একটি নিষিদ্ধ পল্লীতে প্রবেশ করেছে—ঠিক বুঝতে পারিনি প্রথমটা। যখন বুঝতে পারলো তখন দেরী হয়ে গেছে। পল্লীর দজ্জাল মহিলা 'মসিজী' নামে পরিচিত। গনিকালয়ে বহু গনিকা মনোরঞ্জন করিয়া দেহের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করত। 'মসীজি' তাদের লীডার।

মসীজি সোনালীর পথ আটকাইয়া দাঁড়াইল—স্পষ্ট জানিয়ে দিল—এখান থেকে ফেরার পথ বন্ধ—

সোনালীর মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করতে লাগল। সে চীৎকার করে জ্ঞান হারাল। যখন জ্ঞান ফিরল দেখল যে একটি ঘরের বিছানার উপর সে শুইয়া রহিয়াছে—পরিধানে কেবলমাত্র একটি ব্রা এবং সায়া—আর কিছু নেই। ঠিক তাঁর চার পাশে গনিকাগুলি (বেশ্যারা) ঠাট্টা তামাসা করছে—সিগারেটের ধোঁয়া মুখের সামনে ছাড়ছে—তার স্তনবৃন্তে টোকা মারছে—সোনালী চোখ বুজল।

'মসীজি' বুঝলো—পূর্ণ যৌবনবতী কন্যাটিকে নিয়ে তার ব্যবসা রমরমা চলবে। দিনের পর দিন বহু লম্পট মাতাল ব্যক্তি সোনালীর দেহ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে লাগিল। 'মসীজির' আনন্দ ধরেনা—বহু অর্থ উপার্জন করতে লাগল সোনালীর মারফৎ। আরও বহু বেশ্যা ছিল বেশ্যালয়ে কিন্তু বেশি খদ্দের সোনালীকে ঘিরে—থাকত। সোনালীর দেহ নিয়ে যা খুশী তাই চলতো দিনের পর দিন—মাসের পর মাস—বহু লম্পটের বলপূর্বক ধর্ষন—তার দেহ ভেঙ্গে যেতে লাগল। এক সময় সোনালী বুঝতে পারল সে মা হতে চলেছে—

যথা সময়ে একটি কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হল। মসীজি তার নাম রাখল 'রূপালী'। ধীরে ধীরে রূপালী বড় হতে লাগল। মসীজি তাকে ভালভাবে লালন-পালন করে মানুষ করতে লাগল—ভাবল বড় হয়ে সেও সোনালীর মত দেহের বিনিময়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করবে।

রুপালী কিশোরী কন্যায় পরিণত হল। যখন তার বয়স পনেরো বছর প্রায় তখন রূপালীকে দেহ ব্যবসায় নামিয়ে দিলেন—

মসীজি রূপালীকে বললেন—যতই দেহের বিনিময়ে অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে ততই তুমি অনন্তা যৌবনের অধিকারী হবে। রুপালী মনে মনে নোংরা কাজকে ঘৃণা করত—সে ঠিক করল এভাবে আর চলতে পারে না—দেহ দিয়ে অর্থ উপার্জন করা তার কাজ নয়—সে পালাবে। যেমন ভাবা তেমন কাজ—

সত্যি সত্যিই একদিন রাত্রিতে একাই পালাল—নিষিদ্ধ পল্লী থেকে অনেক দূরে। রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত দেহে হাজির হলো লোকালয়ে। একটি বাড়ির দরজায় ঢাক্কা দিতে লাগল। বেশ কিছুক্ষন পর দরজা খুলে একজন বৃদ্ধা মহিলা বলল—কাকে চাই ?

রূপালী বলল—বিপদে পড়েছি দয়া করে যদি আজকের রাত্রিটা—বৃদ্ধা মহিলা : আরে ঠিক আছে মা চলে এসো—বসিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। তারপর তিনি বললেন—আচ্ছা তোমার নাম কি?

—রূপালী, সে বলল। বলেই ঘরের চারিদিকে দেখতে দেখতে হঠাৎ-ই একটি ছবির উপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল—এটা কার ছবি? ফুলের মালা দেওয়া—

বৃদ্ধা মহিলা : সে এক দুঃখের কাহিনী। সতেরো বছর পূর্বে ঠিক তোমার মতো আমার একটি মেয়ে ছিল—সোনালী নামে। একটি খারাপ কাজের জন্য আমি তাকে ত্যাগ করেছিলাম।

রূপালী : বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেল—তার মুখ দিয়ে কথা বাহির হল না—মনে মনে ভাবলো তার মায়ের নামতো সোনালী—তবে কি.........

বৃদ্ধা মহিলা : বলে চলল—কত বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেল—কিন্তু না সে আর অভিমানে তাঁর মায়ের কাছে ফিরে এল না—সে এক গভীর দুঃখের কাহিনী—এই কথা বলেই বৃদ্ধা চোখ মুছলেন।

রূপালী : এই ছবিটা তো আমার মায়ের মত লাগছে। আমার মায়ের নামও মিলে যাচ্ছে—কেমন যেন সবকিছু তালগোল পাকিয়ে যেতে থাকে। মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করতে থাকে। এক গ্লাস জল দিন।

বৃদ্ধা মহিলা : জল দিয়ে প্রশ্ন করলেন তোমার মা কোথায়? নাম কি—

রূপালী : সবকিছু সবিস্তারে জানিয়ে বলল 'দিদিমা'—

বৃদ্ধা মহিলা : তার প্রিয় নাত্‌নীকে জড়িয়ে ধরল।

এদিকে নিষিদ্ধ পল্লীতে খোঁজাখুঁজি পড়ে গেল। কোথাও রূপালীকে না পেয়ে মসীজি এবং সোনালী ট্যাক্সী করে খুঁজতে খুঁজতে একসময় বৃদ্ধার অর্থাৎ কমলাদেবীর বাড়ীর সামনে এসে

থাম্‌ল   ট্যাক্সী থেকে স্বয়ং মসীজি এবং সোনালী নেমে দরজায় নক্‌ করতেই খুলে দিল কমলাদেবী। প্রবেশ করেই মসীজি বলে উঠল—দেখেছ মেয়ের কাণ্ড—খুঁজে ঘাম ছুটছে আর তুমি কিনা এখানে—চলো কুইক্‌ রূপালী—

রূপালী: আমি দিদিমার বাড়ী থেকে কখনোই যাবোনা—এখানেই থাকবো। বৃদ্ধা কমলাদেবী তাঁর হারানো কন্যা সোনালীকে 'সোনা' বলে ডাকতেই মুখ ঘুরিয়ে নেয় সোনালী।

কমলাদেবী কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন—এখন আর চিনবি কেন? সবইতো আমারই দোষ—বাড়ী থেকে তোকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম—পাপের প্রায়শ্চিত্ত……। সোনালী: আর থাকতে না পেরে তার মা কমলাদেবীকে আলিঙ্গন করল। মসীজি কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছে না—কি ব্যাপার?

সে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলো। কারন ছিল—পূর্বে সোনালী এসমস্ত খবরের কিছুই জানায় নি। সোনালী বারবার তাকে বলে এসেছে যে তাঁর কেহ-ই নেই- সে একা!

এখন সোনালী অকপটে 'মসীজি' কে সমস্ত কথা বলল এবং জানালো যে আজ থেকে সেও রূপালী এখানেই মায়ের কাছে থাকবে। মসীজি—কিছুক্ষন বেদনা স্বরূপ তাদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে রইল—মসীজির চোখে আনন্দাশ্রু—চোখ মুছে মসীজি একাই ট্যাক্সীতে উঠে বসল এবং চলে গেলো।

সোনালী, কন্যা রূপালী এবং কমলাদেবী আনন্দে সংসার অতিবাহিত করতে লাগল। কমলাদেবী কিছুদিন বাদে দেহ রাখলেন। সোনালী মেয়ের বিয়ে দিলেন মহা ধুমধামের সঙ্গে। রূপালী বিয়ের পর স্বামীগৃহে চলে গেল। সোনালী সেই বাড়ীতেই একা বসবাস করতে লাগল।

আজ "সেই কাহিনী" গঙ্গার ধারে বসে যখন এঁচোর ও আঁটুল

বাঁটুলকে বলছিল—তখন দু'জনেই ভীষণ দুঃখ পেল।

সোনালী ঃ ওঃ অনেক রাত হল—চলি।

এঁচোর ঃ শোন, কথা আছে। তোমার আপত্তি না থাকলে একটা কথা······

সোনালী ঃ তাড়াতাড়ি বল—বাড়ী ফিরতে হবে তো—

এঁচোর ঃ আমি সব কিছু জেনে তোমায় বিয়ে করতে চাই—রাজী আছ ?

সোনালী ঃ তা কি করে সম্ভব—আমি সমাজের চোখে পতিতা—এ হয় না।

এঁচোর ঃ কোনরকমে রাজী করিয়ে সোনালীকে বিবাহ করল। তার বন্ধু আঁটুল বাঁটুল গরীব একটি কন্যা তমালিকে বিবাহ করে সুখে শান্তিতে দিন কাটাতে লাগল।

* * * *

এবার একটু পরমেশ্বরদা'র কথা শুনবেন না কি ?

পরমেশ্বরবাবু তো (বিজ্‌নেসে গণেশ লাভ) প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করে ঠিক করল বিবাহ করবে।

একদিন দিনক্ষন দেখে পরমেশ্বর বিবাহ করতে চলল।

মজা করে কবিতা—ছড়া/বিয়ের কার্ড ছাপানো হল—কি রকম শুনবেন না কি ? শুনুন তবে—

শ্রীশ্রী আইবুড়ো তাড়নায় নমঃ (দন্তহীন ও বেরসিকদের প্রবেশ নিষেধ)

নায়ক ঃ পরমেশ্বর নায়িকা ঃ শর্মিলা

B য়ে Practical Examination (Final)

Subject—Child—Production

Centre—বাসর ঘর

Guard—শালীগঞ্জ

Full Marks—চুম্বন ও চোখে চোখে

Tiime : Midnight to dawn

নিরাশার আশায় যদি কোন বন্ধু 'প্রেম রোগে' ভুগিতে থাকেন তা'হলে শ্রীমতীর ল্যাভিং ট্যাবলেট ব্যবহার করুন।

বিবাহ বাসর—আকাশের নীচে, তাং—পাঁজিতে ; সন—জমিতে, সময়—বাড়িতে।

* Rules & Regulation *

(১) গুরুজনদের স্পর্শ করা উচিত নহে

(২) উত্তরের জন্য ভিন্ন পত্র দেওয়া হইবে না

(৩) এই প্রশ্ন পত্র একমাত্র অবিবাহিত যুবক-যুবতীর জন্য

(৪) প্রশ্ন পত্র কঠিন হইলে নব বিবাহিত যুবক-যুবতীদের সহিত যোগাযোগ করুন

Give Answer of the following Qu. (Any Six)

(১) নারী ও পুরুষের মধ্যে চঞ্চল হয় কে ?

(২) নারীর জীবনের চরম সার্থকতা কোথায় ?

(৩) কোন্ জিনিষের মাপ নেই ?

(৪) কার কথা মিষ্টি ?

(৫) কি খেলে শিহরণ জাগে—আশা মেটেনা ?

(৬) 'শালী নেই যার' বৃথা বিয়ে করা তার—কেন ?

(৭) বিয়ের পর কোন্ নিমন্ত্রন পাওয়ার আশা থাকে ?

(৮) খাট নরবরে হলে শয়নের অসুবিধা হয় কেন ?

(৯) কোন্ নদীতে মাসে একবার বন্যা আসে ? সেই বন্যার জল ৩/৪ দিন ধরে দু-কূল ছাপাইয়া যায় এবং ঐ সময় মাঝি ভায়েরা হাল্ চালানো বন্ধ রাখে,—কেন ?

অর্থটিকে শুদ্ধ কর :—She is your Car Drive করো ধীরে ধীরে, Horn দিয়ো নইলে Accident ঘটতে পারে ; She is উড়োজাহাজ মখ্‌মল্ আঁটা

গদি, সারারাত্রি চলবে ভালো Petrol দাও যদি।

Write short notes on (Any four) :— (ক) চুপ করো লক্ষীটি (খ) ছেড়ে দাও (গ) আজকের রাতটা (ঘ) তুমি ভারি দুষ্টু (ঙ) এক গ্লাস জল (চ) ফুলশয্যার আত্মকাহিনী।

কর্মখালি : বেকার যুবকেরা শুনুন—একটি ১৮ হর্ষ পাওয়ারের (H.P.) ইঞ্জিন চালাইবার জন্য সুদক্ষ ও কর্মঠ ড্রাইভার চাই—সত্বর লিখুন : বক্স নং—৪২০, কলি—০, বেতন : চুম্বন ও আলিঙ্গন।

Give the central Idea :—

নব বিবাহিত যুবক শয্যায় ছট্‌ফট্‌ করতে করতে বলে উঠল—উঃ কি মশা, মশারীটা টাঙ্গান হয় নি। পাশের ঘর থেকে 'বৌদি' বলে উঠল—তোমার 'মশারী' এখানেই আছে—এখনই পাঠাচ্ছি-অপেক্ষা কর। Box No—420 (বিবাহে বরযাত্রী যাইতে আমরা সর্বদাই প্রস্তুত)

অপূর্ব সুযোগ :—পাদুকা পালটাইবার এরূপ অপূর্ব সুযোগ হেলায় হারাইবেন না।

Write Essay (Any one) : (ক) প্রেম সমুদ্র (খ) যৌবনের জ্বালা (গ) সেক্স 0° (ঘ) ফুলশয্যার রাত্রি (ঙ) ভারতীয় নারী।

পাত্রী চাই—সুন্দরী গায়িকা স্বাস্থ্যবতী কলহ নিপুনা, গৃহকর্ম ফেলিয়া সিনেমা দেখিতে পটু এবং কথায় কথায় স্বামীকে স্টুপিড, রাস্কেল, ইডিয়ট্‌ বলিতে পারেন এইরূপ যুবতী পাত্রীর প্রয়োজন। আমাদের এখানে কালো, ফর্সা, বেঁটে, লম্বা, কালা, হাবা, মোটা-রোগা সব রকমের বেকার ও বেসরকারী বা আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত পাত্র মজুত আছে। প্রয়োজন বোধে এক সপ্তাহের মধ্যে নীচের ঠিকানায় জানান—নব গৃহিনীর অন্ধকার ঘর বক্স নম্বর—৪২০. টেলিগ্রাম-আচম্‌কা=street-World.

স্বেচ্ছা সেবিকার আবশ্যক :—বিবাহ বাসরে বিরহ মূর্চ্ছাহত প্রেমিক যুবক বৃন্দের চৈতন্য সম্পাদনের জন্য ঝাঁটা-ধারিনী যুবতী শীঘ্রই আবশ্যক/প্রয়োজন-ভলেন্টিয়ার বাহিনীতে যোগাযোগ করুন। এখানে এক সংবাদে প্রকাশ যে এবারের B.A. পরাক্ষায় প্রশ্ন পত্রে নিম্নলিখিত মজার মজার প্রশ্ন ছিল—ধাঁ ধাঁ !! "তিন অক্ষরে নাম তার সর্বনারী চায়, প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে বার্তা বয়ে যায়। মাঝের অক্ষর ছেড়ে দিলে বয়ে যাওয়া যায়, শেষের অক্ষর ছেড়ে দিলে লোকে তারে চায়। বলতে যদি পারো প্রিয়া এই জিনিষটি পাবে, পেয়ে গেলে উত্তরটা আমাকে জানাবে।"

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি :—God bless noppy pair, with a child within a year.

B.A. Final Examination under the Projapaty University.

পরীক্ষামহল : ফুলশয্যার ঘর ফুলমার্কস : প্রানভরা ভালবাসা
ক্যান্ডিডেট : পরমেশ্বর পরীক্ষা ফিস্—৯৯ টাকা ৯৯ পঃ
টাইম : মধ্যরাত্রি থেকে ভোর পর্যন্ত
মিস : শর্মিলা

১। এ্যামপ্লিফাই—

"গোঁফহীন যে কিস্‌টি, সে হয় ভারি মিষ্টি।"

২। বিশদ ব্যাখ্যা লিখ :

(ক) গুড় মিষ্টি চিনি মিষ্টি—আর মিষ্টি মধু, সবচেয়ে মিষ্টি আমার মন্ত্রপড়া বধূ।

খ) নদী আসি নদে মিশে, অনুমিশে অনুতে, হৃদয়ে হৃদয় মিশে, তনু মিশে তনুতে।

গ) বিরহিনী চাহে চাঁদ, চাঁদ চাহে যামিনী, কুমুদিনী চাহে

রবি, মেঘ চাহে দামিনী।

ঘ) বরেরা সুন্দর বাসর ঘরে, কনেরা ফুলশয্যার রাতে।

৩। অর্থ লিখ :—

ক) কি খেলে আনন্দ হয়—অথচ পেট ভরে না ?

খ) ফেরিওয়ালাদের মধ্যে চুড়িওয়ালারা বেশী ভাগ্যবান কেন?

গ) কোন্ সময়ের রাত্রি গ্রীষ্মকালের রাত্রি অপেক্ষা ছোট ?

৪। ভাব সম্প্রসারণ কর :—

"চিজটা খুব মিষ্টি বটে নূতন নূতন ভাই পুরানো হলে দেখতে তুমি—আদৌরস নাই।"

৫। পার্থক্য দেখাও :

"To Kiss a Miss, To Miss a Kiss"

৬। If কামিনী রাণী Sit by me, I want no Sugar in my Tea. Is it true ? If so, why discuss.

৭। ভাবার্থ লিখ : (ক) শালী নেই যার, বৃথা বিয়ে তার—

(খ) উপযুক্ত শালীওয়ালা বিবাহ যে করে তার তূল্য happy নেই এ বিশ্ব মাঝারে।

(গ) বরের বাজার গরম, কনের বাজার নরম

(ঘ) প্রেমের এমনি গুণ—যেমন তরকারীতে নুন—
অতি অল্পে test less—অতিমাত্রায় দফা শেষ।

৮। উত্তর দাও : গেঞ্জীর কাপড় বেশী লাগেনা কিন্তু ব্লাউজের কাপড় বেশী লাগে কেন ? "এই রচিত প্রীতি উপহার ভুল ধরবেন যিনি, নিশ্চয় করে বলতে পারি, BA করেননি তিনি"—ঠিক কি, না বলুন দেখি উত্তর :—

(ক) পূর্বদিকে মুখ করিলে বাম দিকটা পড়িল, আমার জন্য তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিও তাহা

(খ) সূর্য্যমুখী সূর্য্যে খোঁজে সুর খোঁজে বীণা, বলতো প্রিয়ে—তুমি

আমার মনের মতো কিনা ?

(গ) রাত জানে চাঁদ কেন-ও জেগে থাকে, চাঁদ জানে রাতি কেন-ও তারে ডাকে।

(ঘ) "মাঝখানে খাল তাহার, চতুর দিকে ঝোপ্‌ঝাড়—তাহার মধ্যিখানে লাল, বলতে যদি পারো সখী, বলবো আমি—তুমি খুব-ই বুদ্ধিমতী"।

(ঙ) "ফুলের মধ্যে মিষ্টি তুমি—'ফুলের মতো থেকো'
কাউকে পেয়ে যেন আমায়—ভুলে যেয়ো নাকো"।

(চ) চিঠি দিয়ে করি আমি—চিঠি পাবার আশা—
চিঠিতে জানাই আমি পৃথক ভালবাসা।

(ছ) হাতের লেখা বড়ই বিশ্রী নেইকো কোন ভাষা
কষ্ট করে পড়ে নিও—এতটুকু মোর আশা।

(জ) ইতি, প্রীতি, স্মৃতি দিয়ে শেষ করলাম লেখা
মাঝে মধ্যে পত্র দিয়ে—'করবে তুমি দেখা'। তবে $(a)^2$—Be-দায়।

শুভ-বিবাহের প্রীতি ও শুভেচ্ছাসহ—এস. কুমার্স ফিল্মস্ নিবেদিত রঙীন প্রণয় চিত্র "প্রেম জিরো ডিগ্রী"

মূল্য : নগদে—দেঁতো হাসি, . ধারে—কান এঁটো হাসি

কাহিনী অবলম্বনে—এস্‌কুমার শ্রেষ্ঠাংশে নবাগত নায়ক : পরমেশ্বর
চিত্রনাট্য এবং সংলাপ : এস. রায় নবগত নায়িকা : শর্মিলা
পরিচালনা—সুব্রতকুমার পার্শ্ব চরিত্রে : পিনাকি, দীপক, প্রদীপ,
সঙ্গীত পরিচালনা : মনোজকুমার গৌতম, শ্যামল, সোমা,
যন্ত্র সঙ্গীতে—ভাস্কর চ্যাটার্জ্জী ও সম্প্রদায় রজত, মিঠু, পাপিয়া, পাপড়ি,
শব্দ গ্রহনে—বিশ্বজিৎ কৌশিক ও শৌমিক রায়,
অভ্যর্থনায়—সুন্দরীলাকি (মিস্ ডগ্) কমেডিয়ান : সর্বত্রকুমার

শুভমুক্তি—ইং ২০শে জানুয়ারী ১৯৮৮. স্থান : মুভিটোন—কুদঘাট বিঃ দ্রঃ—সম্পূর্ণ প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য এই ছবি বড়দের প্রবেশ নিষেধ ।। সম্পাদকীয় ।। আমাদের এই অবাস্তব উদ্ভট কল্পনা প্রসূত সামায়িক আনন্দের জন্য যে নিরপেক্ষ এবং নির্দলীয় পত্রিকা বাহির করিতে পারিয়াছি এবং দেশ ও দশের কল্যাণে আমরা নিজেদের উৎসর্গ করিতে পারিয়াছি তাহার জন্য আমরা গর্ববোধ করিতেছি—

: সারা রাত্রি ব্যাপী বিরাট বিচিত্রানুষ্ঠান :

আগামী ২০শে জানুয়ারী' ৮৮ সঙ্গীত আসরে গায়ক-গায়িকাদের সমাগম। প্রখ্যাত বেতার শিল্পী ভারতী মুখার্জী, প্রদীপকুমার, সুব্রত রায়, বিকাশ রায়, শতাব্দী রায়, বুম্বা, মিস্ মঞ্জু চক্রবর্ত্তী, জয় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এস্ কুমার তাঁহাদের নিজ নিজ অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া আমাদের অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে আসিতেছেন। এঁনাদের সঙ্গে তবলায় সহযোগিতা করিবেন—মিঃ আনন্দ এবং হাসিখুশী মুখার্জী। এ-ছাড়া বোম্বাই ও দক্ষিণ ভারতের প্রখ্যাত দশজন চিত্রতারকা অনুষ্ঠানে ঠিক্ সময়ে উপস্থিত হইবেন।

টিকিট প্রাপ্তিস্থান : সুব্রতকুমার ফিল্মস্ প্রাঃ লিঃ—কলকাতা টিকিটের মূল্য : একশত এক টাকা (১০১) এবং পাঁচশত একান্ন টাকা (৫৫১) [টিকিট কাউণ্টার ত্যাগ করিবার সময়ে দয়া করিয়া টিকিট এবং খুচরা পয়সা দেখিয়া লইবেন]।

কলকাতা'র বাজার দর—আজ কলকাতার কয়েকটি এলাকার বাজার দরের তেমন উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন দেখা যায়নি. মোটামুটি বাজার দর প্রায় একই ছিল—সামান্য একটু উঠা-নামা করিয়াছে।

স্টেনোগ্রাফার : প্রতি কুইন্টাল আঠারো হাজার টাকা মূল্যে—

অল্প কিছু আছে। নিম্নলিখিত জিনিষগুলি এখনও বিক্রয় হয় নাই—আগামী ২০শে জানুয়ারী '৮৮ সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় নীলাম ডাকা হইবে—কলি-মুভিটোন, কুদঘাট।

(১) কাশীপুর গান্ এ্যাণ্ড শেল্ : প্রতি কুইণ্টাল আট হাজার টাকা মূল্যে—এক বস্তা।

(২) এস. বি. আই : প্রতি কুইণ্টাল পঁচিশ হাজার টাকা মূল্যে —২ বস্তা।

(৩) সিভিল কন্ট্রাকটর : প্রতি কুইণ্টাল বারো হাজার টাকা মূল্যে —১ বস্তা।

(৪) ESSO : পাঁচ হাজার টাকা প্রতি কুইণ্টাল হিসাবে—১ বস্তা।

(৫) জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়া : নয় হাজার টাকা প্রতি কুইণ্টাল—১ বস্তা।

এমন নির্বাচন যা আপনাকে গৌরবান্বিত করবে—

আধুনিক কায়দায় ঝলমলে প্রিন্ট সুন্দরতম ডিজাইন ও বুননের নানা সম্ভার যা একমাত্র 'পরমেশ্বর' স্যুটিং সার্টিং-ই শর্মিলা'র জগতে আলোড়ন এনে দিয়েছে। চক্ষু সার্থক করতে আমাদের নিজস্ব শো-রুমে (সন্ধ্যায়) আপনাদের সাদর আহ্বান করা হইতেছে।

বিশেষ ঘোষণা (টাক্ কিওর)—"বহু পয়সা খরচ করিয়াও যাহাদের টাকে চুল গজাইল না তাহাদের আর চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। তিনি কলকাতায় আসিয়া গিয়াছেন সুদূর ইউ. এস. এ. হইতে। আর মাত্র এক সপ্তাহ (২০—২৬শে জানুয়ারী ১৯৮৮) দর্শন দেবেন। সত্বর যোগাযোগ করুন : 'টাক কিওর' —মিঃ টাক্লু।"

গৃহ শিক্ষক/শিক্ষিকা : আপনার কন্যা/পুত্র কি এবারেও ইংরাজীতে এবং এগ্রিগেটে ফেল করিয়াছে? ইহার জন্য গৃহ

শিক্ষক/শিক্ষিকার প্রয়োজন—একই সঙ্গে একই মাহিনায় এঁনারা ইংরাজী এবং এগ্রিগেট দুই সাবজেক্টই পড়াইবেন। সত্তর যোগাযোগ করুন—সুবীর স্যান্যাল এবং মুনমুন (সেন)

শিক্ষিত বেকার সমস্যা সমাধান—আপনি কি শিক্ষিত বেকার? বসে বসে কেন অমূল্য সময় নষ্ট করছেন? সত্বর একটি শিশু-বিদ্যালয় (ব্যাঙ্ক লোন নিয়ে) স্থাপন করে এনাদের সহিত যোগাযোগ করুন—টুম্পা চক্রবর্ত্তী, শৌমিক রায়, পাপ্পু দে পাপড়ি সিন্‌হা, টুকটুকি সেন, বিপদ ভঞ্জন দে, ঝুনঝুন আগরওয়াল, চম্‌চম্ কুমার আপেল। ইহাদের ভর্ত্তি হইয়া যাইবার পরও যদি কোন আসন সংখ্যা খালি থাকে তা হলে সত্বর যোগাযোগ করুন: নতুন ছাত্র-ছাত্রী ভর্ত্তির জন্য—পিনাকি সরকার, ঝুম্‌কি বিশ্বাস, রুমঝুম পাল, এসকেরাজ, মূলক আনন্দ, জহর বিশ্বাস, সুজিত গুহ, হরিদাস পাল। এঁনাদের নিকট হইতে শুধু মাত্র নাম রেজিষ্ট্রেশন এখন করাইবেন। ছাত্র না ছাত্রী ভর্ত্তি হইবে তাহার জন্য পরবর্ত্তী বিজ্ঞাপন লক্ষ্য করুন। ....

যথা সময়ে বিয়ের দিন অতিথিদের আপ্যায়ণ করা হল—প্রত্যেকের হাতে একটি করে পত্রিকা (বিবাহের) অফার করা হ'ল লালগোলাপ সহযোগে। শুভ-পরিণয়ে আবদ্ধ হল—"পরমেশ্বর-শর্মিলা"—শঙ্খধ্বনি, উলু—চীৎকার চেঁচামিচি—অর্কেষ্ট্রা পার্টির জিগ্‌জ্যাগ মিউজিক···অবশেষে এক সময় শুভবিবাহ অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হল—সকলেই খুশী—নব পুত্রবধূ শর্মিলাকে সানন্দে বরণ করে নেওয়া হলো ঘরে—পরমেশ্বরের মা ভগবতীদেবী গ্রহণ করলেন। কিছুদিন পরে পরমেশ্বর শর্মিলাকে নিয়ে হনিমুন (মধুচন্দ্রিমা) করতে চলে যায়—গোয়া (GOA)···সুখে-শান্তিতে সকলে দিন অতিবাহিত করতে লাগল। আমার কাহিনীর বাজি ধরে বাজীমাৎ করতে কতদূর পেরেছি বা আদৌ কতদূর করা সম্ভব

হয়েছে আপনাদের উপর ছেড়ে দিলাম—কি, ঠিক বুঝতে পারলেন না—তাইনা ? আপনারা সত্যি-ই আজব পাব্লিক ! আমাকেই ধরে লিক্ করে ছাড়বেন দেখতে পাচ্ছি—যোগাযোগ করুন : এস. বি. পাঠক (ডেঞ্জারাস) ৪২০ উন্মুক্ত প্রাঙ্গন, পৃথিবী-১. —হ্যাঁ, সব ঠিক হ্যায় তো ? আপনারা বলবেন—'সব ঝুঠ হ্যায়' ! তাই তো ? কিন্তু আমি এক মত নই এ বিষয়ে—একস্বরে উচ্চস্বরে বলি—

"সব ঝুঠ নেহি হো সক্‌তা
ইয়ে সব বিলকুল ঠিক হ্যায় !"

————

দাদু বনাম দিদিমা

আমার দাদু ও দিদিমা এখনও জীবিত। দাদু শ্রীযুক্ত লালমোহন মিত্র এবং দিদিমা সরসীবালা দেবী। বললে বিশ্বাস করবেন কিনা জানিনা এখনও ব্যাটিং করে যাচ্ছেন। দাদু অর্থাৎ লালমোহন ওরফে লালাদাদুর বয়স চুরাশি বছর আর সরসীবালা (দিদিমা প্রায় আশী ছুঁই ছুঁই। কিভাবে ব্যাটিং করে চলেছে তা বর্ত্তমান যুগের ইয়ং জেনারেশনদের জানা অত্যন্তই প্রয়োজন। কেননা তারা ২৫ থেকে ৩০ বছরে যা করতে পারে না দাদু দিদিমার দ্বারা তা সহজে হয়ে যাচ্ছে।

দাদু এখনও দিদিমাকে নিয়ে লেকে বেড়াতে যায়। লেকে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করে। এরপর-ই আসল খেলা শুরু হয়—অর্থাৎ হিন্দী ফিল্ম আর কি !

দাদু যেন পূর্বের যৌবন ফিরে পেয়েছে এইভাবে দিদিমাকে আলিঙ্গন করে বলে I love you Sarashi—kissed me. দিদিমা তখন কচি খুকী'র মতো দাদুর গলা জড়িয়ে আলিঙ্গন করে kissed করতে করতে বলে চলো ডার্লিং আজ মনটা ভীষণ উৎফুল্ল লেকের জলে খেলা করি।

দাদু দিদিমাকে ছাড়িয়ে লেকের জলের ধারে দাঁড়ায়। দিদিমা ঠিক লেকের ওপারে দাঁড়িয়ে দাদুকে আহ্বান জানায়। দাদু Disco-র তালে তালে জলে নামতে নামতে বলে সরসী, সরসী আযা, আযা ····· ওপার থেকে সরসী (ওরফে দিদিমা) বলে ওঠে তু ষোলো বরষ কি, ম্যায় চৌদা বরষ কি, মিল গয়া ন্যায় না—এক দো বরষ জরা দূর রহনা, কুছ হো গয়া তো ·····

আবার ড্যান্স দিতে দিতে জলে নেমে এগিয়ে বলতে থাকে ও মেরী সরসী, তেরে সে মায়, ঝুট নেহি হ্যায় মেরা প্যায়র, দিবানা সে

হো গয়ি গলতি, জান দো ইয়ার ও আই লাভ ইউ··· · দিদিমা।
জলে নেমে কোমর বেঁকিয়ে গেয়ে ওঠে, হয়তো কিছুই নাহি পাবো।
তবুও তোমায় আমি দূর হতে ভালবেসে যাবো··· ··

দাদু বলে ওঠে দুনিয়ামে হা হা হা লোগো কো হা হা হা সরসী তুমি এসোনা, ঝাঁপিয়ে পরে বুকে আমায় নাও না। সরসী ওরফে দিদিমা বলে ওঠে—লালু ও মাই ডার্লিং ·····

দাদু বলে ওঠে—কাম সুন্ ড্যার্লিং এ্যাণ্ড কিসড্ মী। আই লাভ্ ইউ ভেরী মাচ (Much) সরসী একবার এসো না? একসময় দাদু ও দিদিমা লেকের জলের মধ্যে আলিঙ্গন করলো। দুজনে লেকের জল থেকে উঠে হাত ধরাধরি করে বাড়ীর দিকে পা বাড়াল।

পথে রাখহরি দাসের সামনে পড়ল। দাদু ও দিদিমা পাশ কাটিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু না······

রাখহরি বলল—কি ব্যাপার, এত বেলায় এই ভাবে কপোত কপোতীর কোথায় যাওয় হ য়ছিল? ভিজে সপ্ সপ্ করছে। অসুখ করবে যে!

দাদু বলল - বুঝলে হে রাখহরি, অসুখ কেন কিছুই হবে না।
রাখহরি—কেন? তা কোথায় যাওয়া হয়ে 'ছল?

একটু রোমান্স করতে—কি এমন বয়স?

রাখহরি বলল—ঠিকই তো - আপনাকে দেখলে এখনও হিন্দী ফিল্মের প্রাণের কথা মনে প ড় যায়। আপনার এত বয়স হলো বোঝাই যায় না। আর দিদিমাকে তো ৫০—৫২ বয়স মনে হয়। ফেস কাটিং তো অবিকল রাখী'র মতো। ভাই, চুটিয়ে প্রেম করুন শরীর মন ভালো থাকে। প্রেমের মতো 'টনিক' Whole world-এ মেলা ভার। চালিয়ে যান—আমি পিছনে আছি।

দাদু বলল—গ্যাস খাইও না, ওপরে তুলে দিলে ঝুপ করে নিচে পড়ে যাবো। তা তোমার কি খবর বলো। চুনসুরী সিমেন্টের ব্যবসা কেমন চলছে? ১। টাকা বস্তা ৭০-৮০ টাকায় বেচে তো লালে লাল হয়ে গেলে। চেহারার তো উন্নতি হয়েছে। তা বলো পাত্রী দেখি—সুন্দরী কন্যা আমার হাতে আছে। বিয়ে করে ফেলো। এতো পয়সা রাখবে কোথায়? রাখহরি বলল দূর মশাই, ব্যাচেলার থেকে যা আনন্দ, বিয়ে করে সেই আনন্দ নেই। এখন কতো ফুলের মধু খেয়ে বেড়াচ্ছি। ডেলি দু'চারটি করে—যে ফুল বাসি হয়ে যায় তার কাছে জিন্দেগীতে পা বাড়াইনা অর্থাৎ কিনা যাইনা। দাদু বলল - তুমি আমাকে নিয়ে যাবে—একটা ফুলের মধুর স্বাদ ভাল লাগেনা অথচ তুমি স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রের মতো রূপসীদের নিয়ে আনন্দে লীলাখেলা চালিয়ে যাচ্ছ।

রাখহরি বলল—নিশ্চয়, আপনি আর আমি কালকেই উত্তর কলকাতার সেই নির্দিষ্ট স্থানে যাবো।

দিদিমা রেগে গিয়ে—কি, আমি পুরানো হয়ে গেছি। ঠিক আছে আমি চললাম।

দাদু—আহা ডার্লিং রাগ করছো কেন? তুমি ও আমি কালকে মেট্রোতে "এক দুজে কে লিয়ে" দেখব। তারপর নাইটশোতে D.sco Dancer দেখবো। রাখহরির কথা ছাড়। ও এমনি বলছে—তোমাকে রাগানোর জন্য।

দিদিমা বলল—চলো ডার্লিং আমরা বাড়ী যাই, এভাবে ভিজে পোষাকে থাকলে নির্ঘাত শরীর খারাপ হবে। দাদু রাখহরি কে ইশারায় জানালো কাল উত্তর কলকাতায় যাবে। এরপর দাদু ও দিদিমা হাত ধরাধরি করে বাড়ীর দিকে পা বাড়াল।

একদিন দিদিমা বোটানিক্যাল গার্ডেনের একটি বটবৃক্ষের নীচে দাদুর কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে।

দিদিমা দাদুকে রসের কথা বলে সেক্স আপ্লাই করে চলেছে। ঠিক তার পাশেই অপর একটি বৃক্ষের নীচে একজন যুবক-যুবতী চুটিয়ে প্রেম খেলা চালিয়ে যাচ্ছে।

যুবকটি যুবতীর বাহু আলিঙ্গন করে বলছে, প্রিয়তমা, তুমি আমার ভালবাসা, তোমার জন্য আমি জীবন পর্যন্ত দিতে পারি। তোমাকে আমার কাছ থেকে কেহ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। আই লাভ ইউ, কিসড মী।

যুবতীটি যুবকটিকে আলিঙ্গন করে কিসড্ করতে করতে বলছে—তুমি আমার, আমি তোমার, কেহই তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না—....

কিছুক্ষণ বাদে দাদু দিদিমা দেখছে—যুবক যুবতী ধীরে ধীরে শুয়ে পড়ে লড়াই করছে। এ লড়াই যে কি লড়াই না দেখলে ঠিক বোঝা যাবে না—একবার যুবকটি নীচে পরক্ষণেই যুবতীটি নীচে যুবকটি ওপরে—Open sex Apply করে চলেছে—হিন্দী কেন, ইংরেজী ফিল্ম Blue Lagoon কেও হার মানায়। চূড়ান্ত সেক্স একে অপরকে অক্টোপাসের ন্যায় আলিঙ্গন করে চুম্বন করে চলেছে।

দাদু দিদিমাকে বলছে—এসোনা ডার্লিং আমরাও ওদের মতো লড়াই করি।

দিদিমা বলছে—আমরা লড়াই শুরু করলে ওরা লজ্জা পাবে কেননা এ লড়াই যে কি লড়াই আজকালকার যুবক যুবতীরা জানেনা। দেখনা আধ ঘণ্টার মধ্যে সব ফিনিস—বেশিক্ষণ লড়তে হবে না। সত্যিই

তাই হল—আধঘন্টার মধ্যেই যুবক-যুবতী হাঁপাতে লাগল। তাদের সেক্স জিরো ডিগ্রী (0^{0}) তে নেমে এলো—আলিঙ্গন শিথিল হল। দু'জনেই ঠিকঠাক হয়ে উঠে পড়লো এবং হাত ধরাধরি করে সে স্থান ত্যাগ করল।

দাদু বলল—চলো আর বসে থাকতে ভাল লাগছে না। আরেকদিন আসা যাবে।

দিদিমা বলল—চলো ডালিং!

দাদু ও দিদিমা দু'জনেই বি, / গার্ডেন ত্যাগ করল। সেখান থেকে সোজা Delux বাসে ধর্মতলায় এসে Globe সিনেমায় 'সনম তেরী কসম' এর দুটি টিকিট কেটে হলে প্রবেশ করল দু'জনেই। ছবি শেষ হওয়ার পরই দিদিমার আব্দার ফুচ্‌কা খাবে। অতঃপর ফুচ্‌কা খেয়ে ট্রামে উঠে বাড়ীর দিকে যাত্রা করল।

পরের দিন দাদু ও দিদিমা'র Programme Settle করা আছে। দু'জনেই victoria যাবে। ওখান থেকে ষ্টুডিও পাড়ায় যাবে। দাদুর একজন জানাশোনা Director আছে নাম সুজিত গুহ। দাদু ও দিদিমাকে সুজিত গুহ কথা দিয়েছিল "ক্ষ্যাপা ঠাকুর" বাংলা ছবিতে ছোট রোল দেবে।

ভিক্টোরিয়া থেকে বাসে সোজা দু'জনেই টেক্‌নিশিয়ান্স ষ্টুডিওতে এসে হাজির। সুজিত গুহ দাদু ও দিদিমাকে বলল—আসুন, আপনাদের জন্যই কাজ আরম্ভ করতে পারছিনা।

"ক্ষ্যাপাঠাকুর" ছবিতে দাদু ও দিদিমার বেশ কয়েকটি শর্ট টেক্ করা হলো। ছবিটি রিলিজ করলে আপনারা নিশ্চয় দেখবেন। এরপর আরেকজন Director প্রহ্লাদ শর্মা নিজের বই "রাতের কুহেলী"

ছবির জন্য একটি ছোট রোলে দাদু দিদিমাকে Acting করার জন্য বলেছিল। যদিও ছবির মুখ্য ভূমিকায় বম্বের বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, মিস্ সোমা সোলকার, কলকাতার বাসবী নন্দী, রাজকুমার, এস কুমার ইত্যাদি আর্টিষ্ট ছিল তবুও দাদু দিদিমার ছোট্ট অথচ মিষ্টি প্রেমের ও মজার একটি রোমান্টিক শট্ ছিল—তাহা টেক্ করা হলো। ছবিটি মুক্তি পেলে নিশ্চয় দেখবেন। —কাজ শেষ দাদু ও দিদিমা ষ্টুডিও থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সী করে সোজা বাড়ীর দিকে রওনা হলো।

বাড়ীতে এসে দাদুর শরীর খারাপ বিছানায় শুয়ে আছে। দিদিমা দাদুর মুখে থার্মোমিটার দিয়ে কতো জ্বর দেখছে। দাদু চুপচাপ শুয়ে আছে। একসময় থার্মোমিটারে পরিলক্ষিত হলো—জ্বর একদম নেই। দিদিমা কারণটা জানার জন্য দাদুকে জিজ্ঞাসা করতেই ব্যাপারটা পরিস্কার হলো। দাদু বলল - ডার্লিং জ্বর নয়—রোমান্টিক Acting করে এলাম তো—তাই প্রেম O° তে নেমে গিয়েছিল। ওঃ ডার্লিং— বলেই দিদিমা দাদুর বুকে বিছানার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তারপর কি হলো আপনারা সহজেই অনুমান করতে পারছেন !!!

ছলনাময়ী

সেদিন চৌরঙ্গীর মেট্রোর সামনে দিয়ে হাঁটছি হঠাৎ দেখলাম একজন ভদ্রমহিলা কাঁদছেন। সকলেই পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে —কেউই ভ্রূক্ষেপ করছে না।

আমি ভাবলাম কিছুক্ষন। কি যেন মনে হতে থমকে দাঁড়িয়ে পরলাম। মনে মনে ভাবলাম কি বিচিত্র এই দেশ। একজন ভদ্রমহিলা কাঁদছেন। না

জানি কি বিপদেই না পরেছেন। কিন্তু কেউই গ্রাহ্য করছে না। সকলেই শশব্যস্ত হয়ে চ'লছে। তাদের দাঁড়াবার সময় নেই।

আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। ব্যাপারটা কি অর্থাৎ ভদ্রমহিলা কি বিপদেই না পরেছেন অথচ সাহায্য করার কেহই নেই!

ভদ্রমহিলার নিকট এগিয়ে এলাম। তখনও কেঁদেই চলেছে। বললাম—Excuse me যদি কিছু মনে না করেন তা'হলে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি।

ভদ্রমহিল ক্রন্দনরত অবস্থায় বললেন— বলুন?

আমি বললাম - কি ব্যপার খুলে বলুন। আমি যদি পারি নিশ্চয় সাহায্য করতে সচেষ্ট হবো—যতদূর আমার দ্বারা সম্ভব।

ভদ্রমহিলা কান্না থামিয়ে রুমাল দিয়ে চোখ মুছে ঠিকঠাক হয়ে বললেন—ভীষণ বিপদে পরেছি—Kindly help করেন যদি ভীষণ উপকৃত হবো

— আহা বিপদটা কি আগে শুনি না।

— দেখুন, আমার বটুয়াটা হারিয়ে গেছে অথচ সমস্ত টাকা পয়সা ওতেই ছিল। এখন কি যে করি?

— যদি কিছু মনে না করেন তাহলে একটা কথা বলছি অবশ্য আপনার যদি তাতে আপত্তি না থাকে।

— কত দিতে হবে? চল্লিশ পঞ্চাশ না কি……

— ভদ্রমহিলা এইবার নিজের মূর্ত্তি ধরে একটু চেঁচিয়ে বললেন।

কি বললেন—আপনি আমার দেহটা নিয়ে ছিনিমিনি খেলালেন অথচ তার দাম মাত্র এতই সামান্য মূল্যে।

— ভদ্রমহিলা'র চেঁচিয়ে কথা বলার সময় ভদ্রমহিলার দলের বেশ কিছু গুণ্ডার মতো লোক ঘিরে বলল - কি হয়েছে দিদি (ভদ্রমহিলাকে সম্বোধন করে)।

আমি তো মশাই 'থ'। এটা কি রকম হলো। মনে মনে ভাবলাম নারী

চরিত্র ডেঞ্জারাস বাপরে বাপ্‌ !

—এদিকে ঘামতে শুরু করে দিয়েছি

ভদ্রমহিলা তখন গুণ্ডাক্লাস লোকদের বোঝাতে লাগলো— দেখুন কি রকম লোক ? কাজ করে টাকা দিচ্ছে না। আবার গরম নিচ্ছে —বং চরিয়ে উল্টোপাল্টা বোঝাতে লাগলো।

একসময় গুণ্ডাক্লাশ লোকগুলির দুজন বলল— কি দাদা, মধু খাবেন অথচ জেনুইন দাম দেবেন না— এখন কলকাতার মধু সস্তা না কি ? বলেই ধাক্কা।

অথচ কি অবাক ব্যাপার। ঘটনাটি ঘটছে দিনের বেলায় আশেপাশে দিয়ে বহুলোক যাচ্ছে। হকাররা কেহ টেপ রেকর্ডার, ক্যাসেট, কাট্‌পিস্‌ ইত্যাদি নিয়ে হকারি করছে। সাধারণ লোক ভীড় দেখেও কিছুই গ্রাহ্য করছেনা। সকলেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে নিজেদের গন্তব্যস্থলের দিকে চলেছে। আশ্চর্য ব্যাপার।

আমি ভাবলাম— কি আশ্চর্য্য, মানুষের বিপদে আমি নিজের জীবন বিপন্ন করে বহু উপকার করেছি। অথচ আজ আমাকে কেহ উপকার করা তো দূর থাক—

ব্যাপারটা কি হয়েছে জানতে কাহারও আগ্রহ নেই।

হঠাৎ আমার মাথায় উপস্থিত বুদ্ধি খেলে গেল।

আমি তো মনে মনে ভাবছি এবার ওরা আমাকে পিটিয়ে মেরে ফেলবে। তার পূর্বে আমার হাতের Golden wrist watch, Money Bag আঙ্গুলে সোনার আঙটি সব চলে যাবে।

যখন ব্যাপারটা বেশ কিছুদূর গড়িয়েছে আমি ইশারা করে একজন হকারকে (লেবু জল বিক্রী করে) ইশারা করতেই তার মনে কি হলো কে জানে সে আমার নিকট এগিয়ে এসে জোর গলায় বলতে লাগলো ভদ্র মহিলাকে উদ্দেশ্য করে—লজ্জা করে না— নিরীহ একজন ভদ্রলোকের

সর্বনাশ করতে   ফল্স্ কেস তৈরী করে বহু ভদ্রলোকের সর্বনাশ তো করেছিস্ এভাবে আর কতো দিন চালাবি ?

এই সময় আশেপাশে থেকে বহু হকার চ'লে এলো। দেখা যাচ্ছে কেস ঘুরতে চলেছে। এইভাবে যখন কথা কাটাকাটি চলছে হঠাৎ তখনই একজন বলল সেই ভদ্র মহিলা কোথায় গেলো ?

তাই তো—সুযোগ বুঝে হাওয়া তাতে কি হয়েছে—ভদ্রমহিলার দলের গুণ্ডাগুলিতো রয়েছে। এইবার শুরু হলো মেট্রো সিনেমার সামনে বাস্তব এ্যাকশান।

এক দিকে সমস্ত হকার বনাম ভদ্রমহিলার দলের লোকদের নিমেষে আশেপাশে দোকানগুলি পট্পট্ করে বন্ধ হয়ে গেল। পেটো পড়ছে ড্রিম, ডুম্। এদিকে ছোরা নিয়ে ভুটি হকারের বুকে ঝেড়ে দিয়েছে।

অপরদিকে একটা হকার লোহার ডাণ্ডা দিয়ে একজন গুণ্ডাকে এমন মেরেছে তার মাথা কেটে রক্ত পড়ছে মাটিতে (ফুটপাতে) অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে! বেশ কিছুক্ষণ বাদে ক্যারাটে, এলোপাথাড়ি মারপিটের অবসান ঘটে কেননা দু'চারটি লাল বাজারের ভ্যান ঘিরে ফেলেছে। আমি সুযোগ বুঝে হাওয়া। নাক কান মুলছি জীবনে আর কাহারও উপকার করবো না—নারী জাতিরতো নয়ই।!!!

হাসি নেই

একদিন প্রেমজিৎ ঘোষাল একটি জরুরী কাজে ফুলপ্যাণ্ট (ভিতরে শর্টস পড়তে ভুলে গেছে) পরে জামা গুজে চেন টানতে ভুলে গেছে ওই অবস্থায় বেখেয়ালে পথ হাঁটছে! যেতে যেতে পথে দু'জন ষোড়শী রূপসী কন্যা ফিক্ ফিক্ করে (রুমাল চাপা দিয়ে মুখে) হাসছে। প্রেমজিৎ ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছে না এগিয়ে চলেছে হন্তদন্ত হয়ে। মনে মনে

ভাবে অল্পবয়সে হয়ে গেছে পাছার ফুল ছাড়'ত না ছাড়তেই প্রেম করা অর্থাৎ লাইন মারার ধান্দা, চেষ্টায় ছিল।

কয়েকটি চোদ্দ বছরের ছে'লে রকবাজি করছিল হুইসল (সিটী) বাজাচ্ছে গার্ল দেখ'লই। হেরোইন এর নেশায় বুঁদ হ'য়ে চলছে একে অপরের গায়ে। তাকে দেখেই উচ্চস্বরে হি-হি- হা-হো-হেঁ-হেঁ- কি হাসি সকলের। একজন বলে— প্যানিশটা বেঁড় ক'রছে মাইরি। ওপেন U S. A. তে এসে গেলাম নাকি ? আমেরিকার পথে এরকম ওপেন সুন্দরীদের ফ্লাই কিসড্ চলে তারপর ……। প্রেমজিৎ ভাবে কি ব্যপার ? এরাওতো হাসছে ? তবে এরাতো সকলেই নেশায় বুঁদ ! বারোটা বেজে – একটু এগোতেই একটি কলগার্ল ওপেন প্রেমজিৎকে ব'লেই ফেলল — আহা, কি সুন্দর জিনিষ ভালই, পেলে স্বর্গসুখ। চল না বলেই হাত ধরে এক টান 'বেশী নয় ত্রিশ দেবে'— । তুত্তোরি নিকুচি করেছে বলে এগিয়ে চলে। তখনো (সে) বুঝতে পারে না প্যান্টের চেন খোলা থাকায় বিনে পয়সায় তার সম্পত্তি অনেকে দেখে ফেলেছে।

✓ একজন কুড়ি বছরের ছুঁড়ি বলে— হে: হে: একদম এয়ার কুলার ভালই যা গরম, হাওয়া পাস করবে। আমার ওটা চাই এরকম জিনিষ বহুদিন ধ র খুঁজছিলাম।

প্রেমজিৎ হঠাৎ ই দেখে এইরে প্যান্টের চেন খোলা লজ্জা পেয়ে চেন লাগাতে যায় কিন্তু চেন কাটা ! খারাপ থাকায় লাগেনা—ও: ভগারে ! ভেউ ভেউ করে ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে ইস্ হায়রে। জামা ওপরে তুলে প্যান্টের ওপর দেয় এগিয়ে চলেছে। বাসের পেছনে উঠে পড়ে, ব'স চলতে থাকে। হঠাৎ-ই কনডাক্টর বলে টিকিট কাটুন। একহাত ছেড়ে টিকিটের পয়সা দিতে যায় ঠিক সেই সময় বাম্পার থাকায় সামলাতে না পেরে আচম্কা পেছনে একটি তুলোভর্ত্তি ঠেলা গাড়ীর ওপর পড়ে। ঠেলা গাড়ীর তুলোর মধ্যে সাদাভূত হয়ে যায়। চীৎকার করে ওঠে

হাসত্ খারাপ বা এঁ্যা এঁ্যা .. রাস্তার পাবলিকের হাততালি দিয়ে কি গাস ! হেঁঃ হেঁঃ দাদা. বোকাচোদা সাদা ভূত পাছায় ইয়ে দিয়ে দেব। এরপর নিজেকে ঠিক করে ষ্টেশনে এসে উপস্থিত। 'কি স্পেশাল' ট্রেন এল। ঝি এরা অশ্লীল খিস্তি করতে চলেছে। খাদ্যমন্ত্রী অর্থাৎ 'ফুড স্পেশাল' এল। 'মৎস্যগন্ধা' এক্সপ্রেসে' প্রচুর পরিমানে পচা মাছ এল। গন্ধ অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসছে টেঁকাই দায়, তেলপিয়াদা, আবে তেলপিয়াকা বাচ্চা লুজস ক্যারেকটার বারো ভাতারীকে চুমু খাচ্ছিস ? খাসা মাইরি ! আমিও একটা ইয়ে তুলে চুমু দেব ..

তেলপিয়া বলে কি আর হবে, 'নে মাগীটাকে কিসড্ দে'। খাসা মাইরি হেঁঃ হেঁঃ হেঁ একসময় প্রেমজিৎ ট্রেনে চড়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছায় আর্জেন্ট কাজ। এখনও অল্প স্বল্প তুলো লেগে রয়েছে মাটি করেছে সব। যতোটা পারল নিজেকে ঠিক করে নিয়ে অফিসে প্রবেশ করে। সকলেই তার দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে। প্রেমজিৎ প্যান্টের চেনের কাছে তিনটি সেফটি পিন লাগিয়ে নিয়েছিল কিন্তু না আসলে দুই ভুরুতে সাদা তুলো তখনও রয়েছে সার্কাসের ক্লাউনের মত লাগছে। ঝুলপিতে অল্প সাদা তুলো এবং মাথায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে পাকা চুলের মত খানিকটা লাগছে। প্রেমজিৎ অফিস বাথরুমে ঢুকে আয়নায় দেখে নিজেই খানিকটা হেসে নেয় এরপর ভালভাবে মুখ ওয়াশ করে নেয় চিরুনী দিয়ে চুল ওয়াশ করে এরপর অফিসের কাজ-এ অডিট এ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে কাজ শেষ করে বাড়ী চলে যায়।

বিংশ শতাব্দীর বঞ্চিত হাঘেডাতের দল করে কোলাহল হাওয়ায় লাউড স্পীকারে কথা ভেসে আসছিল তার সঙ্গে জিগজ্যাগা মিউজিক হৈ-চৈ-হট্টগোল।

লুজ ক্যারেকটার বনাম টুপি

আমি আপনাদের সামনে যে কাহিনী পরিবেশন করতে চলেছি— ভ'লোলাগলেই পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

কাহিনী আরম্ভ করার পূর্বে কয়েকটি ঘটনা বলে নিতে চাই —

১৯৮৩ সালের জুনমাসে আন্ধেরী ইষ্ট (বম্বে) শক্তি ফিল্মস্ এর নটরাজ ষ্টুডিওতে গিয়েছিলাম ছবির কাজে প্রায়ই বছর পাঁচেক পূর্বে। তখন শক্তি সামন্ত ডবল ভার্সন ছবি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। সময় অভাবে আমার ছবির ব্যপারে উ'ন কথা দিলেন না। তখন আমায় প্রভাত রায়ের নিকট যেতে হ'ল উ'নি সব কিছু শুনে বললেন— বুঝলাম, কিন্তু আপনার জন্য কতটুকু করতে পারবো এখনই কথা দিতে পারছিনা। তবে আপনারা ভাববেন না — যে কাহিনীতে লেখক হেভী সেক্স দিয়েছে পড় ত'ড়াতাড়ি পড়ে শেষ কর— সে গুড়ে বালি—আ'মি লিখব সেক্সের কাহিনী যার সেক্স জিরো ডিগ্রী সুতরাং— . হেভি খচরা পাটি আ: শালা লেখক ? এ যারা ভেবে থাকেন তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত—

যাক্ H. M. V. (His Master Voice)তে এখনই যেতে চাইনা হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন।

হঠাৎ (H) মায়ের (M) ভোগে (V)! ধপাসে পড়তে রাজী নই !

কি দাদা, কেমন আছেন ?

পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি প্যানারাম অর্থাৎ প্যানাবাবু।

কোন রকমে কেটে যাচ্ছে, দিনগত পাপক্ষয় সবই তো জানেন।

একে কি বাঁচা বলে ?-এভাবে না বাঁচাই উচিত। কি হবে বলতে পারেন ?

যা বলেছেন, কি যে ক'রি। সুযোগ সন্ধানী কিছু ব্যক্তিরা প্রতি মিনিটে মৌকা বুঝে টুপি পড়াচ্ছে।

বলেন কি? বিনে পয়সায় টুপি ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, তা না হলে আর বলছি কি ?

মশাই, আরে আর বলবেন না। টুপি পড়তে ভাল লাগে? নানা রঙ বেরঙের টুপি ঠিক মতো টুপি পড়ালেই টু-পাইস ইনকাম। লুজস ফিটিং হলেই অবশ্য মুশকিলে পড়তে হয়। তখন সুযোগ পেলে আপনাকেই উল্টে টুপি পড়াতে কসুর করবে না?

সেটা কি রকম?

এই ধরুন না কেন পেয়ারা গাছে পাকা চারটি 'কাশীর পেয়ারা' হয়েছিল। ভাবলাম দুদিন বাদে পাড়া কিন্তু পড়দিনই পেয়ারা চারটি হাওয়া—উধাও গাছ হতে।

কি আর করবেন বাঁদর/হনুমানদের যা উৎপাত?

এ তো বীর হনুমানের কাণ্ড মশাই পাড়ার বাঁদরদের কাজ।

যাক্ কি আর করবেন। আপনার মত সৎ, নিষ্ঠাবান সাহসী ব্যক্তি আমি খুব কমই দেখিছি। পরের মেরে খান না - সাধু লোক আপনি। আপনার মত ব্যক্তি আছে বলে এখনও পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যায়নি—না হলে যা পাপ জমা হয়েছে ধ্বংস হতে কতক্ষণ?

কি, আমাকে আবার ইনডাইরেক্ট পিঞ্চ করা হচ্ছে। জানেন এর ফল কি হতে পারে?

থাক, বলুন তো ফকল্যাণ্ড কোথায় অবস্থিত?

দক্ষিণ থাইল্যাণ্ডে আর পশ্চিম থাইল্যাণ্ডের ঠিক মধ্যবর্ত্তী স্থানে ফক্ল্যাণ্ড অবস্থিত।

সেবার ক্রিকেট খেলা দেখতে ইডেনে গেছি। এসপ্লানেডে নেমে এগিয়ে চলেছি উদ্যানের দিকে। টুপি বিক্রী হচ্ছে নানা রঙের কত রকম টুপি। টাইট ফিটিং ও লুজ ফিটিং টুপি —এক পা এগোতেই একজন ছোকরা টুপি পড়িয়েই বলে দশ টাকা দিন। আমি বলি —দেখ ভাই, আমায় কেন টুপি পরাচ্ছো? আমি তো টুপি পড়তে চাই না।

সে সব ওরা কি শোনে। ওরা বলে ধুর মশাই, টুপি পড়বেন না বললেই হলো? টুপি আপনাকে পড়তেই হবে?

সে কি, আমিটুপি পড়ব না তবুও তোমরা জোর করে আমায় টুপি পড়াবে —একি মগের মুল্লুক ?

আহা, চটছেন কেন দাদা ! এই বয়সে আপনারা যদি টুপি না পড়েন, তবে পড়বেন কখন, এই তো টুপি পড়ার বয়স। কি সুন্দর শীতের সকাল মনোরম পরিবেশ। এই রকম পরিবেশে আপনাদের টুপি পড়িয়েই বেশ আরাম আছে। পাবলিক্‌দের টুপি পড়িয়েই দু'পয়সা ইন্‌কাম। সুতরাং দাদা, আর না করবেন না—

আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেল দেখছি।

—পাশে আপনার ওটা ইয়ে বুঝি ?

—দুর মশাই উনি আমার কেউ নয়।

সে বললে কি হয় মশাই — না বললেও ঠিক বুঝতে পারি এইতো বয়স। এই বয়সে ওরকমটি হয়।

—পাশের যুবতীটি লজ্জায় মাথা নিচু করল.

—আমি যতই বলি উনি আমার কেউ নয় —ততই ওদের বক্তব্য কেন লজ্জা পাচ্ছেন সবই তো বয়সের দোষ।

নাও ঠ্যালা, কি মুশকিলে পড়া গেল। এ রকম জানলে কোন আহাম্মক ক্রিকেট খেলা দেখতে আসে। ওদের কোনরকমে কাটিয়ে দু'চারপা এগিয়েছি হঠাৎ পিছন থেকে চীৎকার —ও দাদা, ও দাদা, শুনে যান টুপি পড়'ব না।

আমি পিছন দিকে না তাকিয়ে হন্ হন্ করে ইডেন উদ্যানের দিকে হেঁটে চলেছি টুপি জিনিষটাকে আমি চিরকাল ভয় করি -ভয় হয় এই বুঝি কেহ সুযোগ বুঝে টুপি পড়িয়ে দিল। আর একবার টুপি পড়লে ওদের কাছে সারাজীবন ধুর সেজে থাকতে হবে এবং ওরাও দ্বিগুণ উৎসাহে টুপির পর টুপি পড়িয়েই চলবে -এ যে কোথায় গিয়ে ঠেকবে সে আর কেহ বলতে পারে না।

যাক্ ভালয় ভালয় ইডেন গার্ডেন এ সে যাত্রা খেলা দেখতে পেয়েছিলাম আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল এই যা।

পাড়ায় পূজার সময় ঝুট্‌ঝামেলা। এত টাকা চাঁদা দিতেই হবে। না দিলে রাত্রে চীৎকার চেঁচামেচি বোম চার্জ বহুরকমের অত্যাচার। শুধু কি তাই? মেয়েদের টিটকারি ডিসকো, ড্যান্স ড্যান্স, হীরাসাত গানের সঙ্গে কোমর দুলিয়ে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে কি নাচ? দেখলে মিঠুন (চক্রবর্ত্তী) বা গোবিন্দ লজ্জা পাবে। তারপর পোষাক যা সব পড়ে ওর থেকে না পড়লেই ভাল এ ধরনের খোলা (অর্ধখোলা) পোষাক পড়ে লাভ কি? পাছার ফুল ছাড়তে না ছাড়তেই ঢুকুঢুকু শুরু হয়ে গেছে ...

তারপর সর্বনাশা হেরোইনের নেশা .. যতক্ষন না মৃত্যু হচ্ছে অর্থাৎ আমৃত্যু নেশা চলে .. ।

এভাবে যে যুবক যুবতীরা কতটা অধঃপতনে যাচ্ছে ড্রাগ এডিকটেডস্, অশ্লীল ব্লুফিল্ম, 'গুড়জলের' ফোয়ারা সমেত নিষিদ্ধ পল্লী ...আর কতো বলবো......

বুঝলেন মশাই আর ভালো লাগেনা।

পেটে ভাত নেই, অথচ বাইরে রংচঙে 'হিন্দী ফিল্মী হিরোর ন্যায় ড্রেস পড়ে এ যুগের মর্ডান গোবিন্দ জ্যাকি শ্রুফ/ ভানুপ্রিয়া মিণ ক্ষী-নীলা মদের কি সব ব্যবপার চলেছে। তাই তো বলি পাছায় লেঙ্গি দিয়ে ল্যাং মারা মারির খেল যতদিন না বন্ধ হচ্ছে ততদিন কাহারও শান্তি নেই!

এক ভদ্রলোক প্রেসটিজ বাগ নিবাস—গোবিন্দপুর। পেশা টুপি বা বিজনেস বয়স চল্লিশের কোটায় চুলে অল্প পাক ধরেছে দেখে হ্যাণ্ডসাম জেণ্টলম্যান বলেই মনে হয়। যৌবন বিকশিত তার দেহে।

প্রেসটিজ বাবু মনস্থ করলেন বাঁশের বিজনেস করবেন।

সে কি রে বাবা! এতো ব্যবসা থাকতে শেষে কিনা বাঁশের

না মশাই, ভদ্র লোকের একবার জিদ চেপে ধরলেই উনি করবে-ই।

বুঝতেই পারছেন ভীষন জেদী। তিনি বাঁশের ব্যবসার জন্য প্রস্তুত কিন্তু!
—আপনারা ভাবছেন আবার এর মধ্যে 'কিন্তু' আসছে কি করে?
—শুনুন তবে। এখনই হাসবেন না—
মেন প্রবলেম্ স্থানাভাব। কি করা যায় পকেট তো গড়ের মাঠ।
হঠাৎ তার মাথায় একটা মতলব এসে গেল।
প্রেসটিজ বাবু স্থির করলেন প্যানাবাবুর যে আড়াই কাটা জমি রয়েছে জি. টি. রোডের নিকট 'ভেরি বেষ্ট প্লেস ফর এনি বিজনেস'।

কিন্তু প্যানাবাবুর জমি প্যানা মেরে নেওয়া অতো সহজ নয়! এটা তিনি ভালভাবেই জানেন। মনে মনে নানান ফন্দি/মতলব আঁটতে থাকেন। একটু এদিক ওদিক হলেই বেসামাল হলেই মুশকিল—সব ভেস্তে যাবে। এমন কি তখন প্যানাবাবু প্রেসটিজ বাবুর প্রেসটিজ পানচার করে ছাড়বে পাছায় দিতেও (অথাৎ বাঁশ) বিলম্ব করবেন না। একবার ধরলে তখন 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' বলেও; পালাতে পারবেন না সুতরাং 'বুদ্ধি যস্য, বলং তস্য'—

ধীরে ধীরে জাল ফেলে এগোতে হবে তারপর বেটা ছেলেকে গোবিন্দপুর ছাড়া করতে কতক্ষন?
কমপিটিশন শুরু—প্রেসটিজবাবু চালাকির দ্বারা প্যানাবাবুকে 'যেন তেন প্রকারেন' লেঙ্গি অর্থাৎ ল্যাং মেরে ফেলতে ও বিপর্য্যস্ত করতে প্রস্তুত। তার প্রধান উদ্দেশ্যই লেঙ্গি মেরে উত্তেজিত করে অপমানিত করে জমিটা হাতিয়ে নিয়ে ভিটে ছাড়া করার—তা না করতে পারলে তার তো টায়ার থুড়ি 'প্রেসটিজ' পানচার হবেই এমন কি জেলের ঘানি ...

প্যা বাবু হঠাৎ (H) মায়ের (M) ভোগে H.M.V.His asters Voice) চলে যান তা' হলে তো অন্য প্ল্যানের দরকার নয় কিন্তু! নেই। কায়দা করে উইল জমির কাগজ পত্র কোটে টাকা +VAT ৫9 —চার বোতল দিলেই কাজ হাঁসিল আজকাল মশাই টাকায় কি হয় না?

প্ল্যানচেট

এই তো সেদিনকার কথা—

মেট্রো সিনেমা থেকে "প্রেম জিরো ডিগ্রী" দেখে বেরোচ্ছি বেশ কয়েকজন বন্ধু। হঠাৎই ফাটা কেষ্ট'র সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

ফাটা কেষ্ট কে আবার?

আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি।

ফাটা কেষ্ট আমার স্কুল লাইফের ক্লাসমেট ছিল। স্কুল থেকে আমরা (সকল বন্ধুরা) যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে গেলাম তখন ফাটা কেষ্ট অল্‌রেডি ফেটে গেছে অর্থাৎ কিনা এইচ/এস. পাস করতে না পেরে আমাদের পেছনে দৌড়তে সক্ষম হয় নি। এবং আমরা যখন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পাস করে বেরিয়ে চাক্‌রীতে Join করলাম তখনও ফাটা কেষ্ট চারবার failure হয়েছে অর্থাৎ 4 Times পরীক্ষা দিয়েও এইচ/এস. পাস করতে না পেরে পড়াশুনার ইতি টেনে Allready একটি গুমটি খুলে পান-বিড়ি sell করে সংসার চালাচ্ছে।

যাইহোক্—ঘটনার কথায় এবার আসি।

স্কুল লাইফের কথা বলছি। তখন আমরা সকলেই (বেশ কয়েকজন বন্ধু ফাটা কেষ্ট সমেত) দশম শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণীতে উঠেছি পাস করে। সামনের বছর হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দেবো।

আমরা পড়াশুনায় মোটামুটি ভাল হলেও দুষ্টু বুদ্ধিতে পারদর্শিতা অর্জন করেছিলাম। এমন সমস্ত মাথায় হঠাৎ হঠাৎ দুষ্টু বুদ্ধি

উদয় হতো এবং সঙ্গে সঙ্গে একজন একজনের উপর প্রয়োগ করে অদ্ভুত আনন্দে সকলে মেতে উঠতাম।

আমার প্রিয়বন্ধু দু'জন ছিল। তাদের মধ্যে একজন হলো ফাটা কেষ্ট।

ফাটা কেষ্ট ভীষন বদ্‌মাইস ও ডানপিটে বন্ধু ছিল কিন্তু তার কয়েকটি গুনও ছিল— সৎ—নিষ্ঠাবান সে ছিল।

একবার ফাটা কেষ্ট'র মনে হঠাৎ বুদ্ধি এলো সামনে বছব হায়াব সেকেণ্ডারী পরীক্ষা—সুতরাং আমাদের সকলের উচিত প্ল্যানচেট্ করে জানতে হবে সকলে এইচ/এস. ভালভাবে পাস করতে পারব কি, না? যেমন ভাবা তেমন কাজ।

ফাটা কেষ্ট আমাদের সকল বন্ধুকে প্রস্তাব দিতেই সকলেই উৎসাহে সমর্থন করল অর্থাৎ ঠিক হল যে আগামী কাল ছুটীর দিন অতএব ফাটা কেষ্টর বাড়ীর একটি ঘরে বসে প্ল্যানচেট্ করা হবে।

পরের দিন সকলেই (আমরা সকল বন্ধুরা) ফাটা কেষ্ট'র বাড়ী পৌঁছলাম। ফাটা কেষ্ট সকলকে দেখে ভীষন খুশী। আনন্দে উচ্ছাসে সে প্ল্যানচেটের সামগ্রী অর্থাৎ যা যা প্রয়োজন খুব তাড়াতাড়ি যোগাড় করে ফেলল। আমি ভাবলাম আমাদেব প্ল্যানচেট কতদূর সাক্সেসফুল হয়, দেখা যাক।

আমার অন্য দু'জন বন্ধু কি হবে, কি হবে ভেবে একটু ঘাবড়ে গেল। আমি তাদের সাহস যোগালাম। বললাম—"চিন্তা করিসনা চুপচাপ দেখে যাবি—আদৌ প্ল্যানচেটে যাঁকে স্মরণ করা হবে সে আসে কি, না?"

সময় বয়ে যায়, নদীর স্রোতের ন্যায়—

একসময় সকলে মিলে একটি ঘরে বসলাম। জানালা-দরজা বন্ধ করে একমনে সকলে মিলে স্মরণ করব একজন বরেন্য ব্যক্তিকে। কিন্তু কাকে? সেই নিয়ে বেশ কিছুক্ষন কথা কাটাকাটি চলল

বন্ধুদের সঙ্গে।

একজন বলল—আমার গুরু ৺উত্তমকুমারকে আনা হোক্।

অপরজন বলল—না, ৺মহম্মদ রফিকে ডাকা হোক্।

আরেকজনের বক্তব্য—৺জহরলাল নেহেরুকে স্মরণ করা হোক্। ফাটা কেষ্ট বলল—দেখ্, এইভাবে সকলে মিলে ঝগড়া, কথা কাটাকাটি করে কি লাভ? তার থেকে যদি আমার কথা শুনিস তা'হলে বলি যে—

সকল বন্ধু একস্বরে বলল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনবো বল্ তাড়াতাড়ি? একটু থেমে ফাটা কেষ্ট বলল—দ্যাখ্ ৺উত্তমকুমার, ৺রফি, ৺নেহেরু এদের আত্মাদের কষ্ট বেশিক্ষন দিলে আমার ভীষন খারাপ লাগবে। তার থেকে বরং আমার কথা শোন্—৺মহাত্মা গান্ধীকেই ডাকা হোক্।

আমি বললাম—ঠিক বলেছিস্, আমিও তোর সঙ্গে একমত —৺মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকেই স্মরণ করা হোক্। বন্ধুরা সকলে নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষন কথা কাটাকাটির পর পরিশেষে রাজী হলো—সকলেই বলল বেশ ভাল কথা গান্ধীজীকেই স্মরণ করা হোক্ এবং প্ল্যানচেটের মাধ্যমে তাঁকে এখানে নিয়ে আসা হোক্। সকলেই একমনে গান্ধীজীর ছবি স্মরণ করে ধ্যান করতে লাগলাম চোখ বুজে একমনে।

বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে চলেছে। 'পিন ড্রপ সাইলেন্স' —বিরাজমান।

হঠাৎ একসময় খট্ খট্ করে খড়মের আওয়াজ। কি ব্যাপার? সকলেই একটু সচকিত এবং শিহরিত।

তারপর দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ খট্ খট্ করে এবং শোনা গেল—"বাচ্চালোগ্ হাম আ গয়ে, দরওয়াজা খোলো?" কয়েকজন বন্ধুতো ভয়ে কুঁকড়ে গেছে। সত্যি সত্যিই তা'হলে

গান্ধীজী এসেছেন।

কয়েকজন ইষ্টনাম জপ্‌তে লাগল। আমি এবং ফাটা কেষ্ট নির্ভয়ে কি হয় ব্যাপারটা দেখার জন্য উৎসুক হয়ে উঠলাম।

আবার কড়া নাড়ার আওয়াজ—এবার বেশ জোরে জোরে—এবং সঙ্গে সঙ্গে খড়মের আওয়াজ হয়ে চলেছে—

অন্যান্য বন্ধুরাতো ঘরের মধ্যেই লাফিয়ে উঠলো। ফাটা কেষ্টকে বলল—ছেড়ে দে আমরা পেছনের দরজা দিয়ে পালাই। ফাটা কেষ্ট বলল—চুপ করে বোস্—সব কেচিয়ে যাবে। কিন্তু কে কার কথা শোনে? ফাটা কেষ্ট বারন করলে কি হবে ততক্ষনে পেছনের দরজা খুলে বাকী বন্ধুরা চম্পট। আমিও ফাটা কেষ্ট ব্যাপারটার শেষ না দেখা পর্যন্ত উঠবো না দৃঢ় সঙ্কল্প—মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি—যা হবার হবে। ঘরের পেছনের দরজা আমি বন্ধ করে দু'জনে আবার ঘরে বসে রইলাম। কিন্তু বেশিক্ষন বসতে হলোনা —দু'জনেই দাঁড়ালাম।—কড়া নাড়ার আওয়াজ প্রচণ্ড জোরে হতে লাগল আর কথা শোনা যেতে লাগল —"বাচ্চালোগ আমি এসেগেছি—দরজা খোলো?" আমি নির্ভয়ে দরজা খুলে দিলাম, ফাটা কেষ্টর মতো সাহসী ছেলেও সেই পরিস্থিতিতে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দরজার আড়ালে।

যেই দরজা খোলা দেখা গেল,—অবিকল একজন খাটো ধুতি পরিধান করে অবিকল গান্ধীজীর মতো খড়ম পায়ে খট্ খট্ করতে করতে ঘরের ঠিক মধ্যিখানে এসে বসলো। খালি গা, চশমা পরিধান করেছে—কিন্তু দরজার পাশে ফাটা কেষ্ট দাঁড়িয়ে ছিল সে তো সুযোগ বুঝে হাওয়া। ঘরে আমি এবং স্বয়ং গান্ধীজী। আমি তখনও শেষ না দেখে যাবো না—হয় এস্পার না হয় ওস্পার। দরজা বন্ধ করে দিলাম। ঘর অন্ধকার।

গান্ধীজী বললেন—"বল্ বেটা, আমাকে ডেকেছিস কেন?"

আমি নির্ভয়ে বললাম—দেখুন সামনের বছর আমরা অর্থাৎ সকল বন্ধুরা হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দেব—পরীক্ষায় পাশ করবো কিনা যদি বলেন—তা'হলে ভাল হয়।

গান্ধীজী বললেন—"কই তোর বন্ধুরা? তাদের তো দেখছি না? আমাকে দেখে কি সব ভয়ে পালিয়ে গেল?" —বলতে বাধ্য হলাম হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন?

—"আরে বেটা প্ল্যানচেটে আমাকে ডেকেছিস্ —ভয় পাবার এতে কি আছে? দূর বেটা—নির্ভয়ে যা বলার তাড়াতাড়ি বল্—আমাকে বেশীক্ষন আটকে রাখিস না—কষ্ট হবে।।" আমি তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করতে শুরু করলাম—

আমরা সকলে সামনের পরীক্ষায় (অর্থাৎ এইচ/এস.) পাশ করবো তো? —গান্ধীজী বললেন—একজন বন্ধু ছাড়া সকলেই পাস করবে? —বললাম, তার নাম কি?

তিনি বললেন "—ফাটা কেষ্ট যতোবার পরীক্ষা দেবে একবারও পাশ করতে পারবে না। তুই ফাষ্ট ডিভিশনে পাশ করবি।"

পরের প্রশ্ন করলাম—আমি কবে চাকরী পাবো?

—বললেন, "দেখ্ বেটা কলেজ থেকে পাশ করলেই তোর চাকরী হবে। যেখানেই যাবি সেখানেই তোকে লুফে নেবে" —সত্যি বলছেন?

"—হ্যাঁ বেটা—আমি সত্যের পূজারী—আজীবন ন্যায়ের পথে চলেছি যার জন্য আমাকে প্রার্থনা সভায় গুলি খেয়ে মরতে হলো। তার জন্য আমার এতটুকু দুঃখ নেই। ভারতবর্ষকে আমি প্রচুর সাহায্য করেছি—আজীবন Struggle করেছি—কিন্তু তার প্রতিদানে আমি তো কিছুই চাইনি—আমি চেয়েছি ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াক। আমি এর বেশী কিছু চাইনি। —ঠিক তাই হয়েছে। তবে এখনকার কথা আমাকে

জিজ্ঞাসা করিস না। এরজন্য এক শ্রেণীর মুখোশধারী মন্ত্রীরা দায়ী। তোর বা কারও একার দ্বারা এতো সমস্যা সমাধান করা আর কোনদিনই সম্ভব হবে না—তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ২০৭০ খ্রীষ্টাব্দের কয়েক বছর পরেই লাগবে তাতে কোটি কোটি লোক ধ্বংস হয়ে নূতনভাবে সবকিছু গড়ে উঠবে। ভারতের রাজা পীতবর্ণ একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি হবে—জেনে রাখ্ বেটা, এসব কাউকে ফ্ল্যাশ্ করিস না।"

—আমার মনে কিরকম যেন সন্দেহ দেখা দিল। উনি এতো কথা প্ল্যানচেটের মাধ্যমে বলছেন—আসল ব্যপারটা কি? জানতে হয়। আমি বললাম—আপনি এক নম্বর গান্ধীজী না কি দু নম্বরী গান্ধীজী?

—তারমানে—কি বলতে চাস্?

—না, আমি বলছিলাম অনেক সময় প্ল্যানচেটের মাধ্যমে কাউকে ডাকা হলে অনেক সময় দুষ্ট আত্মা গান্ধীজী নামে এসে ডিসটার্ব করে এবং নানা অবান্তর উত্তর দেয় —সেই জন্য বলছিলাম আর কি!

—শোন্ বেটা, আমি বুঝতে পারছি তুই খুব বুদ্ধিমান ছেলে আছিস্

—দেখ্ তা'হলে তোকে সত্যি কথাটাই বলি যে—

হ্যাঁ বলুন?

—"আচ্ছা থাক, আমি চলি, আর কষ্ট দিসনা।"

—না, আপনি বলে যান যেটা বলছিলেন।

হঠাৎ হাঃ-হাঃ—হাঃ-হাঃ করে ঘর ফাটিয়ে উচ্চস্বরে কি হাসি......

আমার বিস্ময়ে চেয়ে থাকা ছাড়া কোন কিছু করার নেই। তাও —বললাম বেশ জোরেই—হাসছেন কেন? তবে কি···

হ্যাঁ বেটা ঠিকই ধরেছিস্ আমি তোকে এতক্ষন পরীক্ষা করছিলাম। আমি দু নম্বরী···

সে কি? দু নম্বরী করছিলেন—

শোন্ বেটা—আমি প্রথমে খড়ম পায়ে দরজায় কড়া নাড়ছিলাম। তখন তোর সকল বন্ধু একমনে আমাকে স্মরণ করছিলিস? দেখ্ আমি কে?

—এ কি—এতো ফাটা কেষ্টর বাড়ীর চাকর হরিদা

—হ্যাঁ, বেশ রগড় হয়েছে তো?

—রগড় মানে রাস্কেল তোর কান ছিঁড়ে হ্যালাইয়া দিমু হনুমান। তুমি এইভাবে এতক্ষন ডুপ্লিকেট গান্ধীজীর রোল করছিলে? মেক্আপ তো খুবই ভালোই হয়েছে। কে তোমাকে সাজিয়ে দিলো?

—কেন? কি দরকার?

—না এমনি বলছিলাম—বাঁদরামো করার জায়গা পেলেনা এইভাবে আমরা সিরিয়াসলি একজনকে প্ল্যানচেট করছিলাম আর তুমি কিনা সব ভেস্তে দিলে?

আমার চেঁচামিচিতে ফাটা কেষ্টর মা দরজায় ঢাকা দিতে লাগল। আমি দরজা খুলে দিতেই গান্ধীজী ওরফে হরিদা পাশ কাটিয়ে সরে পড়লো।

ফাটা কেষ্টর মা বলল—কে ছুটে পালালো—
গান্ধীজীর মতো লাগছিল?

—আমি হাসতে হাসতে বললাম মাসীমা, আপনাদের চাকর রূপী হরিদাকে চিনতে পারলেন না—দশবছর যে কাজ করছে?

—"সে কি—হরি হঠাৎ এই ঘরে গান্ধীজী সেজে কি তোমাদের কোন-ও নাটকের রিহার্সাল দিচ্ছিল—তোমরা ওকে এ্যাকটিং শেখাচ্ছিলে বাবা?"

—না মাসীমা তা নয়?

—তা'হলে কি খুলে বলো?

আমি হাসতে হাসতে বললাল—সবিস্তারে সবকিছু।

মাসীমার সে কি হাসি। তবু হাসি থামিয়ে বলল—বাবা দশ বছর ধরে রয়েছে কিন্তু এত দুষ্টু বুদ্ধি মাথায় খেলে কিকরে? কাজের সময় তো অষ্টরম্ভা—আশ্চর্য্য—কে এইসব ওকে কুবুদ্ধি দিয়েছে—বেটাকে দেখাচ্ছি মজা?

—না, মাসীমা হরিদাকে কিছু বলবেন না।

—ঠিক আছে বাবা।

সকল বন্ধু ভেবেছিল আমি ওদের সঙ্গে যাইনি অতএব গান্ধীজী এসেছিল আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছি। সেইজন্য সকলে আরও বেশ কয়েকজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে হাজির।

—ফাটা কেষ্ট বলল, কিরে বেঁচে আছিস?

—কেন, মরার কি হলো? হাসতে হাসতে সব ঘটনা বলতেই প্রথমে সকলেই খুব একচোট হো-হো করে হেসে নিল তারপর সকলেই বলল কোথায় হরিদা, বেটাকে মাথায় ঘোল ঢেলে গাধার পিঠে চড়িয়ে বিদেয় করে দেওয়া হোক্—ইয়ারকি মারার লিমিট্ আছে—সে তো এধরনের ইয়ারকি কোনদিনও মারে না?

হরিদা গান্ধীজীর ড্রেস ছেড়ে ইতিমধ্যেই নিজের পরিধানের লুঙ্গি ও একটি গেঞ্জি পরে ঘরে প্রবেশ করলো। ফাটা কেষ্ট বলল—রাস্কেল ইডিয়েট ইয়ারকিমারার আর জায়গা পাওনি—এক ঘুষিতে ফেস কাটিং চেঞ্জ করে দেব। বেরো ঘর থেকে—এই বলে তার ঘাড় ধরে ঘর থেকে বাহির করে দিল। মাসীমা (অর্থাৎ ফাটা কেষ্টর মা) বললেন—হরিদা ঠিকই করেছে। তোরা যেমন গান্ধীজীকে প্ল্যানচেটে ডাকছিস্—সত্যি সত্যি কোনদিন প্ল্যানচেটে গান্ধীজী আসতে পারে না!

ফাটা কেষ্ট বলল—আসতো কিন্তু হরি রাস্কেলটা সব গুবলেট্ করে দিল।

মাসীমা বললেন—যাও বাবা অনেক রাত্রি হলো; যে যার বাড়ী

যাও।

আমরা সকলেই ফাটা কেষ্টর বাড়ী থেকে যে যার বাড়ীর দিকে রওনা হলাম।

ফাটা কেষ্ট সকলকে বিদায় করে মা-এর সঙ্গে তুমুল তর্ক বাঁধিয়ে শেষপর্য্যন্ত হরিদাকে চাকরী (চাকরের কাজ) থেকে বরখাস্ত করিয়ে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছিল—আমাকে সে ঘটনা পরে বলেছিল।

'কথায়' ট্যাক্স ফ্রি কেন?

আজ যদি সব জিনিষের মতো Talking-এ ট্যাক্স বসতো তবে দেশের হাল এরকম হতো বলে মনে হয় না! —বলবেন,—কেন? শুনুন তবে—

কথা বলা ভালো তবে অতিরিক্ত (out of Limit) হলেই···সেই জন্যই তো বলি যদি কোন সহৃদয় সরকার একটু ভেবে দেখেন অর্থাৎ কথায় ট্যাক্স চাপালে কিরকম ক্ষতি/উপকার হতে পারে এই নিয়ে যদি বিজ্ঞানীরা গবেষনা করে দেখেন তা হলে আমাদের এই সমাজে খুব উপকার হবে বলে মনে হয়।

অনেকে বলেন যতো কম কথা বলবে ততোই ভালো। বেশী কথা বললে আয়ু কমে যায়, শক্তি ক্ষয় হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। তা বলে একদম মেপে মেপে কথা বলাও ঠিক মনে করিনা। যতোটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু কথা বলা হলেই ভাল। আজে বাজে কথা না বলে যদি সময় নষ্ট না করা হয় তা'হলে আমাদের সমাজে

এই রকম অধঃপতন হতো বলে মনে হয়না। সঙ্গে সঙ্গে এটাও ঠিক যে—কথা উল্টোপাল্টা না বলে বুদ্ধিমানের মতো মেপে কথা বললে প্রতি পদে পদে বিপদে তো পড়বেননা—বরং ঠিকই বর্ত্তে যাবেন—যদি বলেন কেন ?

—যুগ/জমানাটা মিথ্যে ! মিথ্যে কথা বলুন—**O.K.**

সত্যি কথা বলুন—লোক্টা পাগল—Abnormal—Stupid ইত্যাদি ইত্যাদি···

ঢপের পর ঢপ (এমনভাবে দেবেন যাতে ধরা না পড়েন) দিন—গুরু গুরু বলে ক্লায়েন্টরা চেঁচোবে···গুরু তোমার জবাব নেই···একটু পায়ের ধূলো দাও···এইরকম···

—সত্যি কথা ? কস্মিনকালেও বলবেন না

—আজ কি রান্না হলো ?

—তেমন কিছু না ? মুরগীর মাংস, মাছের ঝাল, সুক্তো, ভাত, আমের চাট্‌নী, দই—কিছুই করা যায়নি ?

—অথচ শাক—ভাত আলুপোস্ত—বিউলির ডাল দিয়ে সপাসপ ভাত মেরে বসে আছেন ?

—দাদা, বাড়ীতে আছেন ?—পঞ্চাশটা টাকা পাই ?

না,—দাদা নেই—ছেলে আছে ?

ভদ্রলোক ঘরের ভেতরে প্রবেশ করেছেন কথা বলতে বলতে—দাদা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে সব ঢেকে ঢুকে

—এটাকে !—ছেলের কম্প দিয়ে জ্বর···কি খাচ্ছে···ছানা কেজি খানেক, আধ সের সোয়াবীন আর পঞ্চাশ পিস রসগোল্লা মাত্র। ছেলেটা রোগা হয়ে গেল ?

—খুব ভাল তার সঙ্গে দু'কেজি কাঁচা পাঠার মাংস, এক কেজি শূয়ারের বাচ্ছা···

—কি বললেন আমার ছেলে শূয়ারের···

তার মানে আমার স্বামী শূয়ার···বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান···
ততক্ষণে ভদ্রলোক বলছেন আহা Let me finish···
কিন্তু ভদ্রমহিলা Scope না দিয়ে বাহির করে দরজা বন্ধ ···স্বামী বিছানা থেকে উঠে কি হাসি···গিন্নী তোমার জবাব নেই ···তোমার বুকে···
—আদিখ্যেতা······মরণ আর কি? বাজে না বলে বলি কি—
"কথা কম কাজ বেশী"—Deeply Thinking all These··· কথাটা কি মন্দ বলেছিলেন—আপনারা কি বলেন? —আপনাদের উপর ছেড়ে দিলাম···
বলি,—সঞ্জয় গান্ধী জীবিত তখনকার কথা ··নাশবন্দী চলছে। 'কিরসা কুর্সীকা' ফিল্ম পুড়িয়ে ছারখার—পরে Emergency একশ্রেণীর লোকেরা অন্য চোখে নিল···অতএব···কিছু করার নেই ···আমি কিন্তু রাজনীতির মধ্যে নেই—রাজনীতির উর্ধ্বে লেখক/ লেখিকাদের ন্যায় নগন্য ব্যক্তি রাজনীতির 'র' বা Politics এর 'P' জানিনা
—বক্তব্য রাখি—তর্কে যাইনা কারণটা তো আগেই বললাম। আজকের দিনে দরকার কয়েকজন সাচ্চা/নিঃস্বার্থ মন্ত্রীদের (নিজের ছেলেও অন্যায় করলে কড়া নির্দেশ Fire Squired এ দাঁড় করিয়ে গুলির নির্দেশ যেমন (a) বেকার মন্ত্রী (b) Honest Minister (সত্য পূজারী মন্ত্রী) (c) ভুল সংশোধন (রাষ্ট্রপতির ভুল হলেও) মন্ত্রী (d) প্রেম—মন্ত্রী (নোংরা প্রেমের শেষ পরিণতি না ঘটার জন্য তিনি থাকবেন) (e) পরিবহন মন্ত্রী (যিনি নিজেই রাস্তায়/ পথে Order দেবেন দাঁড়িয়ে থেকে (খোদ রাইটার্সে এয়ার কণ্ডিশন ঘরে বসে নয়?) বাস-ট্রাম—ট্যাক্সী রিক্সা কণ্ট্রোল (ট্যাফ্রিকজ্যাম একটা প্রবলেম নাকি?) করা—আইনতঃ সত্য

পথে (Way তে)—ঘুষ নেওয়া নয় (f) ঘুষ ধরা মন্ত্রী (ঘুষখোর, লম্পট, মাতলামিদের ধরতে হবে—দাঁড় করিয়ে C.R.P. দিয়ে গুলি) (g) পুলিশ মন্ত্রী (ব্যাঙ্ক ডাকাতি—চোর—খুনেদের ধরতে হবে—সব জানে ধরে না !) (h) ক্যারেকটার মন্ত্রী (নগ্নতা—অশ্লীলতা চেঁচিয়ে নিজেরাই নোংরামি করছে চলবেন।—নিজের ক্যারেকটরা ঠিক রাখতে হবে) নিজে ঠিক হোন্—পরে একজনকে Help (টাকা দিয়ে নয়) করুন সে প্রকৃত মানুষ হতে পাবে—আমার নর্ম্ম স্বামীজির উক্তি।

———

হেঃ হেঁঃ দাদা

লোকাল ট্রেনে শ্রীরামপুর থেকে হাওড়া চলেছি—গন্তব্যস্থলে ল ড়তে লড়তে একসময় পৌছলাম—

হাওড়া স্টেশনে T.T./T.C. টিকিট নেওয়ার জন্য দণ্ডায়মান।

আমি এগিয়ে চলেছি হাজার হাজার জনস্রোতের মধ্য দিয়ে—

একসময় একজন মামা—টিকিট ঃ টিকিট দেখান।

—ম্যান থলি্ বলে বুকে হাত দিয়ে বেরোতে চাইলাম।

—হেঁ—হেঃ দেখান মান্থলি !

—জুতা খোলে

—কি বললেন—জুতো…

—হাঁ—হ্যাঁ, জুতা খুলে…

—বলেন কি ! এতবড় হিম্মৎ যে জুতা খুলে আমায় পেঁদাবেন।

—আবার বললাম—জুতা খুলে…

চেকারটি নিজস্ব কয়েকজন বন্ধু চেকারদের জড়ো করে আমায় ঘিরে ফেলল। বলুন আর একবার কি যেন বলছিলেন?

—আবার বললাম, জুতা খুলে···

—এঁ্যা এতো বড় সাহস জুতা···মাস্থলি তাহলে দেখাবেন না? চলুন শ্বশুর বাড়ী সাতদিন থাকলে ভালমন্দ খেতে পাবেন।

—দূর মশাই, গায়ে হাত দিচ্ছেন কেন?

—মান্থলি নেই তো আড়াইশ টাকা ফাইন অথবা শ্রীঘরে কোন্টা চান্ শীঘ্র বলুন?

—আবার, জুতা খুলে···

—কি, আর না—অনেক বেয়াদপি সহ্য করেছি চলুন চাঁচু···

—দূর মশাই আমার কথা বুঝতে পারেন নি

—তার মানে?

—জুতা খুলে আমি কোয়াটারলি দেখাতে চাই ছিলাম। এখন তো পকেট-এ রাখলে 'মানি অর্ডার' হয়ে যায় মানি সমেত তাই বেস্ট জায়গা/প্লেস হচ্ছে জুতার মধ্যে রাখা—তাহলে কোয়া-টারলির প্ল্যাসটিক কভার থাকায় ঘামে বা জলকাদা ঢুকে গেলেও (জুতার মধ্যে) ভেজার চান্স নেই—বুঝেছেন দাদা—বাই—চলি

—হেঃ হেঃ কোয়াটারলি দেখিয়ে সকলকে হতবাক্ করে কর্ম্মস্থলে চলে গেল। তীক্ষ নয়নে অবাক বিস্ময়ে সকলে বলে ওঠে এঁ্যা···। পুরো ধুর বানিয়ে দিল—ও, ভাবলাম মোটা টাকা দাঁও মারা যাবে —ওরে ভগারে গুড়জলের পয়সাও হলনা রে! এঁ্যা-এঁ্যা-ডাক ছেড়ে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে ইচ্ছে করছে—

মামা হয়ে ভাগ্নেকে আর্ ধামা বাজানো হলো না উঃ উঃ—লাগছে লাগ্ ভেস্‌কি লাগ্—কেমন বিয়ে করলি মদন, ঠিকমতন হোল না রে···।

ঠোঙা বাবু

বাচ্ছু একটি মুদির দোকানে মাসকাবারি ঠোঙা প্রস্তুত করে সাপ্লাই করে এবং মোটামুটি পয়সা পায়—তাও মাসের শেষেই বা কখনও তারপরের মাসের প্রথম/দ্বিতীয় সপ্তাহে।

পোঙাবাবুর স্বভাব-ই হচ্ছে প্যানা মারা—কিভাবে জোচ্চুরি বিজনেস করতে হয়, মিথ্যে—ছল চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে, তা বেশ ভালভাবেই জানে।—বাচ্ছু দোকানে ঠোঙা দিতে এসেছে—

পোঙাবাবু: কি রে, পঁচাত্তরটা ঠোঙা কি আমার শ্বশুর সাপ্লাই দেবে?

বাচ্ছু: কেন, আমিতো গুনেই দিয়েছি। কমতো দূরের কথা দুএকটা বেশী—

পোঙাবাবু: ঐ তো এখনও টেবিলের নীচে-ই পড়ে রয়েছে—গুনে দেখ্ বিচ্ছু।

—এঁ্যা, এখন আবার গুনতে হবে—

—না গুনবি তো আমার কি—দাম কম পাবি।

—কাগজের দাম বেড়ে গেছে। তুঁতে ময়দা'র দামও বাড়ছে। ঠোঁঙার দাম কমছে কি করে? সব জিনিষের দাম অগ্নিমূল্য। কোথাও লাভ থাকে? এভাবে পোঙামারানিরা যতদিন পোঙা মারবে ততদিন শান্তিতে দুটো পয়সার মুখ দেখতে পারবোনা?

—কি বললি পোঙামারানি আমি! পোঙা মারছি তোর?

—তাছাড়া আর কি! দেড় বছর ধরে ঠোঙা সাপ্লাই করছি এখনও কি দাম সেই একই রয়েছে জিনিষপত্রের? বৌ-এর একটা ব্রা-ব্লাউজ পঁচিশ টাকা দিয়ে কিনতে হয় না? প্যাডের

দাম কতো জানেন? সায়া-শাড়ী'র কথাতো তাও ছেড়েই দিলাম। এবার নিজে জাঙ্গিয়া গেঞ্জী আর বৌ কে ব্রা-প্যান্টি পড়িয়ে আমেরিকা কান্ট্রির মত ওপেনলি রাস্তা হাঁটবো—প্যানা মেরে মেরে খাল করে দিলেন তো? পোঙামারানিদের রাম রাজত্ব?

—এ্যাঁ, আবার বললি—পোঙামারানি—প্যানা মেরে…

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, খাল করে দিলে পোঙা মেরে; বলব না? পোঙা—মারানি—

—তুই তো ঠোঙামারানি অকালপক্ক আমার ইয়ে ··

—কি, খিস্তি করলে তুমি? তুমি হচ্ছ যন্ত্র-মালের ওপর পয়মাল।

—আর তুই হচ্ছিল শূয়ারের পো বেজন্মা দি গ্রেট—ফুল গাণ্ড!

—আর ইউ, গেঁড়ে চোদা দি গ্রেট! সাধু না ছাই—'চোত্থ'।

—বোকা··ঠোঙা মারাচ্ছিস আবার এত তেল সেগুমারানি।

—চো···পোঙামারানি চুপবে, ইয়ে ভেঙ্গে···।

—কি এতবড় কথা?

—আমার বয়েই গেছে এরকম মালেদের দোকানে ঠোঙা দিতে।

—যা, যা ফোট্—তোর ইয়ে ঠোঙা নিতে···ফুস্ ফোট্বে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, জোচ্চুরি—ফোরটোয়েন্টি, ব্লাফ ধোকাবাজ, চিটিং-বাজি লোক ঠকিয়ে কতদিন চালাবে। তোমার ওপর—ও এক বাবা কাম দাদা আছে তার নাম—"গড ফাদার"। তুমি দেবে টুপি?

—আরে যা, এতদিন টুপি পড়িয়ে তো দুটো বাড়ী একটা মারুতি গাড়ী, কালার টি. ভি, জেনারেটর, রাজদূত বাইক কতো কিছু করে ফেললাম—তুই তো ইয়ে ছিঁড়েছিস—

—তোমার মতো অসৎ পথে চলিনা—লায়ার দি গ্রেট—চললাম।

ধান্দারোগ !!

সেদিন বর্দ্ধমান থেকে ট্রেনে উঠেছি। হাওড়া চলেছি—উদ্দেশ্য কাজ। ধান্দাবাজি তো করতে হবেই।

সেই ট্রেনের কামরায় তু'স্টপেজ পরেই তুটি ছোক্রা উঠেছে। উঠেই ঠেলেঠুলে ঢুকে পড়লো। তারপর বক্তে আরম্ভ করে দিল।

একটি ছোকরা আরেকটি ছোক্রাকে বলছে, কিরে শালা কাল রাত্রে তোকে যে কালি মার্কা ধেনো খাওয়ালাম তার দাম দে?

—তুর বে, আমি খেলাম না দাম কি দেব—বললেই হলো। আপনারাই বলুন দাদারা একি রকম কথা। কয়েকজন ভদ্রলোক মুচকি, মুচকি হাসতে লাগল। বুঝলাম, নেশা এখনো কাটেনি। একটু ওপরে তুলে দিল আরেকটি লোক, ঠিকই বলেছেন অন্যায় কথা দাম দেওয়া উচিত।

—হ্যাঁ, দাদা আপনি ঠিক বলেছেন।

—বললেই হলো। মাল না খেলে কি করে দাম দেব—একি ইয়ারকির ব্যাপার।

—বেশ হৈ—চৈ পড়ে গেল। সকলেই মজা উপভোগ করতে লাগলো।

তু'একজন একটু তুলে দিয়ে চুপ করে রইল।

তুটি ছোকরার মধ্যে প্রচণ্ড রকম বাক্‌বিতণ্ডা চলছে। একজন বলছে তোর মনে পড়েছেনা আমাদের প্রোগ্রামের কথা। গতকাল সকালবেলা তুই আর আমি বাজার গেলাম। ধান্দাবাজি করে

টু-পাইস ইনকাম্ করলাম। জুয়া খেলে আরও বেশকিছু ইনকাম হলো। তারপর দু'জনে স্নান করে হোটেলে খেয়ে একটি বীয়ার ফিফ্‌টি-ফিফ্‌টি খেয়ে হিন্দী ফিল্ম "ওয়ান নাইট" দেখতে গেলাম। সে কি বই মাইরি! শরীর গরম হয়ে যায় শালা! তারপর হল্‌ থেকে বেরিয়ে বৌদির বাড়ী গেলাম। বৌদির হাতের চা—আহা কি জিনিষ মাইরি। ও—হা, বৌদিকে যা দেখতে না মাইরি! দেখলেই শালা শরীর গরম হয়ে যায়—ভেবে পাইনা শালা কি করবো? বৌদির বাড়ী থেকে পাড়ায় বোঁচার রকে এসে আড্ডাবাজি, মেয়েদের টিটকারি, সিঁটিমারা সবই চলল। সন্ধ্যাবেলা দু'নম্বরী কাজ শুরু হয়ে গেল। 'ইধার কা মাল' উধার এই সব করে একসময় আবার নাইট শো তে হিন্দী ছবি 'ডান্সডান্স' দেখে মদ্‌নার দোকানে কালিমার্কা ধেনো খেয়ে টলতে টলতে বাড়ী ফেরা—সবই শালা ভুলে গেলি এর মধ্যে। শালা, আমাদের লাইফ —"হোর্স পাইপ" হয়ে গেছে। উ, উ—কু—কুরু, কুরু····বিংশ শতাব্দীর বঞ্চিত বাঞ্চোতের দল—শালা করে কোলাহল—এইতো বয়স—মাল খাও, ফুর্তি করো দিন আনন্দে কাটাও। যতদিন বাঁচো নেচে কুদে ফুর্তি করে নাও—কোন্‌দিন মায়ের ভোগে চলে যাবে শালা। লাইফটা হেল্ হয়ে গেছে শালা—তেলা মাথায় তেল মালিশ করে যাও শালা, যতদিন বাঁচো—তারপর শালা মরে গেলে কে কার। যতোরকম কু-কর্ম্ম করে "জমানে কো দিখানা দেও।" একসময় কিভাবে যে সময় কেটে গেল ঠিক বুঝতে পারলাম না। দেখলাম হাওড়া ষ্টেশনে ট্রেন ইন্ করেছে। যাক্, ভালই হলো রগড় জমলো কিন্তু ছোক্‌রা দ্বয় আমাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে দশ পয়সা করে মোট দশ টাকার মতো আদায় করে নিয়েছিল। পরে বুঝে ছিলাম! এটা একধরনের 'ধান্দাবাজি'। ধাপ্পাবাজি করে 'টুপি' পরিয়ে সকলকে ধূর বানিয়ে হাওড়া ষ্টেশনের ভীড়ে গা-ঢাকা দিল।

ঝুন্ঝুন্ আগরওয়াল

আমি মধ্য কলকাতার চাঁদনি চকে গত বছর ঝুন্ঝুন্ কুমার আগরওয়াল—মালিকের নিকট তখন কর্ম্মরত। আমার ছিল হিসাব রক্ষকের কাজ। ঝুন্ঝুন্ এর পি-এ ছিল চম্চম্ কুমার আপেল। সে যা যন্ত্র (পয়মাল!) ছিল বলার নয়। রোজ যন্ত্র আমায় যা পিনিক দিত, রসালাপ করত তা শুনে সকলের দমফাটা হাসিতে পেট ব্যথা হয়ে যেত।

চমচম ঃ হেঁ হেঁ সেদিন ন্যাসপাতি এঁদোকচি বলে কিনা,—'নারীঋণ' বাংলা ছবিটা দেখেছিস ?

—না দেখিনি কি দেখিয়েছে চট্পট্ বলনা মাইরি ন্যাসপাতি—

—এখন নারী নিয়ে যা খুশী করলেই চলবেনা—ঋণের বোঝা— চাঁদু, অর্ধেক বইতে হবে। এই ধরনা কেন,—'ফুর্ত্তি করতে গিয়ে কুমারী মেয়ের অবৈধ সন্তান এসে গেলে তাকে বিয়ে তো করতেই হবে এবং ঠিক মতন ভরনপোষনের দায়িত্ব পালন করা উচিৎ— ডিভোর্স নয়।'

প্রথমে গেলে অক্কা, পরে—মক্কা না হলে ছক্কা—বুঝলে হে ফক্কা লক্কা পায়রা! যেমন—যতক্ষন দোকানে মাল স্টক্ থাকবে খদ্দেররা ফাস্ট কাম্ ফাস্ট সারভড্ লাষ্ট কাম্ 'ব্যাক টু প্যাভিলিয়ন'—তেমন এখন কার্ দিনে নারী (আনাড়ী নয়!) নিতে গেলে অ্যাডভান্স আট-দশ দিয়ে বুক্ করে রাখতে হবে,—না হলে আস্লী চীজ্ হাত-ছাড়া হতে কতক্ষন! নকলের যুগে আসল চীজ্ এর কদর সীমিত কিছু ব্যক্তি বাদ দিলে হাতে গোনা যায়—লাখে একটা মেলে

কিনা সন্দেহ! নারীঋণে দেখিয়েছে 'এলোমেলো করে দেমা, লুটে পুটে খাই'—চলবেনা। যখনই নারীদের প্রতি সমান মর্য্যাদা (পুরুষের ন্যায়) দিতে পারবে তখনই নারীদের যোগ্য সম্মান দেওয়া হবে। পন দেওয়া নেওয়া চলতে পারেনা—ঋণের বোঝা পুরুষদেরও সমভাবে বহন করা উচিৎ, —কর্ত্তব্য।

ঝুন্‌ঝুন্‌ আগরওয়ালা আমায় বলছে—আপ রাঁচী চলা যাইয়ে কুছ কাম্‌ হ্যায় চৌদা রোজ বাদ ফির কলকাত্তা আ যায়গা—
—এ্যাত্‌না প্লেস রহনে সে রাঁচী মে কেয়া কাম হ্যায়?
—আরে ভাই, ফিকর মত্‌ করো কাল মেল হাওড়া সে পাকড়ো রাঁচী যা কে উত্তারো··· ঝুন্‌ঝুন্‌ আগরওয়াল-এর কাজে রাঁচী যাত্রা। যাক্‌ পাগ্‌লা গারদ Avoid করে কাজ সেরে পুনরায় কলকাতা। পি-এ চম্‌চম্‌ কুমার আপেল বলে হেঃ হেঃ দাদা, রাঁচীর জলে তুদিনেই ঝুনো নারকেল হয়ে গেলে?
—আমি বলি তা একটু নারকেলের জল খাও ভাই বলেই প্যাণ্টের চেনে···
—কেয়া বাত—যন্ত্রর মাইরি একটি।
—চারিদিকে মালে মালে ছয়লাপ—'গোলে মালে (২) পিরীত করো না, এক পিরীতেই হিমালয়ে চড়ো না'—। —যন্তর মন্তর দেখেছ চাঁতু? ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ তো দেখনি? ডুমুরের ফুল না এপ্রিল ফুল! ভুল সবই ফুল, খাচ্ছে খালি কুল আর গাছের মূল—। মাথায় নেই চুল বগলে বাবড়ি?
যখন···ফোলা (২) তখন দেখে পাড়ার ছোঁড়া, যখন···ঢল্‌ঢল্‌ তখন দেখে বেপাড়ার দল, যখন···ঝোলা···ভাতার ছাড়া গতি নাই? শোন একটা—মিঃ ভাল্‌ আর মিঃ কাল্‌—তু'বন্ধু। মিঃ ভাল ডাক্তার—অবিবাহিত। মিঃ কাল্‌ প্রাইভেট কনসার্ণে স্টেনো-গ্রাফার, বিবাহিত।

মিঃ কাল মিসেসকে নিয়ে বন্ধু (ডাক্তার)'র চেম্বারে হাজির। স্ত্রীকে দিয়ে কর্ম্মস্থলে রওনা হয়—দেরী হয়ে যাবে। স্ত্রীকে বলে যে তুমি চেক্‌আপ এর পর বাড়ী চলে যাবে। এই বলে মিঃ কাল্‌ চলে যায়। মিসেস্ কাল্‌ঃ আপনাকে একদিন শয্যাশায়ী অবস্থায় পেতে চাই ?

মিঃ ভাল্‌ (ডাক্তার) ঃ সেকি আপনার স্বামী আমার বন্ধু, ছিঃ এ হয় না হতে পারে না—

মিসেস্ কাল ঃ না ও আমাকে ঠিক দিতে পারে না—আজই একান্তে আপনাকে একবার………..। ডাক্তার ঃ চলুন স্পেশাল চেম্বারে,—দু'জনে এসে উপস্থিত। চেক্‌আপ্‌ করার জন্য অর্ধবিবস্ত্রা হয়ে শুয়ে পড়ে মিসেস কার্ল বলে ওঠে—ওয়ান—কাম অন্, টু-ডু, থ্রি-ফ্রি, ফোর—মোর। ফাইভ-ডাইভ, সিক্স-ফিক্সড, সেভেন-হেভেন, এইট-ফাইট/টাইট নাইন-ফাইন্ টেন-ওঃ মিঃ ভাল্‌…… অর্থাৎ কিনা ওয়ান কাম অন্ কাছে আসতে বলল। টু-ডু—করতে বলল। থ্রি-ফ্রি-ফ্রি ভাবে করতে বলল। ফোর মোর—আরও বেশী করে করতে। —ফাইভ, ডাইভ অর্থাৎ ড্রাইভ মেরে করতে হবে। সিক্স ফিক্সড—সেঁটে গেছে/ফিক্সড হয়ে গেছে। সেভেন—হেভেন অর্থাৎ স্বর্গে যাচ্ছি। এইট ফাইট/টাইট - জোর ফাইট (যুদ্ধ) হয়ে টাইট হয়ে গেছে। নাইন-ফাইন,—দারুণ লাগছে। টেন ও মিঃ ভাল্‌—লাগছে…আক্ করে ওঠে মিসেস কার্ল—হেভি লেগেছে গিভ্‌ মী সাম স্টীচ ফর আয়োডিন—আয়োডিন চাইল ক্ষতস্থানটি স্টীচ করার জন্য।

আরেকটা—M.A. পাঠরত যুবক যুবতী প্রেক্ষাগৃহে ইংরেজী ছবি 'সেক্সি ড্রীম্' দেখছে। যুবকটি যুবতীটির বুকে হাত দেবার চেষ্টা করছে…যুবতীটি ততই ইউনিভারসিটি বলছে। যুবকটি খুঁজে পাচ্ছেনা সুস্বাদু ফল! একসময় যুবতীটি বলে ওঠে—এত

ওপরে হাত দিলে পাবেনা। যখন স্কুলে পড়তাম কুঁড়ি—কলেজে ফুল এখন ইউনিভারসিটি অর্থাৎ আরও নীচে হাত দিলে পাবে কারণটা নিশ্চয় বলে দিতে হবে না—কি তাইনা?

আরেকটা—পাকামাল সিনেমা দেখছে পাশে মেম্ বসে রয়েছে। —হাতটা মেমের দিকে বারে বারে যাচ্ছে। একসময় মেম্ থাকতে না পেরে বলে—Don't Do so—পাকামাল হেঃ হেঃ করে বলে—আমিতো ধুয়ে এসেছি।

———

প্রতিযোগীতা

একজন বাড়ীওয়ালা—দুজন ভাড়াটে।

কে কত কারেণ্ট খরচ করতে পারে তার-ই কমপিটিশন—

ম্যাও হিটার জ্বালালে ক্যাট টেপ চালায়। ম্যাও চ্যাও ভ্যাও মিউজিক বাজিয়ে ক্যাসিও (সিনথেসাইজার) ধরলে পর ভিডিও ক্যাসেট ফিল্ম "হীরাসাত" চালায়। এস্ কুমারের 'ডিস্কোজমানে' ভিডিও ফিল্ম চালালে অপরজন বচ্চনের ফ্যাওসাল্ চালিয়ে ইয়া রাম্বা—শাম্বা—কাও ঝিং—কাই না-না-ভুকু—টুকুটুকু সঙ্গে গুড়জল আর চাঁট (ঝাল মাংসের ঘুগনি মশালা সমেত)। ও ইস্ত্রি চালালে এ ফ্রিজ—টিভি—রেকর্ড প্লেয়ার একসঙ্গে চালায়—গাঁক গাঁক আওয়াজ। ভিরমি খাওয়ার মত অবস্থা…

বাড়িওয়ালা ঝুনঝুন (কুমার) আগরওয়াল বলে সাব্বাশ চালিয়ে যাও—ডরো মত হামতো হ্যায় কোই চিন্তা নেহি। লড়ে যাও দাদা

—লড়ে যাও। চোখ কান বুজে প্যান্ট জামা খুলে লড়ে যাও হেঃ হেঁঃ হো—হো····দু'জনে গ্যাস খেয়ে আপে উঠে লড়ে যায়—
গান চালিয়ে দেয়—এভরি বড়ি ড্যান্স উইথ পাপাপা—এভরি বড়ি ড্যান্স উইথ মা, মা/মানি মানি····হো—হা, হু—যা, ক্যাঁও কেঁ কেঁ হেঃ হেঃ—দু'জনে বিল (ইলেকট্রিক) দেখে চক্ষু চড়কগাছ ! এঁ্যা, বাপলে বাপ ! ঝুনঝুন আগরওয়াল বলে—কোই বাত নেহি···· প্রতিযোগিতা ইয়ানি কমপিটিশন যেতনা যাদা হোগা অতনা হি মুনাফা····অগলা মাহিনামে যদি ছ'সাতশো হো যায় তো····দু'জনে বলে ওঠে—উই আর হিরো—হেঁ হেঁ লড়েঙ্গে জরুর সুতরাং আবার প্রতিযোগিতা—
ও যদি হাজার ভোল্টের ল্যাম্প/বালব জ্বালে ও দেড়····
এইভাবে ও দুই····হলে ও তিন····
ঝুনঝুন আগরওয়াল ভাবে এরকম ভাড়াটে পেলে সোনায় সোহাগা এদিকে আগরওয়াল এর মরমর অবস্থা—দু'জনে ফুলস্পীডে টেপ-রেকর্ডপ্লেয়ার চালিয়ে চলেছে—গাঁক গাঁক ব্যাঙ, ঝিন্‌কুরাকুর—কি তার আওয়াজ—

যতই বলে বন্ধ্‌ কিজিয়ে হাত জোরতি হ্যায়
কে শোনে কার কথা ততই আরও জোরে চালিয়ে সটস পড়ে খালি গায়ে নেচে চলেছে

গান বাজছে—মারেঙ্গে ইয়ামর্‌ যায়েঙ্গেও তামাশা কর যায়েঙ্গে দেখো দেখো দুনিয়া দেখো আগে আগে················
আগরওয়াল সহ্য করতে না পেরে হার্টফেল করে এক সময় মারা যায় !

দুজনে পাততাড়ি গুটিয়ে কেটে পড়ে—
পুলিশ এসে দেখে পাখী খাঁচায় নেই—।

E★N★D★

এক যুবক—দেবজিৎ নিজেকে ফিল্ম ইনড্রাসট্রিতে প্রতিষ্ঠা করতে চায়— সে অনেক বড় অভিনেতা হবে এবং একদিন চিত্রপরিচালক হিসেবে সারা বিশ্ব জয় করবে—এক কথায় সকলেই তাকে চিনুক, সে এটা চায়। দেবজিৎ-এর বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সকলেই একথা শুনে হেসে উড়িয়ে দেয়। ব্যঙ্গ করে মামা বলে,—ওঁঃ ও হবে পরিচালক—ফুঃ···কেহবা বলে যত্তোসব পাগলামি উদ্ভদ অবাস্তব চিন্তা—গাধা কাহিঁকা···দেবজিৎ একজন চিত্র প্রযোজক (প্রডিউসার) মহাশয়ের নিকট গিয়ে মনের কথা সব বলে। এক সময় প্রডিউসারকে ছবি'র কাহিনী সংক্ষেপে বলে এবং সেটা ভাল লাগে, রাজী হয়।

কিন্তু পরিশেষে প্রযোজক বেঁকে বসে। বলে অন্য একটা হিন্দী ছবি পেয়ে গেছি—দুঃখিত

দেবজিৎ টেনসনে চিন্তায় নিরুৎসাহী হয়ে পড়লেও আশা ছাড়েনা—থীম্ ভাব···নিজে কাহিনীটির স্ক্রিপ্টচিত্রনাট্য প্রস্তুত করে এবং দু'বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে একজন নাম করা পরিচালকের দ্বারস্থ হয়। সব কিছু ঠিক করে ছবির শুভ মহরৎ করতে গিয়ে গুণ্ডামী মাস্তানদের জন্য প্রায় ভেস্তে যায়—পণ্ডশ্রম হয় সব····সে তাও দমেনা। লড়াকু মনোভাব নিয়ে পুনরায় প্রযোজকের নিকট হাতজোর করে। প্রযোজক প্রথম স্যুটিং-এর দিন Absence দেবজিৎ আর্টিস্টদের নিকট বেইজ্জত হয়—তবু দমেনা লড়ে যায় Do or Die. বাড়ীতে রাত্রে ভাবতে ভাবতে চিন্তা করতে থাকে। মাথায় হাত দিয়ে 'থীম্' ভাবতে থাকে—

স্টুডিও-তে এসে উপস্থিত। সকলেই প্রস্তুত। ক্যামেরাম্যান থেকে আর্টিস্ট পর্য্যন্ত। দেবজিৎ প্রযোজককে বলে—স্যার, এইভাবে

সর্টটা নিলে ভাল হয়—ডায়লগটা মনিটর এর পর এইভাবে থাকবে
········ঠিক আছে

বুম্বা তুমি আস্তে আস্তে মুভ করবে ···মঞ্জুর কাছে এসে····

স্টার্ট ক্যামেরা····সাউণ্ড···সাইলেন্স···লাইটম্যান রেডি ওকে····
ক্যামেরা প্যান করে চলেছে···নায়ক বুম্বা স্লো মোশনে এগিয়ে চলেছে। মঞ্জুও এগিয়ে বুম্বার দিকে এগিয়ে আসছে ডায়লগঃ ও কতদিন বাদে····কোথায় ছিলে ? পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করে। মঞ্জু আঁতকে উঠে বলে ওঠে উঃ এত জোরে নয় ! লাগছে ছাড়ুন····কাট্ কাট্ রিটেক শর্ট নং তের এগেন—

এইভাবে একের পর এক শর্টটেক করা হতে থাকে। একটি রোমান্টিক গানে দুজন লীপ দেয় দিনের পর দিন মাসের পর মাস ····একসময় ছবিটির স্যুটিং পর্ব সমাপ্ত হয়। ডিস্ট্রিবিউটর ছবিটি রিলিজ করায়—ছবিটি সুপারহিট হয়—পরিচালক 'দেবজিৎ' রাতারাতি বিশ্বখ্যাত পরিচালক হয়ে যায়। প্রযোজককে পায় কে ? দু'জনে প্লেনে ফরেন ট্যুর করে চলে—ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল '৮৮ বেস্ট এ্যাওয়ার্ড স্বর্ণকমল পায়। বক্স অফিস সুপার হীট্—টাকা, যশ খ্যাতি ছড়াছড়ি····

এক সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ··· কট্ কট্—ঘুম ভেঙ্গে যায় দেখে সকাল হয়ে গেছে···দরজা খুলে দেখে হাতজোড় করে প্রযোজক বলছেন এক্সকিউজ মী দেবজিৎ—ভালো অন্য একজন ডাইরেক্টরের ছবি পেয়ে গেছি ডোণ্ট মাইণ্ড—বাই বাই—চলে যায় গাড়ী স্টার্ট করে।

দেবজিৎ-এর মাথা ঘুরতে থাকে—বসে পড়ে। মাথার বৃত্ত ক্ষুদ্র বিন্দু বিন্দু হতে হতে বড় হয়ে চলতে থাকে। ক্ষুদ্র বিন্দু থেকে বড় হয়ে চলেছে—